

## সহজ ভাষায় মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১

এই ডকুমেন্টটির মূল উদ্দেশ্য হলো মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বিষয়টি সর্বস্তরের জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য করে তোলা। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ পাঠ করে সহজে এর অর্থ বুঝতে পারা যায় না। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে যাদের ধারণা কম তাদের পক্ষে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন হয়। কারণ হলো, একদিকে এর ভাষা কঠিন। তাছাড়া, এখানে ক্রস-রেফারেন্স মিলিয়ে পড়তে হয়। অর্থাৎ আইনের ধারা, বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি, এসআরও, সাধারণ আদেশ ইত্যাদি মিলিয়ে না পড়লে পূর্ণাঙ্গ অর্থ বোধগম্য হয় না। এভাবে মিলিয়ে পড়া অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার, যা সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অধিকন্তু, ভ্যাটের বিষয়বস্তু হলো নিরস। এসকল কারণে, মূসক বিধিমালা পাঠ করে সহজে এর অর্থ বোধগম্য হয় না। তাই, সাধারণ জনগণ মূসক বিধিমালা পাঠ করতে আগ্রহী হয় না, কারণ তারা অর্থ বুঝতে পারে না বিধায় পাঠে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। অর্থ বুঝতে না পারার কারণে অনেকে আইন পরিপালন করতে পারে না। তাছাড়া, এ কারণে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশেষণ করতে থাকেন। এরফলে, জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। দেশে একটি পরিপালিত (Compliant) মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিধি-বিধান সহজীকরণ করতে হবে এবং উক্তরূপ সহজীকরণকৃত বিধি-বিধানের মর্মার্থ সকলের কাছে সহজ পদ্ধতিতে এবং সহজ ভাষায় পৌঁছে দিতে হবে। সকলে যেন একইভাবে বিষয়সমূহ বুঝতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিষয়বস্তু পাঠকদের কাছে সহজে বোধগম্য করার জন্য উহা সহজ ভাষায় এখানে পেশ করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক ইহা পাঠ করে সহজে অর্থ বুঝতে পারবেন।

সহজে বুঝানো উদ্দেশ্য বিধায় এখানে কোন রেফারেন্স বা ফুটনোট ব্যবহার করা হয়নি। প্রথমে বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি পেশ করা হয়েছে। এর পরই উহার ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও একস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে পাঠকগণের কাছে কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহও সহজে বোধগম্য হয়। বিধির ভাষা যেখানে সহজ সেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। যেখানে বিধির ভাষা সহজ নয় শুধুমাত্র সেখানেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বিধিতে যে প্রধান বিষয় বর্ণিত আছে তা সহজে নজরে আনার জন্য মূল শব্দ বা শব্দসমূহ আন্ডারলাইন করে দেয়া হয়েছে। "মূসক" শব্দের পরিবর্তে এখানে "ভ্যাট" শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, "ভ্যাট" শব্দটি জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে, কখনও কখনও "মূসক" শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে শব্দের তুলনায় অর্থের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে বানানের দিকে নজর দেয়া যায়নি। পরবর্তীতে এসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা হবে ইনশাআলাহ্।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, এই কাজটি কোনো সরকারি কাজ নয়। এই ওয়েবসাইটের স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজটি সম্পাদন করেছে। তাই, ইহা কোনো সরকারি দলিল নয়। মূল আইন ও বিধির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু দৃশ্যমান হলে মূল আইন ও বিধির অর্থ প্রাধান্য পাবে। মূসক বিধিমালা পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে এই কাজটি যদি কিছুটা অবদান রাখতে পারে, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। প্রিয় পাঠকগণ, অনুগ্রহ করে আপনাদের মতামত জানাবেন। E-Mail: [roufcus@yahoo.com](mailto:roufcus@yahoo.com) এখানে কোনো ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আপনাদের মতামত তা পরবর্তীতে সংশোধন করতে সাহায্য করবে। আর পাঠকদের সন্তুষ্টি আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

ড. মো: আব্দুর রউফ

## মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১

(নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ই জুন, ১৯৯১/২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮ বাং

এসআরও নং ১৭৮-আইন/৯১/৩-মুসক।— মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৭২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।— এই বিধিমালা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

সহজ ভাষায় মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।— এই বিধিমালা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন);

(কক) “ইউটিলাইজেশন পারমিশন ও ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন” অর্থ সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানী) বিধিমালা, ১৯৯৩ এ বর্ণিত ইউটিলাইজেশন পারমিশন ও ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন;

(খ) “কর” অর্থ, ধারা ২ এর দফা (ঘঘঘ) তে সংজ্ঞায়িত কর;

(খখ) “চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক” অর্থ ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্যের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণ অথবা নিজস্ব উপকরণ ব্যবহার করিয়া পণ্যের বিনিময়ে চুক্তি ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনকারী;

(খখখ) “ধারা” অর্থ আইনের ধারা;

(গ) “নিবন্ধনপত্র” অর্থ বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক আইনের ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত নিবন্ধনপত্র;

(ঘ) “নিবন্ধিত ব্যক্তি” অর্থ আইনের ধারা ১৫ এর আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তি;

(ঘঘ) বিলুপ্ত

- (ঙ) “প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক” অর্থ এমন কোনো রপ্তানিকারক যাহাকে, তাহার বিগত বারো মাস সময়ে রপ্তানির ও রপ্তানি প্রত্যর্পণ গ্রহণের উলেখযোগ্য রেকর্ডের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক হিসাবে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে;
- (ঙঙ) “পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান” (Backward Linkage Industry) অর্থ এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যে শিল্প প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে এমন কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করে যিনি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন প্রকৃত রপ্তানীকারকের নিকট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রে আবদ্ধ;
- (ঙঙঙ) “প্রকৃত রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারক” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি তাঁর উৎপাদিত পণ্য বা সেবা অথবা অন্যবিধভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত রপ্তানি নীতি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালন করিয়া সরাসরি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অথবা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করেন;
- (ঙঙঙঙ) “প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান করেন;
- (চ) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন ফরম;
- (চচ) “বন্ডেড ওয়ার হাউস” এবং “স্পেশাল বন্ডেড ওয়ার হাউস” অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Chapter XI এ বর্ণিত, যথাক্রমে, bonded warehouse এবং Special bonded warehouse;
- (ছ) “বিভাগীয় কর্মকর্তা” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (খখখখখ) তে সংজ্ঞায়িত বিভাগীয় কর্মকর্তা;
- (জ) “বিল অব এন্ট্রী” অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 79 এর অধীন দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রী;
- (ঝা) “বিল অব এক্সপোর্ট” অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 131 এর অধীন দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্ট;
- (ঝঝ) “স্বত্বাধিকারী” অর্থ চুক্তি ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের মালিক;
- (ঞ) “রাজস্ব কর্মকর্তা” অর্থ স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের বা সার্কেলের বা মূল্য সংযোজন কর বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত রাজস্ব কর্মকর্তা।
- (২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা বক্তব্যের (expression) সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা বক্তব্য আইন এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।
- ২। সংজ্ঞা।— আইন অংশে আমরা বেশ কিছু সংজ্ঞা পেয়েছিলাম। বিধি অংশেও কিছু সংজ্ঞা রয়েছে। সংজ্ঞাসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো।
- (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১।
- (কক) এখানে “ইউটিলাইজেশন পারমিশন” (ইউপি) এবং “ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন” (ইউডি) এ দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যা বুঝতে হলে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। কাস্টমস আইনের

অধীন শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ নামে একটি বিধিমালা রয়েছে। শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম উক্ত বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠানদেরকে বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সের আওতায় তারা শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে উপকরণ আমদানি বা ক্রয় করতে পারে। শুল্ক-করাদি মুক্তভাবে আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত উপকরণ দিয়ে পণ্য প্রস্তুত করে রপ্তানি করতে হয়। সকল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীকে এ ধরনের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সের মাধ্যমে আমদানিকৃত উপকরণ তাদের বন্ডেড ওয়ারহাউসে মজুদ থাকে। রপ্তানির জন্য কোন এলসি/অর্ডার পেলে, উক্ত রপ্তানি পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বন্ডেড ওয়ারহাউস থেকে বের করতে হয়। এজন্যে "ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন" ইস্যু করে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর নিকট দাখিল করতে হয়। এই হলো "ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন"। "ইউটিলাইজেশন পারমিশন" হলো এরকমই। তবে, একটু পার্থক্য রয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা শতভাগ প্রাচল্য রপ্তানিকারক। যেমন: টেক্সটাইল মিল, স্পিনিং মিল, ডাইয়িং ও ফিনিশিং ফ্যাক্টরী ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের ১০০ ভাগ পণ্য শতভাগ সরাসরি রপ্তানিকারক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি/রপ্তানি করে থাকে। এ সকল প্রাচল্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানদেরকেও বন্ডেড ওয়ারহাউস লাইসেন্স দেয়া আছে। তারাও শুল্ক-করাদি মুক্তভাবে উপকরণ আমদানি করতে পারে। শতভাগ সরাসরি রপ্তানিকারকের নিকট থেকে কোনো ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি পেলে, শতভাগ প্রাচল্য রপ্তানীকারকদের বন্ডেড ওয়ারহাউস থেকে উপকরণ বের করতে হয়। তখন তারা "ইউটিলাইজেশন পারমিশন" এর জন্য বন্ড কমিশনারেটে আবেদন করে। "ইউটিলাইজেশন পারমিশন" হলো, প্রাপ্ত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসিতে বর্ণিত পণ্য প্রস্তুত করতে কি পরিমাণ উপকরণ প্রয়োজন হবে তার হিসাব। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট "ইউটিলাইজেশন পারমিশন" ইস্যু করে। এ সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়।

(খ) "কর" অর্থ মূল্য সংযোজন কর, সম্পূর্ণক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত)।

(খখ) "চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক" অর্থ অনেক সময় কোন ব্র্যান্ডেড পণ্য অন্য কোনো উৎপাদকের নিকট থেকে উৎপাদন করিয়ে নেয়া হয়। যেমন: বাটা সু কোম্পানি তাদের ব্র্যান্ডেড পণ্য অনেক সময় অন্য কোনো সু কোম্পানির নিকট থেকে তৈরী করিয়ে নেয়। এখানে বাটা সু কোম্পানি হলো পণ্যের স্বত্বাধিকারী। আর যে কোম্পানির কাছে উৎপাদন করতে দেয়া হয়েছে তাকে বলা হয় "চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক"। পণ্যের স্বত্বাধিকারী এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। পণ্যের স্বত্বাধিকারী "মূসক-১১গ" ফরম ব্যবহার করে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের কাছে উপকরণ পাঠিয়ে দেয়। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করার পর "মূসক-১১" ফরম ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য স্বত্বাধিকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। বর্তমানে এভাবে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক দ্বারা অনেক উৎপাদন করানো হয়। পণ্যের স্বত্বাধিকারীর মেশিনের যে ক্যাপাসিটি তার চেয়ে যদি বাজারে তার পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে, তাহলে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করানো হয়।

(খগ) "ধারা" অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারাসমূহ।

(গ) "নিবন্ধনপত্র" অর্থ ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন পত্র। ভ্যাটযোগ্য কোন কার্যক্রম পরিচালনাকারী; যেমন: ভ্যাটযোগ্য পণ্যের উৎপাদক বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা ভ্যাটযোগ্য পণ্যের ব্যবসায়ী এবং সকল আমদানি ও রপ্তানিকারককে ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন নিতে হলে ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে "মূসক-৬" ফরমে আবেদন করতে হয়। আবেদনের সময় কি কি দলিলাদি দাখিল করতে হয় তা এই পুস্তকের আইন অংশে আলোচনা করা হয়েছে। সকল দলিলপত্র সঠিক থাকলে বিভাগীয় কর্মকর্তা দুই কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করে "মূসক-৮" ফরমে নিবন্ধনপত্র প্রদান করেন।

(ঘ) "নিবন্ধিত ব্যক্তি" অর্থ যিনি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করেছেন। যিনি উপরে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী বা পরিচালনা করেন।

(ঘঘ) বিলুপ্ত।

(ঙ) "প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক"। শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) রপ্তানিকারকদের প্রত্যর্পণ প্রদান করে। প্রত্যর্পণ প্রদানের পদ্ধতি বেশ জটিল। তাই, রপ্তানিকারকদের দীর্ঘদিনের দাবী হলো প্রত্যর্পণ প্রদান সহজ করতে হবে। সহজে প্রত্যর্পণ প্রদান করার জন্য বিধান করা হয়েছিল যে, প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। কিছু সূচকের ভিত্তিতে এই তালিকা প্রস্তুত করা হবে। কোন প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক প্রত্যর্পণের আবেদন করলে তাদের অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হবে। কিন্তু নানা কারণে এই তালিকা প্রস্তুত করা যায়নি। তবে, বিধিতে এখনও সংজ্ঞাটি রয়ে গেছে।

(ঙঙ) "পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান"। পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান হলো এমন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রচলন রপ্তানিকারক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাছে পণ্য রপ্তানি করে। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে প্রচলন রপ্তানিকারকের কাছে পণ্য রপ্তানি করতে হবে। এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: একটি শতভাগ সরাসরি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: ১০ (দশ) হাজার পিস জিন্সের জ্যাকেট রপ্তানী করার জন্য নেদারল্যান্ডের একজন আমদানিকারকের নিকট থেকে রপ্তানী ঋণপত্র (এক্সপোর্ট এলসি) পেয়েছে। এই এলসি-কে মাস্টার এলসি বা মাদার এলসি বলে। জিন্সের জ্যাকেট তৈরী করার জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োজন হয় তা ভারটেক্স গার্মেন্টের কাছে না থাকতে পারে। ধরা যাক, ভারটেক্স গার্মেন্টস জিন্সের ফ্যাব্রিক্স কেনার জন্য মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি: কে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি প্রদান করলো। উল্লেখ্য যে, মাস্টার এলসি'র বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসারে বর্তমানে খুব সম্ভবত: মাস্টার এলসি'র ৭০ শতাংশ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি করা যায়। মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি: ভারটেক্স গার্মেন্টস লি:কে জিন্সের ফ্যাব্রিক্স সরবরাহ করলো। ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: উক্ত ফ্যাব্রিক্স দিয়ে জ্যাকেট তৈরী করে রপ্তানী করলো। রপ্তানী মূল্য পাওয়ার পর ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: বৈদেশিক মুদ্রায় মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি:কে জিন্সের ফ্যাব্রিক্সের মূল্য পরিশোধ করলো। এখানে মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি: হলো প্রচলন রপ্তানিকারক (deemed exporter)। উক্ত প্রতিষ্ঠান জিন্সের ফ্যাব্রিক্স সরাসরি রপ্তানি করেনি কিন্তু উক্ত ফ্যাব্রিক্স আসলে রপ্তানী হয়ে গেছে। মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি: ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় জিন্সের ফ্যাব্রিক্স সরবরাহ করেছে। তার সরবরাহ রপ্তানী হিসেবে বিবেচিত। এবার আমার দেখবো যে, পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায়? ধরা যাক, মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি:কে সুতা সরবরাহ দিয়েছে খাদিম টেক্সটাইল মিলস লি:। খাদিম টেক্সটাইল মিলস লি:কে মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি: অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি বা অভ্যন্তরীণ এলসি প্রদান করেছে। মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক্স লি: ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: এর কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির পর বৈদেশিক মুদ্রায় খাদিম টেক্সটাইল মিলস লি:কে সুতার মূল্য পরিশোধ করেছে। এখানে খাদিম টেক্সটাইল মিলস লি: অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি বা অভ্যন্তরীণ এলসি'র বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সুতা সরবরাহ দিয়েছে। তাই, খাদিম টেক্সটাইল মিলস লি: এর সরবরাহ রপ্তানী হিসেবে বিবেচিত। খাদিম টেক্সটাইল মিলস লি: হলো পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান (backward-linkage industry)।

(ঙঙঙ) "প্রকৃত রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারক"। প্রকৃত রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি সরাসরি বিদেশে বা দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) পণ্য রপ্তানি করেন। যেমন: উপরের উদাহরণ অনুসারে ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: সরাসরি নেদারল্যান্ডে জিন্সের জ্যাকেট রপ্তানি করে। এখানে ভারটেক্স গার্মেন্ট লি: হলো প্রকৃত রপ্তানিকারক।

(৬৬৬৬) "প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক"। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি প্রকৃত রপ্তানিকারকের কাছে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেন। উপরের উদাহরণে মেসার্স গরীব নেওয়াজ ফ্যাব্রিক লি: হলো প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক। আর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক আছে যা বিধি ৩১ক-তে আলোচনা করা হবে। সেখানে আমরা দেখবো যে, স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হলে তা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয়।

(চ) "ফরম"। মূসক বিধিমালার সাথে ৩৮ টি ফরম রয়েছে। মূসকের বিভিন্ন কাজে এসকল ফরম ব্যবহার করা হয়।

(চচ) "বন্ডেড ওয়্যারহাউস" এবং "স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস"। উপরের (কক) দফায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। শুষ্ক ও কর পরিশোধ না করে, কোনো পণ্য আমদানি করার জন্য সরকার বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে এরূপ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। যেমন: শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীদের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স দেয়া আছে। তারা বিদেশ থেকে ফেব্রিক্স, রং, বুতাম জিপার, স্টিকার ইত্যাদি শুষ্ক-কর পরিশোধ না করে আমদানি করে। এবং এগুলো দিয়ে শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি তৈরী করে বিদেশে রপ্তানি করে।

(ছ) "বিভাগীয় কর্মকর্তা"। ভ্যাট বিভাগীয় অফিসের যিনি প্রধান থাকেন তাকে "বিভাগীয় কর্মকর্তা" বলে। সাধারণত: সহকারী কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার ভ্যাট বিভাগীয় অফিসের দায়িত্বে থাকেন। কয়েকটি সার্কেল নিয়ে একটি বিভাগীয় অফিস গঠিত হয়। একটি কমিশনারেটের অধীনে কয়েকটি বিভাগীয় অফিস থাকে। যেমন: তেজগাঁও, গাজীপুর, টংগী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, মতিঝিল, লালবাগ, সুত্রাপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, কুষ্টিয়া, বরিশাল, সিলেট, ফেনী, কক্সবাজার ইত্যাদি বিভাগীয় অফিস।

(জ) "বিল অব এন্ট্রি"। আমদানি করা পণ্য খালাস করার সময় শুষ্ক স্টেশনে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয় তাকে "বিল-অব-এন্ট্রি" বলে। বিল-অব-এন্ট্রি'র সাথে আরো কতিপয় ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়।

(ঝ) "বিল অব এক্সপোর্ট"। পণ্য রপ্তানি করার সময় শুষ্ক স্টেশনে যে ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয় তাকে "বিল-অব-এক্সপোর্ট" বা "শিপিং বিল" বলে। বিল-অব-এক্সপোর্টের সাথে আরো কতিপয় ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়।

(ঝঝ) "স্বত্বাধিকারী"। চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল মালিককে "স্বত্বাধিকারী" বলে। যেমন: বাটা সু কোম্পানি যদি ভাই ভাই লেদার ফ্যাক্টরীর নিকট থেকে চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করায়, তাহলে এখানে বাটা সু কোম্পানি হলো "স্বত্বাধিকারী"। ভাই ভাই লেদার ফ্যাক্টরী হলো চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক।

(ঞ) "রাজস্ব কর্মকর্তা"। পূর্বে যাদেরকে "সুপারিনটেনডেন্ট" বলা হতো এখন তাদেরকে "রাজস্ব কর্মকর্তা" বলা হয়। তাঁরা প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার কর্মকর্তা। তাঁরা সার্কেলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, বিভাগীয় দপ্তর এবং কমিশনারেটের তাঁরা পদস্থ থাকেন।

(২) বিধিতে যদি কোন বিষয়ের সংজ্ঞা দেয়া না হয়, তাহলে আইনে উহা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিধিতেও সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে।

৩। মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুষ্ক ধার্যের জন্য মূল্য ঘোষণা।— (১) আইন এর ধারা ৫ ও ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে নিবন্ধিত ব্যক্তি তৎকর্তৃক উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্যের ওপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুষ্ক ধার্যের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা

সহগ (input-output co-efficient) সহ মূল্যভিত্তি সম্পর্কিত একটি ঘোষণা ফরম “মূসক-১” দুই প্রস্থে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্তরূপ দাখিলকৃত ঘোষণার ভিত্তিতেই, ঘোষণা দাখিলের তারিখ হইতে, নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার সরবরাহযোগ্য পণ্যের ওপর প্রদেয় কর নির্ধারণ ও পরিশোধপূর্বক পণ্য সরবরাহ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারককে ফরম “মূসক-১খ” অনুযায়ী এই উপ-বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে মূল্যভিত্তি ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(১ক) করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানে নিয়োজিত কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের পাশাপাশি অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ বা রপ্তানি করিলে যদি তা ইতিপূর্বে ঘোষিত বা অনুমোদিত মূল্য বা সহগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে উক্তরূপ সরবরাহ বা রপ্তানির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফরম “মূসক-১গ” এ উপকরণ মূল্য এবং উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output Co-efficient) সম্পর্কিত একটি ঘোষণাপত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত ঘোষণাপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া উহার ওপর, ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রয়োজনে সংশোধনপূর্বক, সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণায় কোন পরিবর্তন বা সংশোধনী আনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুল্কানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এই বিধান শতভাগ রপ্তানিকারক বা শতভাগ প্রচলন রপ্তানিকারক নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(১খ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদক পণ্যের স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে প্রতি পণ্যের জন্য যে পণ বা মূল্য গ্রহণ করিবেন তাহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ফরম “মূসক-১” এ মূল্য ঘোষণা দাখিল করিবেন।

(১গ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্বাধিকারী উৎপাদনকারী হিসেবে বিবেচিত হইবেন এবং উপ-বিধি (১) অনুযায়ী “মূসক-১” এ মূল্য ঘোষণা দাখিল করিবেন।

(১ঘ) আইনের ধারা ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক তৎকর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে সুস্পষ্ট, লক্ষণীয় ও অনপনীয়ভাবে খুচরা বিক্রয় মূল্য মুদ্রিত থাকিলে, স্বেচ্ছায় ফরম “মূসক-১ঘ” তে বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়ে ঘোষণা দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক আরোপযোগ্য মূল্য খুচরা বিক্রয় মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের কম হইতে পারিবে না।

(১ঙ) কোনো পণ্যের প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক উপ-বিধি (১ঘ) এর বিধান অনুযায়ী বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়ে খুচরা বিক্রয় মূল্য সংবলিত পণ্যের মোড়কসহ ফরম “মূসক-১ঘ” তে ঘোষণা প্রদান করিলে, উক্ত কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্তরূপ ঘোষণা প্রদানের তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী ঘোষিত মূল্যভিত্তির কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত পরিবর্তন কার্যকর করিবার সাত কার্যদিবস পূর্বে নিবন্ধিত ব্যক্তি ফরম “মূসক-১” বা, ক্ষেত্রমত, “মূসক-১খ” এ মূল্যভিত্তির একটি নতুন ঘোষণা বা পূর্বে দাখিলকৃত ঘোষণার সংশোধনী, যাহাই প্রযোজ্য হউক না কেন, বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন এবং নতুনভাবে বা সংশোধিত ঘোষিত মূল্যভিত্তি অনুযায়ী প্রদেয় কর নির্ধারণ ও পরিশোধ করিবেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য সম্পর্কিত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সার্কেল রাজস্ব কর্মকর্তা এবং কমিশনারের দপ্তরের কম্পিউটার সেলকে অবহিত করিবেন।

(২ক) উপ-বিধি (১ক) অনুযায়ী দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত পরিবর্তন কার্যকর করিবার সাত কার্যদিবস পূর্বে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা বাংলাদেশ হইতে

রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যের উৎপাদক ফরম “মুসক-১গ” তে একটি নূতন ঘোষণা বা পূর্বে দাখিলকৃত ঘোষণার সংশোধনী, যাহাই প্রযোজ্য হউক না কেন, বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্তরূপ নূতন ঘোষণা বা, ক্ষেত্রমত, পূর্বে দাখিলকৃত ঘোষণার সংশোধনী যাচাই-বাছাই করিয়া প্রাপ্ত ঘোষণা, প্রয়োজনে সংশোধনপূর্বক, অনুমোদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণায় কোন পরিবর্তন বা সংশোধনী, আনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২খ) ক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্য পণ্যের পরিবর্তন না ঘটিলে এবং মূল্য সংযোজন পরিবর্তনের হার পাঁচ শতাংশের কম হইলে, উপ-বিধি (২) এবং (২ক) এর বিধান অনুযায়ী ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধানের কারণে উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত তদন্ত বা জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রমের এখতিয়ার ক্ষুণ্ণ হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) বা (২) বা বিধি ৩খ অনুযায়ী ঘোষিত মূল্যভিত্তির বিষয়ে পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় কর্মকর্তা, সার্কেল রাজস্ব কর্মকর্তা, অথবা কমিশনারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত তদন্তে বা বাজার জরিপে অথবা সার্কেল, বিভাগ বা কমিশনারের দপ্তরে রক্ষিত অভিন্ন বা অনুরূপ বা সমজাতীয় পণ্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ও বিভাজন, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ব্যয়, ঘোষিত মূল্য, অনুমোদিত মূল্য বা বাজার মূল্য সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্তে বা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে-

- (ক) পণ্যের ঘোষিত মূল্যভিত্তি আইনের ধারা ৫ এর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ, বা
- (খ) একই অধিক্ষেত্র বা অন্য কোন অধিক্ষেত্রের অনুরূপ প্রকৃতি ও গুণগতমানের পণ্যের মূল্যভিত্তির তুলনায় ঘোষিত মূল্যভিত্তি উলেখযোগ্য পরিমাণে কম, বা
- (গ) ফরম “মুসক-১” বা, ক্ষেত্রমত, “মুসক-১খ” এ প্রদর্শিত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ উলেখযোগ্যভাবে কম, বা
- (ঘ) পণ্যের সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে বিদ্যমান কোন সম্পর্কের কারণে বা তাহাদের পারস্পরিক বা যে কোন এক পক্ষের আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ঘোষিত মূল্যভিত্তি উলেখযোগ্যভাবে কম,

এবং সেই কারণে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক কম পরিশোধিত হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে বিভাগীয় কর্মকর্তা, নিবন্ধিত ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করার পর, উক্তরূপে সংগৃহীত বা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত মূল্যভিত্তি নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং ঘোষণার তারিখ হইতে উক্ত মূল্যভিত্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কর-মেয়াদে প্রদেয় কর নিরূপণ ও পরিশোধযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপবিধির অধীনে বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্যভিত্তি ও কর নির্ধারণের কারণে, আইন বা এই বিধিমালার অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধের দ- সম্পর্কিত বিধানের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য ঘোষণা প্রাপ্তির পনের কার্যদিবসের মধ্যে উলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে ঘোষিত মূল্য বিষয়ে তাহার কোন আপত্তি নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪), (৫) বিলুপ্ত।

(৬) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী বাণিজ্য বাটা প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে আসল এবং বাণিজ্য বাটা প্রদানের পর যে মূল্যে পণ্য সরবরাহ হইবে সেই মূল্য এবং যে মেয়াদের জন্য বাণিজ্য বাটা কার্যকর হইবে সেই মেয়াদ উলেখ পূর্বক একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে এবং বাণিজ্য বাটার পরিমাণ প্রকৃত মূল্যের পনের শতাংশের অধিক



হইতে পারিবে না এবং যেকোনো বার মাস সময়ে সর্বোচ্চ তিরিশ দিনের জন্য বাণিজ্য বাটা প্রদান করা যাইবে।

(৭) উপ-বিধি (১) হইতে (৬) এ যাহাই থাকুক না কেন, কমিশনার নিবন্ধিত ব্যক্তির আবেদনক্রমে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুরোধক্রমে পণ্যের বাজারমূল্য উঠা-নামার কারণে বা তাঁহার বিবেচনায় অন্যকোনো বিশেষ কারণে কোনো পণ্য বা পণ্যশ্রেণির ক্ষেত্রে কর নিরূপণের জন্য মূল্যভিত্তি স্থির করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য অপেক্ষা উচ্চতর মূল্যভিত্তি নিরূপণ করিলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত ব্যক্তি উক্তরূপ উচ্চতর মূল্য নিরূপণের তারিখ হইতে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত নিরূপিত মূল্যভিত্তি পুনর্বিবেচনার নিমিত্ত কমিশনারের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনের কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার উক্ত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি আবেদনটি মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুরোধক্রমে মূল্য ভিত্তি স্থির করার ক্ষেত্রে, কমিশনার কোন পণ্য বা পণ্যশ্রেণীর মূল্য বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য, বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা গঠিত, মূল্যভিত্তি পর্যালোচনা কমিটিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৮) সরবরাহযোগ্য পণ্যের ঘোষিত মূল্য তালিকা পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থলের বা ব্যবসায়স্থলের এইরূপ কোনো স্থানে আঁটিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে উহা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

(৯) যে সকল উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্যের ওপর আইন এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে সে সকল প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তিকে ফরম “মুসক-১ক”-এ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output co-efficient) সম্পর্কিত একটি ঘোষণা সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত ঘোষণাপত্র যাচাই বাছাই করিয়া প্রাপ্ত তথ্য প্রয়োজনে সংশোধনপূর্বক অনুমোদন করিবেন এবং নিবন্ধিত ব্যক্তি উক্তরূপে অনুমোদিত উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগের ভিত্তিতে ট্যারিফ মূল্যের অধীন পণ্যের প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নিরূপণ ও প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণায় কোনো পরিবর্তন বা সংশোধনী আনয়নের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৩। মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ধার্যের জন্য মূল্য ঘোষণা।— (১) এই বিধিতে মূল্য ঘোষণা সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। ইতোপূর্বে ধারা ৫-এ আমরা মূল্য ঘোষণা সংক্রান্ত বিধান দেখেছি। ধারা ৫ এবং বিধি ৩ একত্রে পড়তে হয়। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্যের ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিচ্যুতি (distortion)। ভ্যাট ব্যবস্থার মূল বিষয় হলো প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজনের ওপর ভ্যাট প্রদত্ত হবে। কিন্তু আমাদের দেশের এ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ভ্যাটদাতাদের ওপর ছেড়ে দিলে রাজস্ব ফাঁকির সমূহ আশংকা থাকে। তাই, ভ্যাট বিভাগ কর্তৃক পণ্যের ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। মূল্য নির্ধারণ করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যা আমরা ধারা ৫ এ আলোচনা করেছি। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। উল্খ্য, পণ্যের পাশাপাশি বর্তমান অর্থবছর থেকে কতিপয় সেবার ক্ষেত্রেও মূল্য ঘোষণা দাখিলের বিধান করা হয়েছে। কোন পণ্য যদি প্রথম উৎপাদিত হয়, তাহলে উৎপাদনের পূর্বেই মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। আর কোন পণ্য যা আগে থেকে উৎপাদন হচ্ছে এবং আগে মূল্য ঘোষণা অনুমোদিত আছে,

সেইরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত: উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। তবে, এর কতিপয় ব্যতিক্রম আছে যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। মূল্য ঘোষণা প্রদান করার জন্যে ৬টি ফরম রয়েছে। যথা:

(১) ফরম "মূসক-১": এই ফরমটি মূল্য ঘোষণা দেয়ার প্রধান ফরম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান করা হয়।

(২) ফরম "মূসক-১ক": এই ফরমটি ট্যারিফ ভ্যালুযুক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার ফরম। ট্যারিফ ভ্যালু কি তা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেহেতু কতিপয় পণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয়, সেহেতু এই ফরমে মূল্য সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না; শুধুমাত্র পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output coefficient) বর্ণিত থাকে।

(৩) ফরম "মূসক-১খ": এই ফরমের মাধ্যমে ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ মূল্য ঘোষণা প্রদান করেন।

(৪) ফরম "মূসক-১গ": এই ফরমের মাধ্যমে ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। উল্লেখ্য যে, কোন অঙ্গনে শুধুমাত্র ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করলে তার কোন ভ্যাট সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় না। আবার, কোন অঙ্গনে শুধুমাত্র রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদিত হলে সেক্ষেত্রেও মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয় না। যদি কোন অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা ভ্যাটযোগ্য এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য একইসাথে উৎপাদন করা হয়; তাহলে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্যে ফরম "মূসক-১গ"-তে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়।

(৫) ফরম "মূসক-১ঘ": সাধারণত: উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলেই পণ্যের নতুন মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। এভাবে বার বার মূল্য ঘোষণা দাখিল করা উৎপাদকদের জন্যে বেশ অসুবিধাজনক। তাই, দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদকগণ দাবি করে আসছেন তাদের জন্যে মূল্য ঘোষণার পদ্ধতি সহজ করতে। মূল্য ঘোষণার পদ্ধতি সহজ করার জন্যে দুটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি হলো "মূসক-১ঘ" ফরম। এবং আরেকটি হলো বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২খ) এর বিধান যা আমরা সাধারণভাবে ৫ পারসেন্ট টলারেন্স পদ্ধতি বলে বুঝে থাকি যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। "মূসক-১ঘ" ফরমের মাধ্যমে পণ্যের গায়ে বা প্যাকেটে মুদ্রিত খুচরা মূল্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করা যায়। উক্ত মূল্য হবে ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য। এক্ষেত্রে কোন সংযুক্তি প্রদান করতে হবে না। শুধুমাত্র এমআরপি মুদ্রিত প্যাকেট বা পাত্র দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য, কোন পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত থাকলে কোন ভিত্তিতে এক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে তা বিধিতে উল্লেখ নেই। সেক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য থেকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

(৬) ফরম "মূসক-২খ": এই ফরমটির মাধ্যমে টার্নওভার করের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বছরে একবার মূল্য ঘোষণা প্রদান করে থাকে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

কোনো পণ্যের মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে। ঘোষণা দেয়ার তারিখ থেকেই উক্তরূপ ঘোষিত মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করতে হবে। পরবর্তীতে অনুমোদিত মূল্যে যদি কোন পরিবর্তন হয় বা কমিশনারের কাছে আপীল করার পর যদি কোন পরিবর্তন হয়, তাহলে পরিবর্তিত মূল্য অনুসারে হিসাব করে চলতি হিসাব রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হবে।

শর্ত: ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারককে "মূসক-১খ" ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারক বলতে আমরা কি বুঝি তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা

করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত ফরমের কলাম ৬, ৭, এবং ৮ নিম্নোক্ত। কারণ, ব্যবসায়ী পর্যায়ে সম্পূর্ণক শুল্ক আরোপিত নেই। মূসক ব্যবস্থায় "ব্যবসায়ী" শব্দের বিশেষ অর্থ আছে। পণ্য উৎপাদনের পর কয়েকটি হাত পার হয়ে; যেমন: ডিলার, কমিশন এজেন্ট, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা ইত্যাদি; কোনো পণ্য ভোক্তার হাতে পৌঁছায়। মাঝখানের এই ধাপগুলোকে মূসক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী স্তর বলে। বাণিজ্যিক আমদানিকারক তাকে বলে যিনি কোনো পণ্য বিক্রি করার জন্যে আমদানি করেন। অর্থাৎ আমদানি করার পর আমদানিকারক ব্যবসায়ী হয়ে যান।

(১ক) কোনো উৎপাদক মূসকযোগ্য এবং মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য একইসাথে উৎপাদন করতে পারেন। আবার, কোনো উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রি করার পাশাপাশি কিছু পণ্য রপ্তানি করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে মূসকযোগ্য এবং স্থানীয়ভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের জন্য "মূসক-১" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য "মূসক-১গ" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। মূল্য ঘোষণার ওপর বিভাগীয় কর্মকর্তা ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান না করলে ঘোষিত মূল্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

১ম শর্ত: বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি ঘোষণায় কোনো সংশোধন আনতে চান তাহলে ঘোষণাকারীকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

২য় শর্ত: শতভাগ রপ্তানিকারক এবং শতভাগ প্রচলন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে না। ইতোপূর্বে শতভাগ রপ্তানিকারক এবং শতভাগ প্রচলন রপ্তানিকারকদের জন্য মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে এই বিধান রহিত করা হয়েছে।

(১খ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক বলতে আমরা কি বুঝি তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক "মূসক-১" ফরমে মূল্য ঘোষণা দেবেন। তিনি পণ্যের স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে চুক্তি অনুসারে যে অর্থ পাবেন তার ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা দেবেন।

(১গ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্বাধিকারী "মূসক-১" ফরমে মূল্য ঘোষণা দেবেন। তিনি এমনভাবে মূল্য ঘোষণা দেবেন যেন তিনি নিজেই উৎপাদনকারী।

(১ঘ) কোনো উৎপাদক স্বেচ্ছায় "মূসক-১ঘ" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে পারবেন। এ বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

শর্ত: এক্ষেত্রে পণ্যের গায়ে, বা প্যাকেটে যে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লিখা থাকে তার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন পর্যায়ে মূসকযোগ্য মূল্য হতে হবে।

(১ঙ) "মূসক-১ঘ" ফরমে মূল্য ঘোষণা উক্ত ঘোষণা প্রদান করার তারিখ হতে কার্যকর হবে। উল্লেখ্য, "মূসক-১ঘ" ফরমে মূল্য ঘোষণা দাখিলের ক্ষেত্রে কোন সংযুক্তি দিতে হবে না। শুধু খুচরা বিক্রয় মূল্য সংবলিত পণ্যের মোড়কসহ ফরম "মূসক-১ঘ" দাখিল করতে হবে।

(২) মূল্য ঘোষণায় কোনো পরিবর্তন করতে হলে পরিবর্তন কার্যকর করার ৭ কার্যদিবস পূর্বে ঘোষণা দিতে হবে। ঘোষণা দেয়ার ৭ কার্যদিবস পর থেকে নতুনভাবে ঘোষিত মূল্য অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে হবে।

(২ক) উপরের ন্যায়।

শর্ত: বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য ঘোষণায় কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে ঘোষণাকারীকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

(২খ) দু'টি শর্ত যদি ঠিক রাখা যায় তাহলে উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা প্রদান করার প্রয়োজন নেই। (১) পূর্বে ঘোষিত মূসকযোগ্য মূল্য যদি পরিবর্তন না করা হয়। এবং (২) মূল্য সংযোজনে পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি যদি ৫ শতাংশের কম হয়। উক্ত দুটি শর্ত ঠিক

রাখতে পারলে নতুন করে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে না। পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী মূসক পরিশোধ করতে হবে। উপকরণ মূল্য বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত রেয়াত নেয়া যাবে।

শর্ত: এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে দুটি শর্ত পরিপালন করে মূল্য ঘোষণা না দিলে তদন্ত বা জরিপ করা যাবে।

(৩) মূল্য ঘোষণায় কোনো অসংগতি পাওয়া গেলে বিভাগীয় কর্মকর্তা তা সংশোধন করে অনুমোদন করবেন। তবে, ঘোষণা প্রদানকারীর শুনানী নিতে হবে। মূল্য ঘোষণা প্রদানের তারিখ থেকে সংশোধিত মূল্য কার্যকর হবে।

ব্যখ্যা: এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণা দেয়ার কারণে মামলা দায়ের করা যাবে। অর্থাৎ কেউ যদি মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করে মূল্য ঘোষণা দেয় এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি যথাযথ অনুসন্ধানের পর মূল্য সংশোধন করে দেন, তারপর উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘোষণা দেয়ার কারণে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

শর্ত: এ সকল কার্যক্রম বিভাগীয় কর্মকর্তাকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে শেষ করতে হবে। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে শেষ করতে না পারলে ধরে নেয়া হবে যে, ঘোষিত মূল্যে তার কোনো আপত্তি নেই।

(৪) বিলুপ্ত।

(৫) বিলুপ্ত।

(৬) কেউ যদি ডিসকাউন্ট দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে চান তাহলে তিনটি শর্ত পালন করতে হবে। (ক) ডিসকাউন্ট দেয়ার পর কত মূল্যে পণ্য বিক্রি হবে এবং কোন মেয়াদে ডিসকাউন্ট দেয়া হবে তা জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে বিভাগীয় কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। (খ) অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশের বেশি ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে না। (গ) বছরে ৩০ দিনের বেশি ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে না। তবে, ৩০ দিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে হওয়ার প্রয়োজন নেই। ভেঙ্গে ভেঙ্গে হতে পারে।

(৭) কমিশনার তিনটি কারণে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন। (ক) নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি কমিশনার বরাবরে আবেদন করেন। (খ) বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি অনুরোধ করেন। এবং (গ) কমিশনার নিজে যদি ইচ্ছা করেন।

১ম শর্ত: বিভাগীয় কর্মকর্তার নির্ধারিত মূল্য বিষয়ে আবেদনকারীর কোনো আপত্তি থাকলে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার বরাবরে আবেদন করা যাবে। কমিশনার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেবেন। তিনি মূল্যে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলে আবেদনকারীর শুনানী নেবেন। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান না করলে ধরে নেয়া হবে যে, মূল্য বিষয়ে তার কোনো আপত্তি নেই।

২য় শর্ত: কমিশনার মূল্য বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য মূল্যভিত্তি পর্যালোচনা কমিটিকে অনুরোধ করতে পারবেন। উলেখ্য, মূল্যভিত্তি পর্যালোচনা কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। মহাপরিচালক, মূসক, নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর উক্ত কমিটির আহ্বায়ক।

(৮) ঘোষিত মূল্য নিবন্ধিত প্রাপ্তনে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে টানিয়ে রাখতে হবে। এভাবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র এবং মূল্য ঘোষণা নিবন্ধিত স্থানে টানিয়ে রাখার বিধান আছে। টানিয়ে না রাখলে অনিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ হবে।

(৯) ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে "মূসক-১ক" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা উহা অনুমোদন করবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন কোন পণ্য বা সেবার ওপর ট্যারিফ মূল্য ঘোষণা করতে পারে। ট্যারিফ মূল্য সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১২, তারিখ: ০৭/০৬/২০১২। ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা সহজ। এখানে মূল্য সম্পর্কিত কোন তথ্য সন্নিবেশ করতে হয় না, যেহেতু মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারণ করে দেয়। শুধুমাত্র উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক অর্থাৎ কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে উক্ত পণ্যটি উৎপাদন করা হবে তার হিসাব দাখিল করতে হয়।

শর্ত: বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি ঘোষণায় কোনো পরিবর্তন আনতে চান তাহলে আবেদনকারীর শুনানী দিতে হবে।

৩ক। সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য ঘোষণা।— বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, করযোগ্য কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্যভিত্তি ঘোষণা প্রদানের আদেশ প্রদান ও ঘোষণার পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩ক। সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য ঘোষণা।— সেবার ক্ষেত্রে এযাবৎ মূল্য ঘোষণা প্রদান করার বিধান ছিল না। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মুসক/২০১২, তারিখ: ০৭/০৬/২০১২ এর মাধ্যমে ২৪টি সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে এবং জটিলতা বিরাজ করছে। এখানে উপরে বর্ণিত কোন ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে না। প্রতিটি সেবা প্রদানকারীর মূল্য তালিকা রয়েছে। উক্ত মূল্য তালিকা দাখিল করাই আপাতত: যথেষ্ট বলে আমার অভিমত। মূল্য ঘোষণা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিচ্যুতি (distortion)। আমাদের মূল্য ঘোষণা থেকে ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে আসতে হবে। মূল্য সংযোজক আইন, ২০১২ (খসড়া) এ মূল্য ঘোষণার কোন বিধান রাখা হয়নি। তাই, এখন সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করার বিধান প্রবর্তন না করাই দেশে একটি মানসম্মত ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য প্রয়োজন।

৩কক। মূল্য ঘোষণা দাখিলের দায় হইতে অব্যাহতি।— সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে সমস্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২গ) অনুযায়ী পশ্চাদগণনা (back calculation) এর মাধ্যমে উৎপাদন বা সেবা প্রদান স্তরে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করিবে, সেই সমস্ত পণ্য বা সেবাকে উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মূল্য ঘোষণা দাখিলের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৩কক। মূল্য ঘোষণা দাখিলের দায় হইতে অব্যাহতি।— সরকার কোন পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে উক্ত পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। যেমন: মাঝে মাঝে সরকার চিনি, ভোজ্য তেল ইত্যাদি পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। এ সকল পণ্যের ক্ষেত্রে উক্তরূপে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য থেকে পশ্চাদগণনা (Back Calculation) করে মুসকযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। পশ্চাদগণনা করার জন্য কাস্টমস আইনের অধীন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত আছে। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে উক্ত নির্ধারিত মূল্য থেকে সকল প্রকার ব্যয় ইত্যাদি বিয়োগ করে যে মূল্য পাওয়া যায় সে মূল্যই হবে ভ্যাটযোগ্য মূল্য

৩খ। অভিন্ন মূল্যে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য সরবরাহ পদ্ধতি।— কোন উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে বা আমদানিকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত আকারে কোন পণ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:

(ক) করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্যে বিধি ৩ এ বিধৃত পদ্ধতিতে মূল্য ঘোষণা করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ মূল্য ঘোষণার ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ঘোষণা এবং পণ্যের চূড়ান্ত সরবরাহ পর্যায়ে যাবতীয় ব্যয়, মুনাফা ও কমিশন পৃথকভাবে “মূসক-১” বা, ক্ষেত্রমত, “মূসক-১খ” এ প্রদর্শন করিবে;

- (খ) উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক এইমর্মে বোর্ডে অঙ্গীকারনামা দাখিল করিবে যে, ঘোষিত অভিন্ন মূল্য পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটের দৃশ্যমান স্থানে অনপনীয় কালিতে মুদ্রিত থাকিবে এবং দেশের সর্বত্র উক্ত অভিন্ন মূল্যেই পণ্য সরবরাহ করা হইবে;
- (গ) দফা (খ) এ উলিখিত অঙ্গীকারনামা বোর্ডে দাখিলের সময় অঙ্গীকারনামার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে;
- (ঘ) দফা (গ) এর অধীন কাগজপত্র দাখিলের সময় পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের পাশে বা নীচে বা উপরে “মূসক পরিশোধিত” বা, ক্ষেত্রমত, “VAT paid” মুদ্রণ সম্বলিত পণ্যের নমুনা দাখিল করিতে হইবে;
- (ঙ) বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা আমদানিকারককে উহা অবহিত করিবেন এবং তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তারিখ হইতে উলিখিত পণ্য সরবরাহ করা যাইবে;
- (চ) নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রে বা পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে “মূসক-১১” চালানে “উৎসে সমুদয় মূসক পরিশোধিত” মর্মে সীল প্রদান করিয়া পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে হইবে।

৩খ। অভিন্ন মূল্যে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য সরবরাহ পদ্ধতি।— অভিন্ন মূল্য কি তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কোন বাণিজ্যিক আমদানিকারক বা উৎপাদক যদি সারাদেশে একই মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে আগ্রহী হন, তাহলে ভ্যাট আইনে সে ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে বা বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক বিক্রয় পর্যায়ে ব্যবসায়ী পর্যায়ে সমুদয় ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে আর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না। এই পদ্ধতি অনেকটা কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের মত। অভিন্ন মূল্যের অনুমোদন দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। আর বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অনুমোদন দেয় বিভাগীয় কর্মকর্তা। ইতোপূর্বে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অনুমোদনও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক দেয়া হতো। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটের সময় বিভাগীয় কর্মকর্তাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে হলে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(ক) মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে। ঘোষণায় পণ্যের চূড়ান্ত সরবরাহ পর্যন্ত সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

(খ) মুদ্রিত অভিন্ন মূল্যে সারাদেশে পণ্য সরবরাহ করতে হবে। এই মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

(গ) উক্তরূপ অঙ্গীকারনামার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বোর্ডে দাখিল করতে হবে।

(ঘ) পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের পাশে বা নিচে বা উপরে “মূসক পরিশোধিত” বা (VAT Paid) লিখতে হবে এবং এরূপ নমুনা বোর্ডে দাখিল করতে হবে।

(ঙ) প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বোর্ড উক্ত মূল্য প্রয়োজনে সংশোধন করে অনুমোদন দেবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দেবেন এবং তারিখ নির্ধারণ করে দেবেন যে তারিখ থেকে উক্তরূপ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা যাবে।

(চ) নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে “মূসক-১১” চালানে “উৎসে সমুদয় মূসক পরিশোধিত” মর্মে সীল প্রদান করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতাভুক্ত বিক্রয়কেন্দ্র থেকে বিক্রয় করা যায়। আর অভিন্ন মূল্যের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয়

করা যায়। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের অনুমতি দেয়া আছে। তবে, এরূপ ব্যবস্থা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট সিস্টেমের পরিপন্থী। এভাবে একটি ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি থাকলে একদিকে তা পরিপালন করা কঠিন হয়। জনগণ তা সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে পারে না। অন্যদিকে, এর ব্যবস্থাপনাও জটিল হয়।

৪। টার্নওভার কর প্রদান।— (১) যে কোন করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার ষাট লক্ষ টাকার নিম্নে হইলে তাকে বার্ষিক টার্নওভারের উপর ধারা ৮ এ বর্ণিত হারে টার্নওভার কর প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী টার্নওভার কর প্রদানে বাধ্য কোন ব্যক্তিকে টার্নওভার কর প্রদানের নিমিত্তে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট তালিকাভুক্ত হইতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে “ফরম মুসক-৬” এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদনকারীর বার্ষিক টার্নওভার সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে তাকে আবেদনপত্র প্রাপ্তির সাত কার্যদিবসের মধ্যে তালিকাভুক্ত করিবেন এবং ফরম “মুসক-৮” এ তৎসম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

(২ক) উপ-বিধির (২) এর অধীন তালিকাভুক্তির তারিখ হইতে পরবর্তী প্রত্যেক বৎসরের প্রথম ত্রিশ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট উক্ত বৎসরের প্রাক্কলিত টার্নওভারের পরিমাণ এবং কর প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি ঘোষণা (প্রথম ও দ্বিতীয় অনুলিপি সহ) ফরম “মুসক-২খ” এ প্রদান করিতে হইবে। উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত তথ্যাদি বিভাগীয় কর্তকর্তার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে তিনি পরবর্তী ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে উহা অনুমোদনপূর্বক একটি অনুলিপি তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক ঘোষিত টার্নওভার বিভাগীয় কর্তকর্তা কর্তৃক সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক কারণে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে যথাযথ শুনানীর সুযোগদানপূর্বক ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত টার্নওভারের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) তালিকাভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে তালিকাভুক্তির তারিখ হইতেই টার্নওভার কর প্রদান করিতে হইবে।

(৪) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি টার্নওভার কর বার্ষিক এককালীন প্রদান করিতে পারিবেন। বার্ষিক এককালীন পরিশোধের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যেই ১/১১৩৩/০০০০/০৩১৩ খাতে সরকারী ট্রেজারীতে প্রদেয় টার্নওভার কর জমা প্রদান করিতে হইবে। এককালীন টার্নওভার কর প্রদানকারীকে বৎসরে শুধুমাত্র একবার ফরম “মুসক-৪” এ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট একটি দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে এবং দাখিলপত্রের সহিত টার্নওভার কর পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি টার্নওভার কর, ইচ্ছা করিলে, মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদান করিতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে টার্নওভার করের যথাক্রমে বার ভাগের এক ভাগ ও চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত ব্যবস্থায় পরিশোধ করিতে হইবে। অবশিষ্ট প্রদেয় টার্নওভার কর, মাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রতি মাসের পনের দিনের মধ্যে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে, প্রতি তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত ব্যবস্থায় পরিশোধ করিতে হইবে। মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্নওভার কর পরিশোধের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত হওয়ার দিন হইতে শুরু করিয়া যথাক্রমে প্রতি মাস ও প্রতি তিন মাস (ইংরেজি মাস) অতিক্রান্ত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে ফরম “মুসক-৪” -এ রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট পৃথক পৃথক কর মেয়াদের জন্য দাখিলপত্র পেশ

করিতে হইবে এবং দাখিলপত্রের সহিত টার্নওভার কর পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল কপিও সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫ক) উপ-বিধি (৫) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নোটিশ দ্বারা নোটিশে উলিখিত সময়-সীমার মধ্যে প্রদেয় টার্নওভার কর পরিশোধপূর্বক দাখিলপত্র পেশ করিবার জন্য তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ দিবেন এবং উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫খ) উপ-বিধি (৫ক) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উলিখিত সময়-সীমার মধ্যে কর পরিশোধ করিয়া দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া ন্যায়-নির্ণয়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।”

(৬) বিলুপ্ত।

(৭) হতে (১২) বিলুপ্ত।

(১৩) বিলুপ্ত।

(১৩ক) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি “উপ-বিধি (২ক) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে অথবা” বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক টার্নওভার কর উপ-বিধি (৪) বা উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বিভাগীয় কর্মকর্তা তাহার উপর সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা অর্ধদণ্ডসহ, অনাদায়ী পরিমাণের উপর মাসিক দুই শতাংশ হারে সুদ আরোপ করিতে পারিবেন।

(১৪) টার্নওভার কর সম্পর্কিত যে কোন সরকারী পাওনা ধারা ৫৬ তে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

(১৫) ভুলবশতঃ বা অধিক পরিশোধিত টার্নওভার কর সংক্রান্ত যে কোন অর্থ ফেরত প্রদানের (Refund) ক্ষেত্রে ধারা ৬৭ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(১৬) টার্নওভার কর প্রদানকারী ব্যক্তি তাহার পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল হইতে পণ্য অপসারণকালে বা সেবা প্রদানকালে ফরম “মুসক-১৭ক” এ তাহার লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদানকালে ইস্যুকৃত ক্যাশ মেমোতে তাহার তালিকাভুক্তির নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(১৭) ধারা ১৭ অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর প্রদানের জন্য স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী জারীকৃত আদেশে বর্ণিত পণ্য ও সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(১৮) তালিকাভুক্ত ব্যক্তির প্রকৃত বার্ষিক টার্নওভার তালিকাভুক্তির পর যে কোন সময় উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পরিমাণের অধিক হইলে তাহাকে তালিকাভুক্তি নম্বর বাতিলের আবেদনপত্র সহ ধারা (১৫) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য ফরম “মুসক-৬” এ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(১৯) বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রতি মাসে তৎপূর্ববর্তী মাসে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবসার ধরন ও বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণসহ উক্ত মাস পর্যন্ত তালিকাভুক্তির সংখ্যা এবং টার্নওভার কর আদায় সংক্রান্ত তথ্যাবলির একটি কপি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২০) উপ-বিধি (১৯) এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির পর কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, তালিকাভুক্ত ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার কর সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ পরীক্ষা করিবার পর যদি কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহপূর্বক



তালিকাভুক্ত হইয়াছেন বা অনুরূপ তথ্যের কারণে টার্নওভার কম নির্ধারিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কমিশনার তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে তৎসম্পর্কে নোটিশ প্রদানপূর্বক দশ কার্যদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবেন এবং প্রাপ্ত জবাবে কমিশনার সন্তুষ্ট না হইলে বিভাগীয় কর্মকর্তা এর উপস্থিতিতে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া—

- (ক) তালিকাভুক্ত ব্যক্তির টার্নওভার পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবেন; অথবা  
(খ) টার্নওভার তালিকাভুক্তি বাতিলপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিবন্ধিত হইয়া তালিকাভুক্তির তারিখ হইতে প্রযোজ্য হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪। টার্নওভার কর প্রদান।— (১) টার্নওভার কর কি সে বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। টার্নওভার কর হলো ভ্যাট ব্যবস্থার আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্যে ৩ শতাংশ কর ব্যবস্থা। বার্ষিক টার্নওভার অর্থাৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা বা তার নিম্নে হলে ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করা যায়। তবে, কতকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের বার্ষিক টার্নওভার অর্থাৎ বার্ষিক বিক্রয় ৭০ লক্ষ টাকার কম হলেও তারা ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে পারবে না। এই ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক ভ্যাট বলে। যে সকল প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাটের আওতায় থাকবে সে সংক্রান্ত এসআরওটি অনুগ্রহ করে দেখুন। এস. আর. ও নং-১৮৩-আইন/২০১২/৬৪১-মূসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২। এখানে প্রায় ৪৫টি হেডিংভুক্ত পণ্য এবং প্রায় ৬৮টি সেবাকে বাধ্যতামূলক ভ্যাটের আওতায় রাখা হয়েছে।

(২) (ক) টার্নওভার কর প্রদান করতে হলে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট তালিকাভুক্ত হতে হবে।

(খ) "মূসক-৬" ফরমে আবেদন করতে হবে।

(গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত করে "মূসক-৮" ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

(২ক) তালিকাভুক্তির তারিখ হতে পরবর্তী প্রত্যেক বছরের প্রথম ৩০ দিনের মধ্যে ফরম "মূসক-২খ" এ ঘোষণা প্রদান করতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা অনুমোদন করবেন। ঘোষণা সংশোধন করতে হলে এই সময়ের মধ্যে শুনানী নিয়ে সংশোধিত ঘোষণা অনুমোদন করবেন। উলেখ্য, টার্নওভার করের ঘোষণা, টার্নওভার কর প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চিকা বর্ষ অনুসরণ করা হয় না। তালিকাভুক্তির তারিখ থেকে মাস, বছর গণনা করা হয়।

(৩) তালিকাভুক্ত হওয়ার তারিখ থেকে টার্নওভার কর প্রদান করতে হবে।

(৪) টার্নওভার কর মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করা যাবে। বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদান করতে হলে তালিকাভুক্ত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ১/১১৩৩/০০০০/০৩১৩ খাতে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী বছর একইভাবে ঘোষণা অনুমোদন হওয়ার পর বার্ষিক এককালীন টার্নওভার কর পরিশোধ করতে হবে। বছরে একবার "মূসক-৪" ফরমে দাখিলপত্র প্রদান করতে হবে।

(৫) মাসিক ভিত্তিতে টার্নওভার কর প্রদান করতে হলে তালিকাভুক্ত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ১২ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী প্রতি মাসের ১৫ দিনের মধ্যে মাসিক টার্নওভার কর প্রদান করতে হবে। পরবর্তী বছর একইভাবে ঘোষণা অনুমোদন হওয়ার পর প্রতি মাসের টার্নওভার কর জমা দিতে হবে। প্রতি মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র সার্কেলে পেশ করতে হবে।

ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্নওভার কর প্রদান করতে হলে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ টার্নওভার কর পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ টার্নওভার কর পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছর একইভাবে

ঘোষণা অনুমোদন হওয়ার পর প্রতি ৩ মাসের টার্নওভার কর জমা দিতে হবে। প্রতি ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র প্রদান করতে হবে।

(৫ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যদি কোন তালিকাভুক্ত ব্যক্তি দাখিলপত্র পেশ না করে, তাহলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভ্যাট অফিসার তাকে নোটিশ দেবেন। নোটিশে সময়সীমা বেঁধে দেবেন। উক্ত সময়সীমার মধ্যে টার্নওভার কর পরিশোধ এবং দাখিলপত্র পেশ করার নির্দেশ দেবেন। এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অনুলিপি দেবেন। এখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলতে সার্কেলের দায়িত্বে নিয়োজিত রাজস্ব কর্মকর্তাকে বুঝানো হয়েছে।

(৫খ) উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে টার্নওভার কর পরিশোধ এবং দাখিলপত্র পেশ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে বিচারের জন্য পাঠাতে হবে। উলেখ্য, টার্নওভার কর সংক্রান্ত সকল মামলার বিচার করবেন বিভাগীয় কর্মকর্তা। আমরা আরো জানি যে, অনিয়ম সংক্রান্ত সকল মামলার বিচার করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা। অন্যান্য মামলা ধারা ৪০ এ বর্ণিত মূল্যসীমা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিচার করে থাকেন।

(১৩ক) নির্ধারিত টার্নওভার কর জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে বা টার্নওভার কর সংক্রান্ত অন্য কোন অপরাধ করলে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মামলা দায়ের করতে হবে। বিভাগীয় কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারবেন। তাছাড়া, অনাদায়ী পরিমাণের উপর মাসিক ২ শতাংশ হারে সরল সূদ প্রদান করতে হবে।

(১৪) টার্নওভার কর বকেয়া হলে তা ধারা ৫৬ এর বিধান মোতাবেক আদায় করতে হবে।

(১৫) টার্নওভার কর রিফান্ড (ফেরৎ) সংক্রান্ত বিষয় ধারা ৬৭ অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

(১৬) হিসাবরক্ষণ: টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান মূসক চালানপত্র ব্যবহার করবে না। তারা নিজস্ব বিক্রয় ক্যাশমেমো ব্যবহার করবে। তবে, নিজস্ব ক্যাশমেমোতে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্তি নম্বর উলেখ করতে হবে। আর, ফরম "মূসক-১৭ক" তে লেনদেনের হিসাব রাখতে হবে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব এই একটি পুস্তকে রাখতে হবে। টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান নিম্নের দলিলাদি সংরক্ষণ করবে:

(ক) মূল্য ঘোষণা (মূসক-২খ)

(খ) নিজস্ব বিক্রয় ক্যাশমেমো

(গ) "মূসক-১৭ক" তে লেনদেনের হিসাব

(ঘ) দাখিলপত্র (মূসক-৪)

(ঙ) ট্রেজারী চালান

(চ) বাণিজ্যিক দলিলাদি।

(১৭) যে সকল প্রতিষ্ঠান টার্নওভার কর প্রদানের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হয়েছে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাটের আওতায় আছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে টার্নওভার কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না। বরং ভ্যাটের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

(১৮) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হওয়ার পর যে কোনো সময় বার্ষিক টার্নওভার তথা বিক্রয় ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা বা তার অধিক হলে তাকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য "মূসক-৬" ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে। বার্ষিক ৭০ লক্ষ টাকা বিবেচনা করা হবে বছরের অংশবিশেষের আনুপাতিক হারে নয়, বরং বছর হিসেবে। অর্থাৎ তিন মাস সময়ে যদি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা টার্নওভারের পরিমাণ হয়, তাহলে ইহা মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার কারণ হিসেবে বিবেচ্য হবে না। তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ১ বছরের মধ্যে যে কোনো সময় ৭০ লক্ষ টাকা টার্নওভার হলে, বা টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে, তাকে মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হওয়ার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে [উপবিধি-৯(২)] আবেদন করতে হবে।

(১৯) বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রতি মাসে টার্নওভার কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী সম্বলিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিশনারের কাছে প্রেরণ করবেন।

(২০) উক্তরূপ তথ্যাদি কমিশনারের দপ্তরে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষান্তে কোন ভুল-ত্রুটি পাওয়া গেলে কমিশনার তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করবেন। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের শুনানির সময় বিভাগীয় কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। শুনানি নেয়ার পর কমিশনার টার্নওভার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন। অথবা টার্নওভার কর বাতিল করে তালিকাভুক্তির তারিখ হতে ভ্যাট প্রদান করার জন্য আদেশ দিতে পারবেন।

৫। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান।— বোর্ড আইন বা বিধিদ্বারা প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে প্রদান করিতে পারিবে।

৫। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান।— আইন ও বিধিতে বর্ণিত যে কোন ক্ষমতা বোর্ড যে কোন ভ্যাট অফিসারের ওপর ন্যস্ত করতে পারিবে।

৬। কমিশনার কর্তৃক অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ।— কমিশনার এই বিধিমালার আওতায় যে কোন কর্মকর্তার উপর আরোপিত সকল বা যে কোন দায়িত্ব বা কোনো কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৬। কমিশনার কর্তৃক অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ।— কমিশনার অন্যান্য কর্মকর্তাগণের ওপর প্রদত্ত সকল বা যে কোন ক্ষমতা নিজে প্রয়োগ করতে পারবেন।

৭। উৎপাদন স্থল, সেবাপ্রদান স্থল, ব্যবসায় স্থল, আবাসস্থল এবং যানবাহন পরিদর্শন, তলাসী ও আটক।— (১) আইন বা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়া কোন উৎপাদন স্থল, সেবাপ্রদান স্থল, ব্যবসায় স্থল, আবাসস্থল কিংবা যানবাহনে কর আরোপযোগ্য কোন পণ্য সংরক্ষণ বা সরবরাহ বা বোঝাই বা বহন করা হইতেছে বা কর বা টার্নওভার কর পরিহার করিয়া পণ্য বা সেবা সংরক্ষণ বা সরবরাহ বা বোঝাই বা বহন করা হইতেছে বলিয়া কোন অভিযোগ থাকিলে বা তাহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইলে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা উক্ত যানবাহনের পথরোধ করিয়া বা উৎপাদন স্থল বা সেবাপ্রদান স্থল বা ব্যবসায় স্থল বা আবাসস্থল বা যানবাহনে প্রবেশ করিয়া উহাতে রক্ষিত বা বোঝাইকৃত বা বহনকৃত পণ্য বা সেবা পরিদর্শন ও তলাসী করিতে পারিবেন এবং যানবাহনের চালককে বা দখলদারকে, পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী, পণ্য বা সেবা গ্রহীতা বা তাহাদের প্রতিনিধিকে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য বা সেবা সরবরাহে বা গ্রহণে বা পরিবহনে আবশ্যিক চালানপত্র প্রদর্শন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত কারণে উৎপাদনস্থল, সেবাপ্রদানস্থল, ব্যবসায়স্থল, আবাসস্থল ও যানবাহন পরিদর্শন, তলাসী বা আটকের ক্ষমতাপ্রাপ্তির আদেশে আদেশ দানকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্টভাবে এইরূপ কার্যক্রম পরিচালনার এলাকা ও পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর বা সেবা বা সেবা শ্রেণীর নাম এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী উলেখ করিবেন এবং উক্তরূপ কার্যক্রম পরিচালনাকালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাহার পরিচিতি পত্র সঙ্গে বহন করিবেন এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উহা প্রদর্শন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পণ্য বা সেবা পরিদর্শন ও তলাসীর পর তলাসীকৃত যানবাহনে কর অপরিশোধিত অবস্থায় কোন পণ্য বা সেবা পরিবাহিত হয় নাই মর্মে উক্ত কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে তিনি

সংশ্লিষ্ট চালানপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় উক্ত যানবাহনের পণ্য বা সেবা তলশীল সময়, তারিখ ও স্থান উলেখপূর্বক তাহার স্বাক্ষর ও সিল প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পণ্য বা সেবা পরিদর্শন ও তলশীকালে বৈধ চালানপত্র ব্যতিরেকে বা কর ফাঁকি প্রদানপূর্বক কোন পণ্য বা সেবা পরিবহন করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত কর্মকর্তা উক্ত পণ্য বা সেবা পরিবহনকারী যানবাহনের চালককে বা দখলদারকে, বা পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী বা সরবরাহগ্রহীতা বা তাহাদের প্রতিনিধিকে ফরম “মূসক-৫” এ একটি প্রাপ্তি রসিদ প্রদানপূর্বক যানবাহনসহ উক্ত পণ্য বা সেবা আটক করিবেন এবং, অন্যান্য ক্ষেত্রে, কর বা টার্নওভার কর ফাঁকি প্রদান সংক্রান্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের প্রাসঙ্গিক প্রমাণ সম্বলিত দলিলপত্র ও বাণিজ্যিক দলিলাদি আটক করিবেন।

(৩ক) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০০৪] এর আওতায় ইটভাটা হইতে কর আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যতীত, আটককৃত পণ্য এবং পণ্য বহনকারী যানবাহনের মালিক অভিনু ও নিবন্ধিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত কর্মকর্তা আটককৃত পণ্য পরিবহনকারী যানবাহনের চালকের বা দখলদারের বা পণ্য সরবরাহকারীর বা সরবরাহ গ্রহীতার বা তাহাদের প্রতিনিধির, অতঃপর সরবরাহকারী বলিয়া উলিখিত, পরিচয়পত্র, পণ্যের চালানপত্র (যদি থাকে) ও অন্যান্য দলিলাদি আটকপূর্বক ফরম “মূসক-৫ক”-এর দুইটি কপিতে সরবরাহকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং স্বাক্ষরিত “মূসক-৫ক”-এর একটি কপিসহ, পণ্যের ন্যায়-নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়, তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য এবং যানবাহন ছাড় প্রদান করিবেন।

(৩খ) আটককৃত পণ্য বা সেবা বা পণ্য বা সেবা পরিবহনকারী যানবাহনের মালিক মামলা চলাকালীন সময় আটককৃত যানবাহনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদানের আবেদন জানাইলে, এবং ন্যায়-নির্ণয়নের প্রয়োজনে ন্যায় নির্ণয়কারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত স্থান, সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত যানবাহন উপস্থাপন করা হইবে এবং উক্তরূপ উপস্থাপনে ব্যর্থ হইলে উক্ত মালিক ধারা ৩৭ অনুযায়ী দ-নীয় হইবেন এবং এই মর্মে ফরম “মূসক-৫ক” এ অঙ্গীকারনামা প্রদান করিলে, সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়কারী কর্মকর্তা উক্ত যানবাহন, আবেদন প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে ছাড় প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) অনুযায়ী পরিচালিত প্রতিটি পরিদর্শন, তলশী ও আটক সম্পর্কে উক্তরূপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্মকর্তা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে সম্ভব না হইলে বিলম্বের কারণ উলেখপূর্বক অতিরিক্ত দুই কার্যদিবসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আদেশ দানকারী কর্মকর্তার নিকট লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিদর্শিত বা তলশীকৃত বা আটককৃত পরিবহনের নম্বর, পণ্যের বা সেবার নাম, পরিমাণ ও মূল্য, সরবরাহকারী ও গ্রহীতার নাম, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আদেশদানকারী কর্মকর্তা তাহার কার্যালয়ে একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) বিলুপ্ত

৭। উৎপাদনস্থল, সেবাপ্রদানস্থল, ব্যবসায়স্থল, আবাসস্থল এবং যানবাহন পরিদর্শন, তলশী ও আটক।— (১) পরিদর্শন, তলশী ও আটক সংক্রান্ত বিধান ধারা ২৬ এবং বিধি ৭ এ বর্ণিত আছে। ইতোপূর্বে ধারা ২৬ আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছিল। সহকারী কমিশনার বা তার উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা বা তাদের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা পরিদর্শন, তলশী ও আটক করতে পারবেন। এভাবে যাদের ক্ষমতা দেয়া হবে তারা তাদের ক্ষমতাপত্রে বর্ণিত স্থান, যান, পণ্যশ্রেণী পরিদর্শন, তলশী ও আটক করতে পারবেন।

শর্ত: ক্ষমতাপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উলেখ করে দিতে হবে যে, কোন এলাকা বা কোন পণ্য বা কি ধরনের যান তলম্শী করা হবে। উক্ত ক্ষমতাপত্র কৰ্মকৰ্তা তাঁর পরিচিতিপত্র (Identity Card) সঙ্গে বহন করবেন এবং প্রয়োজনে উহা প্রদর্শন করবেন।

(২) যানবাহন তলম্শী করে ভ্যাট চালান এবং পণ্য সঠিক পাওয়া গেলে চালানপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় তলম্শীর সময়, তারিখ ও স্থান উলেখপূর্বক মূসক কৰ্মকৰ্তা স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করে যানবাহন ছেড়ে দেবেন।

(৩) যানবাহন তলম্শী করে ভ্যাট চালান এবং পণ্য সঠিক পাওয়া না গেলে "মূসক-৫" ফরমে একটি রিসিদ প্রদান করে, মূসক কৰ্মকৰ্তা যানবাহন ও পণ্য/সেবা এবং দলিলাদি আটক করবেন। উপবিধি (৪) অনুসারে তলম্শীকারী বা আটককারী কৰ্মকৰ্তাকে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে অথবা বিলম্বের কারণ উলেখপূর্বক পরবর্তী অতিরিক্ত ২ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে বা আটক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(৩ক) পণ্যের মালিক এবং যানবাহনের মালিক যদি একই ব্যক্তি হন এবং তিনি যদি মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হন, তাহলে পণ্য এবং যানবাহন আটক করা যাবে না - ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেয়ার পূর্বে "মূসক-৫ক" এর দুই কপিতে সরবরাহকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে। পরিচয়পত্র, চালানপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র আটক করতে হবে। "মূসক-৫ক" এর একটি কপি সরবরাহকারীকে প্রদান করে পণ্য এবং যানবাহন ছেড়ে দিতে হবে। অতঃপর দলিলাদির ভিত্তিতে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে হবে। তবে, মৌসুমী ইটভাটার ইট পরিবহনকারী গাড়ী এবং ইটের মালিক এক হলে এই বিধানমতে ছাড় দেয়া যাবে না, বরং আটক করতে হবে। তবে, মাঠ পর্যায়ে আটকের সময় দেখা যায় যে, অনেকেই এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, আটক হওয়ার পর সাধারণত: পথিমধ্যে মালিক বা মালিকের পক্ষে স্বাক্ষর করার মত কাউকে পাওয়া যায় না। বা মালিক বা মালিকের প্রতিনিধি তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হয় না।

(৩খ) পণ্য ও যানবাহন আটক করা হলে যে ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিতভাবে তাৎক্ষণিক পণ্য ও যানবাহন ছাড় নেয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে যানবাহনের মালিক যানবাহন জিম্মায় নেয়ার জন্য বিচারকারী কৰ্মকৰ্তা বরাবরে আবেদন করতে পারবেন। "মূসক-৫ক" ফরমে অংগীকারনামা প্রদান করতে হবে। বিচারকারী কৰ্মকৰ্তা যখন, যেখানে হাজির করতে বলবেন, তখন সেখানে যানবাহনটি হাজির করবেন মর্মে অংগীকারনামা প্রদান করতে হবে। তাহলে, বিচারক আবেদনপ্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে যানবাহন ছাড় প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে যানবাহন সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করতে হয় এবং যানবাহন মালিক সমিতির সুপারিশ/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হয়। উলেখ্য, পণ্যের মালিকও পণ্য অন্তর্ভীকালীন ছাড় নেয়ার জন্য বিচারকারী কৰ্মকৰ্তা বরাবরে আবেদন করতে পারবেন।

(৪) তলম্শী ও আটককারী কৰ্মকৰ্তাকে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে অথবা বিলম্বের কারণ উলেখপূর্বক পরবর্তী অতিরিক্ত ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে বা আটক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৮। নমুনা সংগ্রহ।— করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী তৎকর্তক সরবরাহকৃত পণ্যের বা উক্তরূপ পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের নমুনা যে কোন মূল্য সংযোজন কর কৰ্মকৰ্তা, অতঃপর উক্ত কৰ্মকৰ্তা বলিয়া অভিহিত, কে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যে উদ্দেশ্যে নমুনা সংগৃহীত হইয়াছিল উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কার্যসম্পাদনের পর উক্ত কৰ্মকৰ্তা নমুনা প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পণ্য সরবরাহকারীকে উহা ফেরত প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ত্রিশ দিনের মধ্যে কার্য সম্পাদিত না হইয়া থাকিলে কার্য সম্পাদন না হইবার কারণ উলেখপূর্বক উক্ত কৰ্মকৰ্তাকে পরবর্তী কত দিনের মধ্যে কার্য সম্পাদনক্রমে নমুনাটি পণ্য সরবরাহকারীকে ফেরত প্রদান করিবেন উহা উক্ত নির্ধারিত ত্রিশ দিনের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পরবর্তী সময়সীমা কোন ক্রমেই ত্রিশ দিনের অতিরিক্ত হইবে না।

৮। নমুনা সংগ্রহ।— মূসক কর্মকর্তা চাইলে পণ্য বা উপকরণের নমুনা সরবরাহ করতে হবে। মূসক কর্মকর্তা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নমুনা ফেরৎ প্রদান করবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদন না হলে অতিরিক্ত ৩০ দিন রাখা যাবে। তবে, প্রথম ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তা পণ্যের মালিককে জানাতে হবে। সর্বমোট ৪৫ দিনের মধ্যে নমুনা ফেরৎ দিতে হবে।

৯। নিবন্ধন পদ্ধতি।— (১) কোন করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারীর বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার অনূ্যন সত্তর লক্ষ টাকার অধিক হইলে তাকে ফরম “মূসক-৬”-এ বিভাগীয় কার্যালয়ে অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তার নিকট এবং, প্রয়োজনে, বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে Online এ নিবন্ধনের আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা করযোগ্য সেবাপ্রদান বাবদ টার্নওভার অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিসাবে গণ্য হওয়ার পরবর্তীতে যে কোন বিরতিহীন বারো মাস সময়ে অনূ্যন ষাট(?) লক্ষ টাকা হইলে তাকে উক্ত সময়ের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধনের আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে।

(৩) করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের ব্যবসায় শুরু করিতে চাহেন এমন কোন ব্যক্তি উক্ত ব্যবসায়ের বার্ষিক টার্নওভার অনূ্যন ষাট(?) লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া প্রাক্কলন করিলে তাকে ব্যবসায় শুরুর পূর্বেই বিভাগীয় কার্যালয়ে অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধনের আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা করযোগ্য সেবা প্রদানের স্থান বা আমদানি বা রপ্তানির ব্যবসায়স্থল হইতে একাধিক করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বা আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি মাত্র নিবন্ধনের প্রয়োজন হইবে।

(৫) নিবন্ধনে দায়বদ্ধ ব্যক্তি নিবন্ধনের আবেদনপত্রের সহিত ফরম “মূসক-৭”-এ করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে বা ক্রয়-বিক্রয় বা মজুদকরণে ব্যবহৃতব্য অঙ্গন, পাল্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ফিটিংস এবং উৎপাদিতব্য বা ক্রয়-বিক্রয় বা মজুদযোগ্য পণ্য ও উহার প্রধান উপকরণসমূহের বিবরণ সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করিবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করিলে তাকে নিবন্ধনের জন্য উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্র বিভাগীয় কার্যালয়ে অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে হইবে।

৯। নিবন্ধন পদ্ধতি।— (১) কোন ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার অর্থাৎ বিক্রয় ৭০ লক্ষ টাকার অধিক হলে, বা হবে বলে প্রাক্কলন করলে “মূসক-৬” ফরমে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিলাদির মধ্যে যা যা প্রয়োজন তা দাখিল করতে হয়।

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।

(খ) মালিক এবং অথরাইজড সিগনেটরীর দুই কপি করে পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

(গ) টিআইএন সার্টিফিকেট।

(ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্র।

(ঙ) ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বরের প্রত্যয়নপত্র।

(চ) হালনাগাদ আইআরসি (আমদানিকারকের ক্ষেত্রে); অনেক সময় ভ্যাট নিবন্ধন ছাড়া আইআরসি ইস্যু করে না। সেক্ষেত্রে ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে যে, এতদিনের মধ্যে আইআরসি দাখিল করবো। অঙ্গীকারনামা দিয়ে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র নিয়ে যেতে হবে। এরপর আইআরসি ইস্যু করে আইআরসি ভ্যাট অফিসে দিয়ে যেতে হবে।

(ছ) হালনাগাদ ইআরসি (রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে)।

(জ) "মূসক-৭" ফরমে ঘোষণা।

(ঝ) নিবন্ধনযোগ্য অঙ্গনের বর্ণনাসূচক নীলনকশা।

(ঞ) জমির বা বাড়ির বা ভবনের বা প্রাঙ্গনের যেখানে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত হবে সেখানকার মালিকানা বা ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র।

(ট) অথরাইজড সিগনেটরীর জন্য অথরাইজেশন পত্র।

(ঠ) আবেদনকারী লিমিটেড কোম্পানী হলে আর্টিকেল অব মেমোরেভাম এবং আর্টিকেল অব এ্যাসোসিয়েশন।

(ড) পার্টনারশীপ ব্যবসার ক্ষেত্রে পার্টনারশীপ চুক্তিনামা।

(ণ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আবেদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ সকল শাখা বা বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদির তালিকা। উলেখ্য, প্রয়োজনীয় সকল দলিল দাখিল করা হলে সর্বোচ্চ দুই দিনের মধ্যে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান করার বিধান আছে। আরো উলেখ্য যে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে কোন ফী প্রদান করতে হয় না।

(২) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার বছরে ৭০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে অতিক্রম করার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাকে ভ্যাট নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে। বিধিতে ভুলক্রমে ৬০ লক্ষ টাকার স্থলে ৭০ লক্ষ টাকা সংশোধন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(৩) ব্যবসায় শুরুর পূর্বে বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা হবে বলে মনে করলে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে। বিধিতে ভুলক্রমে ষাট লক্ষ টাকার স্থলে সত্তর লক্ষ টাকা সংশোধন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(৪) একটি অঙ্গনে একটিমাত্র মূসক নিবন্ধন নম্বর প্রয়োজন হবে। তা পণ্য বা সেবা প্রদান যত বেশি সংখ্যা বা পরিমাণের হোক না কেনো। পণ্য সরবরাহ, সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অঙ্গনে একটিমাত্র নিবন্ধনপত্র প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনে মূসক নিবন্ধনপত্রে (Tax Payers Type) পরিবর্তন বা যোগ করতে হবে। নিবন্ধিত অঙ্গনের এলাকা বা সাইজ সুনির্দিষ্টভাবে উলেখ থাকতে হবে। এ বিষয়টি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। অনেক সময় একই অঙ্গনে একাধিক ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়া হয়েছে বা দেয়া হয়েছে যা সঠিক নয়।

(৫) নিবন্ধনের আবেদনের সাথে অর্থাৎ "মূসক-৬" ফরমের সাথে "মূসক-৭" ফরমে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে। এখানে মূলত: অঙ্গন পমেন্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ফিটিংস, উৎপাদিতব্য পণ্য, প্রদেয় সেবা উহার প্রধান উপকরণসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। এই ফরমে ঘোষণা বর্তমানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। "মূসক-৭" ফরমে ঘোষিত থাকলে আমদানি পর্যায়ে উক্ত পণ্যের ওপর এ্যাদভাস ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আদায় করা হয় না। উলেখ্য, ইতোপূর্বে সেবার ক্ষেত্রে "মূসক-৭" ফরমে ঘোষণা প্রদানের বিধান ছিল না। বর্তমানে সেবার ক্ষেত্রেও "মূসক-৭" ফরমে ঘোষণা প্রদান করা যায়। ১০ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখ থেকে এই বিধান কার্যকর হয়েছে। অর্থাৎ কোন সেবাপ্রদানকারী যদি "মূসক-৭" ফরমে ঘোষণা দিয়ে রাখেন তাহলে উক্ত আইটেম আমদানির ক্ষেত্রে এটিভি আদায়যোগ্য হবে না।

(৬) আমদানি বা রপ্তানিকারকের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে। উলেখ্য, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, সেবা প্রদানকারী এবং আমদানি ও রপ্তানিকারকের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১০। স্বেচ্ছা নিবন্ধন।— আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী নিবন্ধন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত হইতে চাহিলে যে করমেয়াদ হইতে তিনি নিবন্ধিত হইতে চাহেন উহা শুরু হওয়ার অন্যান্য তিরিশ দিন পূর্বে তাহাকে নিবন্ধনের জন্য বিভাগীয় কার্যালয়ে আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে এবং স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি নিবন্ধিত হওয়ার তারিখের পরবর্তী কর মেয়াদের প্রথম দিন হইতে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক প্রদানে দায়বদ্ধ হইবেন।

১০। স্বেচ্ছা নিবন্ধন।— যে কোনো ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী স্বেচ্ছায় মূসকের আওতায় নিবন্ধন নিতে পারবেন। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, রেয়াত নেয়ার সুবিধার জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে। তবে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সাধারণত: স্বেচ্ছা নিবন্ধন নিতে দেখা যায় না। আমি আজ পর্যন্ত কাউকে স্বেচ্ছা নিবন্ধন নিতে দেখিনি।

১১। নিবন্ধনপত্র প্রদান।— (১) নিবন্ধনের আবেদনপত্র বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তার নিকট, প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে তিনি আবেদনকারীকে আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সরাসরি বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, Online এর মাধ্যমে ফরম “মূসক-৮” - এ একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন।

(১ক) উপ-বিধি (১) অধীন নিবন্ধনপত্র প্রদানের পর নিবন্ধনপত্র প্রদানকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক বা অন্য কোন ভাবে যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, উক্ত আবেদনপত্রে অসত্য তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি নিবন্ধিত ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ধারা ১৯ এর বিধান অনুসারে উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ফরম “মূসক-৬” এর ক্রমিক-১০ এ Import Registration No. উলেখ করিতে ব্যর্থ হইলে, বিভাগীয় কর্মকর্তা তাহার বিবেচনায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত Import Registration No. দাখিলের শর্তে উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ফরম “মূসক-৬” এর Serial 8 এ উল্লিখিত ব্যাংক হিসাব নম্বর এর অতিরিক্ত কোন হিসাব ভবিষ্যতে খোলেন, তাহা হইলে উক্ত হিসাব খোলার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত হিসাব সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

১১। নিবন্ধনপত্র প্রদান।— (১) নিবন্ধনের আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে অর্থাৎ সকল দলিল সংযুক্ত থাকলে দুই কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা “মূসক-৮” ফরমে নিবন্ধনপত্র প্রদান করবেন। ইতোপূর্বে উলেখ করা হয়েছে যে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে কোন ফী পরিশোধ করতে হয় না। উলেখ্য, অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দেয়ার কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি।

(১ক) নিবন্ধনপত্র প্রদানের পর তদন্ত করাতে হবে। তদন্তে বিশেষভাবে দেখা হয় যে নিবন্ধিত ব্যক্তির ঠিকানা সঠিক আছে কি-না, তাকে যে সকল কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধন দেয়া হয়েছে সে সকল কার্যক্রম সে করে কি-না তা দেখতে হবে। তদন্তে অসত্য তথ্য দেয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে বিভাগীয় কর্মকর্তা নিবন্ধিত ব্যক্তির শুনানী গ্রহণ করে নিবন্ধনপত্র বাতিল করতে পারবেন।



(২) আমদানি নিবন্ধনপত্র প্রদান করতে না পারলে অংগীকারনামা প্রদান করতে হবে যে, এত দিনের মধ্যে আমদানী নিবন্ধনপত্র প্রদান করবো। তাহলে বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্তরূপ অংগীকারের ভিত্তিতে মূসক নিবন্ধনপত্র প্রদান করবেন।

(৩) মূসক নিবন্ধন গ্রহণের পর নতুন কোনো ব্যাংক হিসাব খোলা হলে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে মূসক কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

১১ক।—বিলুপ্ত

১১ক।— বিলুপ্ত।

১২। ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তন।— (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তন হইলে তাহাকে উক্ত পরিবর্তনের অন্যান্য চৌদ্দ কার্যদিবস পূর্বে মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর বা অন্যান্য পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ সাপেক্ষে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কার্যালয়সমূহে ফরম “মূসক-৯”-এ একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা করযোগ্য পণ্য আমদানি বা যে কোন পণ্য বা সেবা রপ্তানির কার্য পরিচালনা হইতে বিরত থাকিতে চাহিলে তিনি অন্যান্য চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়কে উহা অবহিত করিবেন এবং উক্তরূপ অবহিত হইবার পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় নিবন্ধিত ব্যক্তির মজুদ উপকরণ এবং তৈরী পণ্যের বা সেবার সরেজমিন হিসাব গ্রহণসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়-দেনা ও প্রক্রিয়াধীন বিষয়ের একটি বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষরে, উহা বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সাময়িক উৎপাদন বন্ধ বা সেবা প্রদান বিরতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কেবল স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্তরূপে অবহিত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত কার্যালয়ের যথোপযুক্ত কর্মকর্তা নিবন্ধিত ব্যক্তির মজুত উপকরণ এবং প্রস্তুতকৃত পণ্যের বা সেবার সরেজমিন হিসাব গ্রহণ করিবেন।

(৩) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা করযোগ্য পণ্য আমদানি বা যেকোনো পণ্য বা সেবা রপ্তানির ব্যবসায় কার্য পরিচালনা হইতে বিরত থাকিলে এবং পরবর্তীতে পুনরায় উহা আরম্ভ করিতে চাহিলে উক্তরূপ আরম্ভ করিবার অন্যান্য চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

১২। ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তন।— (১) ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন সম্পর্কে যথাসময়ে ভ্যাট দপ্তরকে অবহিত করে না। ফলে, পরবর্তীতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে স্থান পরিবর্তন হলে অনেকে তা ভ্যাট দপ্তরকে অবহিত না করে নতুন স্থানে নতুন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নেয়। পুরাতন স্থানে বকেয়া থাকতে পারে বা অন্য কোন বিশেষ বিষয় থাকতে পারে যা পরবর্তীতে জটিলতার সৃষ্টি করে। তাই, ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে এই বিধির বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। সাধারণত: যে সকল পরিবর্তন হয় তা হলো কোন প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন হয়ে যায়। তাছাড়া, এমন হতে পারে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনের পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের নীল নকশায় যে পরিমাণ জায়গা ছিল তা বর্ধিত করা হয়েছে। এমন হতে পারে যে, প্রতিষ্ঠানটির প্রোডাকশন লাইন একটি ছিল, বর্তমানে তিনটি করা হয়েছে। আবার, এমন হতে পারে যে, পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি পার্টনারশীপ ফার্ম ছিল, বর্তমানে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এমন হতে পারে যে, পূর্বে শুধুমাত্র

উৎপাদক হিসেবে নিবন্ধিত ছিল, এখন আমদানি ও রপ্তানি কাজ করছে। কোন পরিবর্তন হলে পরিবর্তনের ১৪ কার্যদিবস পূর্বে "মুসক-৯" ফরমে আবেদন করতে হবে। সকল বকেয়া পরিশোধ করে পরিবর্তনের আবেদন করতে হবে তা বিধিতে উল্লেখ আছে। এ বিষয়টি নিয়ে খুব জটিলতা হয়। অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মামলার সাথে অনেক অর্থ জড়িত রয়েছে। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে বকেয়া হিসেবে বিবেচনা করে পরিবর্তনের অনুমতি দেয়া হয় না। যাহোক, "মুসক-৯" ফরমে আবেদন ভ্যাট সার্কেলে দাখিল করতে হয়।

(২) কোন ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যদি কাজ বন্ধ করতে চায় তাহলে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সার্কেল অফিসকে জানাতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে বন্ধ বা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার ক্ষেত্রে এভাবে ২৪ ঘন্টা পূর্বে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেল অফিসের কর্মকর্তা উক্ত প্রতিষ্ঠানে গমন করে Stock নিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন।

শর্ত: সাময়িক বন্ধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সার্কেল অফিসকে জানাতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে সার্কেল অফিস তদন্ত করে হিসাব গ্রহণ করবে। সাধারণত: যন্ত্রপাতির ত্রুটির কারণে, সাময়িক বন্ধ বা ছুটির কারণে সাময়িক বন্ধ হলে সার্কেল অফিস তদন্ত করে Stock নেবে। এ বিষয়টি আর বিভাগীয় অফিসকে জানাতে হবে না। এরূপ সাময়িক বন্ধের ক্ষেত্রে কতদিন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকবে তা জানাতে হবে। ততদিন পর প্রতিষ্ঠানটি যথানিয়মে চালু হয়ে যাবে। চালু হওয়ার বিষয় আর জানাতে হবে না।

(৩) কিছ্র উপ-বিধি (২) অনুসারে দীর্ঘমেয়াদে যদি কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে এরপর যদি আবার চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে বন্ধ রাখার পর পুনরায় আরম্ভ করার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে ভ্যাট অফিসকে জানাতে হবে। সার্কেল অফিসকে জানাতে হবে। বিভাগীয় দপ্তরকে অনুলিপি দেয়া যেতে পারে।

১৩। নিবন্ধনপত্র ইত্যাদি প্রদর্শন।— যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি—

- (ক) যে অঙ্গন হইতে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা পণ্য আমদানী বা রপ্তানী করেন সেই অঙ্গনে তিনি তাহার নিবন্ধনপত্র এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশিত অন্য যে কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার বা অন্য কোন কাগজপত্র বাঁধানো অবস্থায় বা, ক্ষেত্রমত, দেওয়ালে সাঁটানো অবস্থায় এমনভাবে সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে উহা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়;
- (খ) তাহার উৎপাদনস্থল বা সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায় স্থলের পরিচিতিমূলক সাইনবোর্ড বা ফলকে তাহার নিবন্ধন সংখ্যা এমন হরফে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন যাহাতে সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

১৩। নিবন্ধনপত্র ইত্যাদি প্রদর্শন।— নিবন্ধনপত্র, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার ইত্যাদি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে বাঁধানো বা সাঁটানো অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। পরিচিতিমূলক সাইনবোর্ড বা নাম ফলকে নিবন্ধন সংখ্যা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে যেন সহজেই তা দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া, মূল্য ঘোষণাও এভাবে প্রদর্শন করতে হবে। সাধারণত: এই বিধান পরিপালন করা হয় না। পরিপালন না করলে অনিয়ম মামলা দায়ের করতে হবে। অনিয়ম মামলার বিচার করবেন বিভাগীয় কর্মকর্তা। অনিয়ম মামলার ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের পরিমাণ ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আছে।

১৪। কমিশনার কর্তৃক নিবন্ধনপত্র পরিবর্তন বা সংশোধন।— যে কোন সময়ে কমিশনার যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধনপত্র প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধনের নিমিত্ত, নিবন্ধনপত্রটি তাহার নিকট দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৪। কমিশনার কর্তৃক নিবন্ধনপত্র পরিবর্তন বা সংশোধন।— কমিশনার যে কোনো সময় ভ্যাট নিবন্ধনপত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য উহা দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

১৫। নিবন্ধন বাতিলকরণ।— (১) কোন নিবন্ধিত অথবা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত যে কোন পরিস্থিতিতে তাহার নিবন্ধন অথবা তালিকাভুক্তি সংখ্যা বাতিলকরণের নিমিত্ত ফরম “মূসক-১০” এ স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে আবেদনপত্র পেশ করিতে পারিবেন:

- (ক) করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা বিক্রয় বা করযোগ্য সেবা প্রদান বা যে কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানি হইতে বিরত হওয়া;
- (খ) করযোগ্য পণ্য বা সেবা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা হিসেবে ঘোষিত হওয়া;
- (গ) নিবন্ধিত হওয়ার পরবর্তীতে করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ব্যবসায় শুরু করিতে ব্যর্থ হওয়া;
- (ঘ) আইনের ধারা ১৭ অনুযায়ী স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধনের তারিখ হইতে পরবর্তী এক বৎসরে টার্নওভার ষাট(৬) লক্ষ টাকার কম হওয়া;
- (ঙ) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার ষাট(৬) লক্ষ টাকার কম হওয়া।

(২) প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছেন না বা উক্ত ব্যক্তির আর নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা নাই, তাহা হইলে তিনি নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি নষর, যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধানে ২ (দুই) বার নোটিশ প্রদানপূর্বক, বাতিল করিতে পারিবেন;

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো ব্যক্তির নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে সকল কার্যক্রম অনতিবিলম্বে বন্ধ করিবেন এবং এই আইনের অধীনে জারিকৃত সকল দলিলাদির ব্যবহার বন্ধ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সকল প্রদেয় কর বকেয়া (যদি থাকে), পরিশোধপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে একটি চূড়ান্ত দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে।

১৫। নিবন্ধন বাতিলকরণ।— (১) নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য “মূসক-১০” ফরমে আবেদন করতে হবে। নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে হবে।

(ক) পণ্য উৎপাদন, সেবা প্রদান, আমদানি বা রপ্তানী কাজ হতে বিরত হওয়া। অর্থাৎ তিনি দীর্ঘমেয়াদে কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে চান।

(খ) এ যাবৎ যে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদান করা হতো তা মূসকযোগ্য ছিল কিন্তু যদি উক্ত পণ্য বা সেবা মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষিত হয়, তাহলে তার আর ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত থাকার আবশ্যিকতা থাকে না। এক্ষেত্রে তিনি নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করবেন।

(গ) কোন ব্যক্তি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হয়েছে কিন্তু কাজ শুরু করতে পারেনি। এখন তিনি আর কাজ করতে চান না। তাই, তিনি ভ্যাট নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করবেন।

(ঘ) স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার ৬০ লক্ষ টাকার কম হলে তিনি ভ্যাট নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করবেন। উলেখ্য, এখানে ৭০ লক্ষ টাকা হওয়া সমীচীন। ভুলক্রমে সংশোধন করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

(৬) ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত যে কোনো ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার ৬০ লক্ষ টাকার কম হলে তিনি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করবেন। উলেখ্য, এখানেও ৭০ লক্ষ টাকা হওয়া সমীচীন। ভুলক্রমে সংশোধন করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তের পর, বিভাগীয় কর্মকর্তা ২ বার নোটিশ প্রদান করে নিবন্ধন বাতিল করবেন। ২ বার নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে দুই নোটিশের মাঝে যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। যুক্তিসঙ্গত সময় সাধারণত: ৭ (সাত) দিন বা ১০ (দশ) দিন বুঝায়।

(৩) নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করার পর উক্ত ব্যক্তি ভ্যাট সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধ করবেন এবং ভ্যাট সংক্রান্ত সকল দলিলাদি ব্যবহার করা বন্ধ করবেন।

(৪) ভ্যাট নিবন্ধন বাতিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সকল বকেয়া পরিশোধ করে একটি চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদান করতে হবে।

১৬। করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান।— (১) যেকোনো নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের প্রতিটি সরবরাহের ক্ষেত্রে ফরম “মুসক-১১” -এ অথবা বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত অন্যকোনো ফরমে দ্বিমুখী কার্বন ব্যবহার করিয়া একটি চালানপত্র প্রদান করিতে হইবে এবং চালানপত্রের তিনটি অনুলিপি তৈরি করিতে হইবে তন্মধ্যে মূল অনুলিপিটি পণ্যের চালানপত্রে বর্ণিত চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পণ্যের সহিত রাখিতে হইবে এবং পণ্যের ক্রেতা যদি নিবন্ধিত ব্যক্তি হন তাহা হইলে চালানপত্রের উক্ত অনুলিপিটি তিনি নিজ ব্যবসায় অঙ্গনে অন্যান্য ছয় বৎসর সংরক্ষণ করিবেন এবং চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপিটি পণ্য সরবরাহের ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পৌঁছাইতে হইবে এবং তৃতীয় অনুলিপিটি চালানপত্র পুস্তকে সংযুক্ত অবস্থায় পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থলে বা ব্যবসায়স্থলে অন্যান্য ছয় বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যান্ত্রিক নৌযান বা মোটরযান সরবরাহের ক্ষেত্রে উলিখিত যান রেজিস্ট্রেশনের সময় রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট চালানপত্রের মূল অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, নিবন্ধিত নহেন এমন ব্যক্তির নিকট ব্যবসায়ী কর্তৃক উহাদের প্রতিটি সরবরাহের ক্ষেত্রে ফরম “মুসক-১১” বা “মুসক-১১ক” -এ দ্বিমুখী কার্বন ব্যবহার করিয়া একটি চালানপত্র প্রদান করিতে হইবে এবং চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপিটি চালানপত্র পুস্তকে সংযুক্ত অবস্থায় ব্যবসায়স্থলে অন্যান্য ছয় বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) নিবন্ধিত সরবরাহকারী তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত বা মজুদকৃত পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থলের বা ব্যবসায় স্থলের অভ্যন্তরে ভোগের জন্য সরবরাহ করিলে দিনের শেষে স্বনামে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ফরমে একটি সম্মিলিত চালানপত্র প্রদান করিবেন এবং এই চালানপত্রের মূল ও তৃতীয় অনুলিপি পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থলে বা ব্যবসায়স্থলে রাখিতে হইবে এবং দ্বিতীয় অনুলিপি বাহ্যিক ঘণ্টার মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

(৩) রপ্তানির ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদানের জন্য উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

(৩ক) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট পণ্য শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরীকৃত চালানপত্র প্রদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩খ) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি নিজস্ব ফরমেটে চালানপত্র ইস্যু করিতে আগ্রহী হইলে ফরম মুসক-১১ এর তথ্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজস্ব অতিরিক্ত তথ্যাদিসহ মুসক-১১ চালানপত্র তৈরী ও ইস্যু করিতে পারিবেন।

(৩গ) চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদনের আওতায় পণ্যের স্বত্বাধিকারী উৎপাদকের নিকট উপকরণ সরবরাহের সময় ফরম "মূসক-১১গ"-এ দ্বিমুখী কার্বন ব্যবহার করিয়া একটি চালানপত্র প্রদান করিবেন এবং চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপিটি চালানপত্র পুস্তকে সংযুক্ত অবস্থায় ব্যবসায়স্থলে অনূন চার বৎসর সংরক্ষণ করিবেন।

(৩ঘ) চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদক চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্য কেবলমাত্র স্বত্বাধিকারীর নিবন্ধিত ঠিকানার অনুকূলে সরবরাহ করিতে পারিবেন এবং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসরণ করিবেন।

(৪) নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপ-বিধি (১), (২), (৩), (৩ক), (৩খ), (৩গ) ও (৩ঘ) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত "মূসক-১১" চালানপত্র ও উহার বিপরীতে গৃহীত উপকরণ করের যথার্থতা সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা বা তদুর্ধ্ব যে কোন কর্মকর্তা ফরম "মূসক-১১খ"এর মাধ্যমে যাচাই করিতে পারিবেন।

১৬। করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান।— (১) প্রতিটি সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। মূসক চালানপত্রে দ্বি-মুখী কার্বন ব্যবহার করতে হবে এবং ৩ কপি প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম কপি পণ্যের সাথে পণ্যের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কুলে পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি চালানপত্র পুস্তকে ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, ভ্যাট চালানপত্রের জন্য কয়েকটি ফরম রয়েছে। যথা: "মূসক-১১", "মূসক-১১ক", "মূসক-১১গ" এবং "মূসক-১১ঘ"। তাছাড়া, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিক্রয় রসিদকে ভ্যাট চালান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন: বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস বিল; ইসিআর রিসিপ্ট, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির রিসিপ্ট, বাস ও ট্রেনের টিকেট ইত্যাদি। তবে, সেক্ষেত্রে এসকল বিক্রয় ক্যাশ মেমোতে কিছু তথ্য উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন: বিক্রেতার নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিক্রীত পণ্যের নাম, বিক্রয় মূল্য, ভ্যাটের পরিমাণ, সর্বমোট প্রাপ্তি ইত্যাদি।

শর্ত: যান্ত্রিক নৌযান বা মোটরযান অর্থাৎ যে সকল যানবাহন রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়, সে সকল যানবাহনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করানোর সময় মূল ভ্যাট চালানপত্র দাখিল করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: কোনো ব্যবসায়ী যখন অনিবন্ধিত ব্যক্তির কাছে বিক্রি করবেন, তখন তিনি "মূসক-১১" বা "মূসক-১১ক" চালানপত্র ইস্যু করবেন। অনিবন্ধিত ব্যক্তির কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুকপি চালান ইস্যু করতে হবে। প্রথম কপি ক্রেতাকে দিতে হবে। এবং দ্বিতীয় কপি চালানপত্র পুস্তকে সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো কপি সার্কুলে পাঠাতে হবে না।

(২) পণ্য নিজে ভোগ করলে বা কর্মকর্তা-কর্মচারী বা অন্য কাউকে প্রদান করলে, সারাদিনের শেষে "মূসক-১১" ফরমে একটি চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। চালানপত্রের মূল ও তৃতীয় কপি নিবন্ধিত অঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হবে। দ্বিতীয় কপি ৭২ ঘন্টার মধ্যে সার্কুলে পাঠাতে হবে। অর্থাৎ ভ্যাট সিস্টেমে নিজে ভোগ করলে বা কাউকে দিয়ে দিলে তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

(৩) রপ্তানির ক্ষেত্রে "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। প্রথম কপি পণ্যের সাথে দিতে হবে, দ্বিতীয় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কুলে পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি ৬ বছর পর্যন্ত নিজ অঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে মূসক চালানপত্রে ভ্যাটের হার শূন্য লিখতে হবে। অনেক রপ্তানিকারক "মূসক-১১" চালান ইস্যু না করার ফলে পরবর্তীতে জটিলতার সম্মুখীন হন। রেয়াত/প্রত্যর্পন পেতে জটিলতায় পড়তে হয়। তাই, সময়মত "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করা সুবিধাজনক।

(৩ক) কম্পিউটারের মাধ্যমে চালানপত্র প্রস্তুত করতে হলে কমিশনারের অনুমতি নিতে হবে। এজন্য একটি সফটওয়্যার তৈরী করতে হবে। সফটওয়্যারটি কমিশনারের কাছে দাখিল করতে হবে। কমিশনার একটি আইটি টীম দ্বারা সফটওয়্যারটি পরীক্ষা করাবেন। সফটওয়্যারটিতে নিরাপত্তামূলক

বৈশিষ্ট্য আছে কি-না তা পরীক্ষা করবেন। অতঃপর কম্পিউটারের মাধ্যমে চালান প্রস্তুত করার জন্য সাময়িক অনুমোদন দেবেন। পরবর্তীতে পুনঃপরীক্ষার পর চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন।

(৩খ) প্রয়োজনে নিজস্ব ফরম্যাটে চালানপত্র ইস্যু করা যাবে। সেক্ষেত্রে "মূসক-১১" ফরমের তথ্যাদি অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। নিবন্ধিত ব্যক্তি প্রয়োজনে "মূসক-১১" ফরমে বর্ণিত তথ্যের অতিরিক্ত কোনো তথ্য "মূসক-১১" ফরমে সংযুক্ত করতে পারে। নিজস্ব ফরম্যাটের ঘরসমূহ "মূসক-১১" ফরমের মত করে রাখতে হবে। অনেকে ভ্যাট চালান এবং নিজস্ব ডেলিভারী চালান আলাদা করে ইস্যু করেন। এই উপ-বিধি অনুসারে আলাদা করে ইস্যু করার প্রয়োজন নেই। ভ্যাট চালানে কিছু অতিরিক্ত তথ্য যোগ করে ডেলিভারী চালানের কাজও চালানো যেতে পারে।

(৩গ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের মালিক "মূসক-১১গ" ফরম ব্যবহার করে পণ্যের উপকরণ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের কাছে পাঠাবেন। দ্বিতীয় অনুলিপি নিজে চার বছর সংরক্ষণ করবেন। এখানে ছয় বছর হওয়া সমীচীন। ভুলক্রমে চার বছর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

(৩ঘ) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্য উৎপাদনের পর "মূসক-১১" ফরম ব্যবহার করে পণ্যের মালিকের নিকট পণ্য পাঠাবেন। দ্বিতীয় অনুলিপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কুলে পাঠাবেন। তৃতীয় অনুলিপি নিজে ছয় বছর সংরক্ষণ করবেন।

(৪) "মূসক-১১খ" ফরম হলো মূসক কর্মকর্তাদের জন্য।

১৭। সেবা প্রদান বা সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান।— (১) সেবা প্রদান বা সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ফরমে অথবা আইন পরামর্শক, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, কোচিং সেন্টার এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কর্তৃক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ফরম "মূসক-১১ঘ" এ দ্বিমুখী কার্বন ব্যবহার করিয়া চালানপত্রের তিনটি অনুলিপি তৈরি করিবেন এবং উক্তরূপে তৈরিকৃত চালানপত্রের –

(ক) মূল অনুলিপিটি সেবার ক্রেতা বা গ্রাহককে প্রদান করিবেন এবং সেবার ক্রেতা বা গ্রাহক যদি নিবন্ধিত হন তাহা হইলে উক্ত চালানপত্রের অনুলিপিটি তিনি নিজ ব্যবসায় অঙ্গনে অন্যান্য ছয় বৎসর সংরক্ষণ করিবেন;

(খ) দ্বিতীয় অনুলিপিটি সেবা সরবরাহের ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পৌঁছাইবেন; এবং

(গ) তৃতীয় অনুলিপিটি চালানপত্র পুস্তকে সংযুক্ত অবস্থায় সেবাপ্রদানের স্থানে অন্যান্য ছয় বৎসর সংরক্ষণ করিবেন।

(২) ভূমি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক উন্নয়নকৃত ভূমি বা ভবন নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক নির্মিত এপার্টমেন্ট বা দোকান বা ভূমি বিক্রয়কারী কর্তৃক বিক্রিত ভূমি রেজিস্ট্রেশনের সময় রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট চালানপত্র (মূসক-১১) ও সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী চালানের মূল বা সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(২ক) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সেবা শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরিকৃত চালানপত্র প্রদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২খ) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি নিজস্ব ফরম্যাটে চালানপত্র ইস্যু করিতে আগ্রহী হইলে মূসক-১১ ফরম-এর তথ্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজস্ব অতিরিক্ত তথ্যাদিসহ মূসক-১১ চালানপত্র তৈরী ও ইস্যু করিতে পারিবেন।

(৩) নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপ-বিধি (১), (২ক) ও (২খ) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত চালানপত্র ও উহার বিপরীতে গৃহীত উপকরণ করের যথার্থতা সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা বা তদুর্ধ্ব যে কোন কর্মকর্তা ফরম "মূসক-১১খ" এর মাধ্যমে, প্রয়োজনে, যাচাই করিতে পারিবেন।

১৭। সেবা প্রদান বা সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান।— (১) সেবা প্রদান বা সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রেও পূর্বের বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক “মূসক-১১” ফরমে ৩ কপি চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। তবে, আইন পরামর্শক, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, কোচিং সেন্টার এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ক্ষেত্রে “মূসক-১১ঘ” ফরমে চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। ১ম কপি সেবার সাথে পাঠাতে হবে, ২য় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে এবং ৩য় কপি চালানপত্র পুস্তকে সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) পট বা ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের সময় “মূসক-১১” চালান এবং ভ্যাট জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ মূল ট্রেজারী চালান দাখিল করতে হবে। তাহলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হবে।

(২ক) কম্পিউটারের মাধ্যমে “মূসক-১১” চালান প্রস্তুত করতে হলে কমিশনারের অনুমতি নিতে হবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে ভ্যাট চালান ইস্যু করার জন্য অনুমতি নেয়া যায়। যে সকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচুর ভ্যাট চালান ইস্যু করার প্রয়োজন হয়, সে সকল সেবার ক্ষেত্রে হাতে লিখে এত ভ্যাট চালান ইস্যু করা দুরূহ। তাই, একটি ছোট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ভ্যাট চালান ইস্যু করার ব্যবস্থা করা যায়। তবে, উক্ত সফটওয়্যারটি অবশ্যই ভ্যাট কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। সফটওয়্যারটি একটি সিডিতে করে আবেদনপত্রসহ কমিশনারের দপ্তরে দাখিল করলে কমিশনার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে উহা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করে থাকেন।

(২খ) প্রয়োজনে নিজস্ব ফরম্যাটে চালানপত্র ইস্যু করা যাবে। বিধি ১৬(৩খ)তে ইহা আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে “মূসক-১১” ফরমের তথ্যাদি অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আপনার প্রয়োজনে এর অতিরিক্ত কোনো তথ্য আপনি সংযুক্ত করতে পারেন।

(৩) “মূসক-১১খ” ফরম হলো মূসক কর্মকর্তাদের জন্য।

১৭ক। ক্রেডিট নোট ও ডেবিট নোট।— (১) যে ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক চালানপত্র পূরণ বা প্রদানের পর বা চলতি হিসাবে প্রদেয় কর সমন্বিত করার পর তাহা বাতিল করার প্রয়োজন হয়, কিংবা পণ্য সরবরাহের বা সেবা প্রদানের পর তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ফেরত প্রদত্ত হয় কিংবা পণ্য সরবরাহের বা সেবা প্রদানের প্রকৃতি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয় কিংবা চালানপত্রে প্রকৃত প্রদেয় করের তুলনায় অধিক কর উলিখিত হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি বাতিলকৃত চালানপত্রে প্রদর্শিত কর কিংবা ফেরতপ্রদত্ত পণ্য বা সেবার বিপরীতে প্রদত্ত কর কিংবা চালানপত্রে অধিক প্রদর্শিত কর চলতি হিসাব ও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী দাখিলপত্রে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে চালানপত্রটি বাতিল করিয়া পণ্য বা সেবার গ্রহীতার অনুকূলে ফরম “মূসক-১২”এ একটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করিবেন এবং পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সার্কেল রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট উহার একটি অনুলিপি দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের পর তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ফেরত গ্রহণের ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা কারখানা বা ব্যবসায়স্থল হইতে অপসারণের নব্বই দিন পর ফেরত গৃহীত হইলে;

(খ) পণ্যের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা প্রত্যাহার করা হইলে;

উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক চালানপত্র পূরণ বা প্রদানের পর কিংবা চলতি হিসাবে প্রদেয় কর সমন্বিত করার পর কিংবা পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের পর দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত বা সরবরাহকৃত পণ্য অথবা প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ কর প্রদেয় তাহার চাইতে কম পরিমাণ কর চালানপত্রে উলিখিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি চালানপত্রটি বাতিল করিয়া প্রকৃত প্রদেয় করের পরিমাণ উলেখপূর্বক পণ্য বা সেবার গ্রহীতার অনুকূলে ফরম “মূসক-

১২ক”-এ একটি ডেবিট নোট ইস্যু করিবেন এবং পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সার্কেল রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট উহার একটি অনুলিপি দাখিল করিবেন এবং একই সংগে তিনি বিষয়টি চলতি হিসাব ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী দাখিলপত্রে সমন্বয় সাধন করিবেন।

১৭ক। ক্রেডিট নোট ও ডেবিট নোট।— (১) পণ্য বিক্রি বা সেবা প্রদানের পর অনেক সময় তা আবার ফেরৎ আসতে পারে। তখন ভ্যাট চালানপত্র বাতিল করার প্রয়োজন হয়। এরূপক্ষেত্রে ক্রেডিট নোট ইস্যু করার বিধান রয়েছে। পণ্য বা সেবা ফেরৎ আসলে, চালানপত্রে ভুলক্রমে প্রদেয় মূসকের চেয়ে বেশি মূসক লেখা হলে, সেক্ষেত্রে চালানপত্রটি বাতিল করে প্রদেয় মূসক চলতি হিসাব বা দাখিলপত্রে সমন্বয় করার জন্যে “মূসক-১২” ফরমে একটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হয়। সাধারণত: পণ্য ফেরৎ এলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করার প্রয়োজন হয়। ক্রেডিট নোট ৩ কপি ইস্যু করতে হয়। মূল কপি পণ্যের ক্রেতাকে প্রদান করতে হয়। দ্বিতীয় কপি পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে। তৃতীয় কপি নিজ অঙ্গনে ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হবে। ক্রেডিট নোট ইস্যু করার পর “মূসক-১৭” রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে ফেরৎ আসা পণ্য আবার স্টকে যোগ করে নিতে হবে। এবং “মূসক-১৮” রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে ইতোপূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট ব্যালান্সের সাথে যোগ করে নিতে হবে। তবে, দুটি ক্ষেত্রে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যায় না। যথা: (১) পণ্য বিক্রির বা সেবা প্রদানে ৯০ দিন পর যদি উহা ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না। এবং (২) পণ্য বা সেবার গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে যদি উহা ফেরৎ আসে তাহলেও ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না।

(২) এই উপ-বিধিতে ডেবিট নোট ইস্যু করার বিষয় উল্লেখ আছে। ডেবিট নোট ঠিক ক্রেডিট নোটের বিপরীত। তবে, ক্রেডিট নোট বেশি ইস্যু করার প্রয়োজন হয়। ডেবিট নোট তেমন একটা ইস্যু করার প্রয়োজন হয় না। প্রদেয় মূসকের চেয়ে কম মূসক প্রদত্ত হলে চালানপত্রটি বাতিল করে “মূসক-১২ক” ফরমে ডেবিট নোট ইস্যু করতে হয়। ডেবিট নোটের মূল কপি ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় কপি পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে পাঠাতে হবে এবং তৃতীয় কপি নিজ অঙ্গনে ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হবে। ডেবিট নোট চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে ভ্যাটের ব্যালান্স থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভ্যাট বিয়োগ করতে হবে। দাখিলপত্রের ৫ নং ক্রমিকে লিখে সমন্বয় করতে হবে।

১৮। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান।— (১) নিবন্ধিত সরবরাহকারী উপকরণের সরাসরি আমদানিকারক হইলে, সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি, যাহাতে আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর পৃথকভাবে প্রদর্শিত হইবে, রেয়াতের জন্য চালানপত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহকালে চালানপত্রের তিনটি অনুলিপি তৈরি করিতে হইবে, তন্মধ্যে—

- (ক) মূল অনুলিপিটি পণ্যের ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবে;
- (খ) দ্বিতীয় অনুলিপিটি পণ্য সরবরাহের ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করিতে হইবে; এবং
- (গ) তৃতীয় অনুলিপিটি চালানপত্র পুস্তকে সংযুক্ত অবস্থায় অন্যান্য ছয় বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট পণ্য শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরীকৃত চালানপত্র প্রদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে চালানপত্র প্রদান।— (১) বিল-অব-এন্ট্রি চালানপত্র হিসাবে বিবেচিত। বিল-অব-এন্ট্রির ভিত্তিতে রেয়াত নেয়া যাবে। বিল-অব-এন্ট্রির নিচে বাম দিকে শুঙ্ক-করাদি



সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। এখানে উল্লিখিত এবং আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ৪ শতাংশ এটিভি রেয়াত নেয়া যাবে। উলেখ্য, উপকরণ উৎপাদনস্থলে প্রবেশের পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দেয়ার পর সর্বোচ্চ দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হয়।

(২) বাণিজ্যিক আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়কালে "মূসক-১১" ফরমে ৩ কপি চালানপত্র প্রস্তুত করবে। ১ম কপি পণ্যের ক্রেতাকে, ২য় কপি ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেলে, এবং ৩য় কপি নিজ ব্যবসায়স্থলে সংরক্ষণ করবেন। উলেখ্য, বাণিজ্যিক আমদানিকারক তথা ব্যবসায়ী "মূসক-১১ক" ফরমেও ভ্যাট চালান ইস্যু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে দুই কপি চালান ইস্যু করতে হবে। মূল কপি ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে এবং দ্বিতীয় কপি নিজ ব্যবসায় অঙ্গনে ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) কমিশনারের অনুমতি নিয়ে বাণিজ্যিক আমদানিকারক তথা ব্যবসায়ীগণ কম্পিউটারের মাধ্যমে চালানপত্র প্রস্তুত করতে পারবেন।

১৮ক। সরবরাহ গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন।— (১) নিম্নলিখিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে, অতঃপর 'উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী' বলিয়া উল্লিখিত, সেবা গ্রহণের সময় উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিতে হইবে, যথাঃ-

- (ক) সরকারি, আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান;
- (খ) এনজিও;
- (গ) ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- (ঘ) লিমিটেড কোম্পানি; বা
- (ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(২) নিবন্ধিত ব্যক্তি টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারীর নিকট সেবা সরবরাহের সময়—

- (ক) প্রকৃত হারে মূল্য সংযোজন কর চালানপত্র ইস্যু করিবেন;
- (খ) ইস্যুকৃত কোনো বিক্রয় চালান বা বাণিজ্যিক দলিলে মোট মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ উলেখ্য করিবেন; এবং
- (গ) বিক্রয় চালান বা বাণিজ্যিক দলিলে তাহার মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর এবং টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে সেবা সরবরাহের বিষয়টি উলেখ্য করিবেন।

(৩) আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) এর অধীন সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক সেবার মূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ব্যাংক বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তন করিবেন।

ব্যাখ্যা: এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "এনজিও" অর্থে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা, অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থাকে বুঝাইবে।

১৮ক। সরবরাহ গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন।— (১) নিম্নবর্ণিত দপ্তর প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করবে। উলেখ্য, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিষয় এই পুস্তকে আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, বিধি ১৮ক, ১৮খ এবং ১৮ঙ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

- (ক) সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান;
- (খ) এনজিও;
- (গ) ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- (ঘ) লিমিটেড কোম্পানী; এবং
- (ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(২) যিনি উৎসে কর্তনকারীর নিকট সেবা সরবরাহ করবেন তিনি স্বাভাবিক নিয়মে ভ্যাট চালান ইস্যু করবেন। চালানপত্রে স্বাভাবিক তথ্যাদি উলেখ করার পাশাপাশি টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে সরবরাহকৃত এ বিষয়টিও উলেখ করবেন।

(৩) সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধ করা হবে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমুদয় প্রযোজ্য মূসক উৎসে কর্তন করবে।

১৮খ। উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর এর প্রত্যয়নপত্র।— (১) উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট কোডে কর্তিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কর্তিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের পর কর্তনকারী অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে “ফরম মূসক-১২খ” তে একটি প্রত্যয়নপত্র (ট্রেজারী চালানোর মূলকপিসহ) উৎসে কর্তনকারীর সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে এবং একটি অনুলিপি (ট্রেজারী চালানোর ছয়ালিপিসহ) সেবা সরবরাহকারীর বরাবর প্রেরণ করিবেন এবং প্রত্যয়নপত্রের একটি অনুলিপি উৎসে কর্তনকারী ৬ (ছয়) বৎসর সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উৎসে কর্তনকারী সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ “ফরম মূসক-১৯” এর ক্রমিক নং ৫ এর বিপরীতে প্রদর্শন করিবেন এবং সরবরাহকারী তাকে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদানের উলিখিত কর মেয়াদে অথবা অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত ফরমের ১৯ নম্বর ক্রমিকে উৎসে কর্তিত মূসকের পরিমাণ উলেখ করিবেন।

১৮খ। উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর এর প্রত্যয়নপত্র।— (১) উৎসে মূসক কর্তনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে উহা জমা প্রদান করতে হবে। ট্রেজারী চালানে উৎসে মূসক কর্তনকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান যে মূসক কমিশনারেটের আওতায় সে কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে।

(২) উৎসে কর্তিত অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়ার পর ৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফরম “মূসক-১২খ”তে তিন কপি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করতে হবে। ১ম কপি ট্রেজারী চালানোর মূলকপিসহ উৎসে কর্তনকারীর স্থানীয় মূসক সার্কেল অফিসে পাঠাতে হবে। ২য় কপি ট্রেজারী চালানোর ফটোকপিসহ সেবা সরবরাহকারীর বরাবরে পাঠাতে হবে। ৩য় কপি ৬ বছর নিজ অঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) উৎসে মূসক কর্তনকারী তার পরবর্তী দাখিলপত্রের ৫ ও ১৬ নং ক্রমিকে উক্ত জমাকৃত অর্থ প্রদর্শন করবেন। সেবা সরবরাহকারী যখন “মূসক-১২খ” পাবেন, সে কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বা তার পরের কর মেয়াদের দাখিলপত্রের ১৯ নং ক্রমিকে উক্ত পরিমাণ অর্থ উলেখ করবেন।

১৮গ। বিলুপ্ত

১৮ঘ। বিলুপ্ত।

১৮গ। বিলুপ্ত।

১৮ঘ। বিলুপ্ত।

১৮৬। বিবিধ ফি, রয়্যালটি, চার্জ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন।— (১) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন—

(অ) লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিতে হইবে;

(আ) প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উলিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বণ্টন (revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্যকোনভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য পণ এর ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় করিতে হইবে।

(২) পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং টেলিফোন সংযোগ প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় করিবে।

১৮৬। বিবিধ ফি, রয়্যালটি, চার্জ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন।— (১) এই বিধির অধীনে উৎসে কর্তনকারী হলো: সরকারী দপ্তর, আধাসরকারী দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। উক্ত দপ্তরসমূহ যখন কোনো লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট ইত্যাদি প্রদান করবে বা নবায়ন করবে, তখন গ্রহীতার নিকট থেকে ফী'র ওপর আরো ১৫ শতাংশ মূসক উৎসে আদায় করবে। রাজস্ব বণ্টন (Revenue Sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্যকোনভাবে প্রাপ্ত অর্থের ওপর উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে।

(২) পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং টেলিফোন সংযোগ নেয়ার সময় সংযোগ ফি'র ওপর ১৫ শতাংশ মূসক উৎসে আদায়/কর্তন করতে হবে।

১৯। উপকরণ কর রেয়াত পদ্ধতি।— (১) যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান বাবদ কোন কর মেয়াদে তৎকর্তৃক প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ১৩ অনুযায়ী মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য কর ও শুল্ক উক্ত কর মেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত এইরূপ স্থান, স্থাপনা বা অঙ্গনে ব্যবহৃত—

(ক) বীমা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিতরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের আশি শতাংশ; এবং

(খ) টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, ওয়াসা, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, যোগানদার, সিকিউরিটি সার্ভিস, আইন পরামর্শক, পরিবহন ঠিকাদার ও ঋণপত্রের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের ষাট শতাংশ, পরিমাণ রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।

(২) করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি তৎকর্তৃক ক্রীত উপকরণ, তাহার নিবন্ধন সংখ্যা সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি অথবা চালানপত্র অথবা সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ট্রেজারী চালানসহ সমুদয় উপকরণ পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা ব্যবসায়স্থলে প্রবেশের পর উক্ত উপকরণের উপর প্রদত্ত উপকরণ কর ফরম "মূসক-১৮"-তে প্রদর্শিত চলতি হিসাবের "রেয়াত" কলামে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২ক) উপ-বিধি (২) এর অধীন উক্ত উপকরণ কর যেই কর মেয়াদে করদাতার পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা ব্যবসায় স্থলে প্রবেশ করিবে সেই কর মেয়াদে উৎপাদ করের বিপরীতে চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সমন্বয় সাধন করা যাইবে এবং কোন কর মেয়াদে উৎপাদ কর উপকরণ কর অপেক্ষা

অধিক হইলে অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদ কর সরকারী ট্রেজারীতে নগদ জমা করিতে হইবে এবং উৎপাদ করের তুলনায় উপকরণ কর অধিক হইলে অতিরিক্ত পরিমাণ উপকরণ কর পরবর্তী মাসে জের হিসেবে চলতি হিসাবে “জের” কলামে প্রদর্শন করিতে হইবে, যাহা পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কর মেয়াদে উৎপাদ করের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে।

(৩) যে নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য সরবরাহ করেন তিনি তৎকর্তৃক ক্রীত উপকরণ পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থলে প্রবেশের পর উহার উপর প্রদত্ত উপকরণ কর চলতি হিসাবের “রেয়াত” কলামে লিপিবদ্ধ করিয়া করযোগ্য পণ্য সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাকে উক্ত কর মেয়াদে বিক্রয়কৃত অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে বা ব্যবসায়ে বা ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহৃত উপকরণের উপর যে পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর প্রদত্ত হইয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ চলতি হিসাবের “প্রদেয়” কলামে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্রে উহা প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) যে নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করেন এবং এইরূপ কোন পণ্য রপ্তানি করেন যাহার প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য শুল্ক ও কর প্রদত্ত উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তিনি তৎকর্তৃক ক্রীত উপকরণ পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থলে প্রবেশের পর উহার উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর চলতি হিসাবের “রেয়াত” কলামে লিপিবদ্ধ করিয়া করযোগ্য পণ্য সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর উক্ত কর মেয়াদে রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর যে পরিমাণ সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত) প্রদত্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ চলতি হিসাবের “রেয়াত” কলামে লিপিবদ্ধ করিয়া রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তিনি উহা উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিবেন।

(৫) যে নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য সেবা প্রদান করেন, তিনি তৎকর্তৃক কোন কর মেয়াদে প্রদত্ত সেবার জন্য যে উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন সেই উপকরণের উপর প্রদত্ত উপকরণ কর উক্ত কর মেয়াদেই প্রদেয় করের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং রেয়াত গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে প্রদেয় কর উপকরণ করের তুলনায় অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রদেয় কর সরকারী ট্রেজারীতে জমা করিতে হইবে; প্রদেয় করের তুলনায় উপকরণ কর অধিক হইলে অতিরিক্ত পরিমাণ উপকরণ কর পরবর্তী মেয়াদে জের হিসেবে চলতি হিসাবের “জের” কলামে প্রদর্শন করা যাইবে এবং পর্যায়ক্রমে উহা প্রদেয় করের বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৫ক) যে ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার সেবা প্রদান করেন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র করযোগ্য সেবা প্রদানের জন্য যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই পরিমাণ উপকরণের উপর উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫খ) যে ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য সেবা প্রদান এবং এইরূপ কোন সেবা রপ্তানি করেন যাহাতে মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর প্রদত্ত উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর, ধারা ১৩ এর বিধান অনুযায়ী শূন্য হারে রপ্তানীকৃত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ওপর যে পরিমাণ সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত) প্রদত্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ উক্ত কর মেয়াদে করযোগ্য সেবা প্রদানের উপর প্রদেয় করের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি উহা সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিবেন।

(৬) কুটিরশিল্পের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত, টার্নওভার কর প্রদানকারী এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের উৎপাদনকারী ব্যক্তি তাহার পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৭) চুক্তি ভিত্তিতে পণ্যের উৎপাদনকারী পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত স্বত্বাধিকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণ ব্যতীত, অন্যান্য উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর ঘোষিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবার শর্তে আইনের ধারা ৯ এর বিধান প্রতিপালন করিয়া রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯। উপকরণ কর রেয়াত পদ্ধতি।— (১) উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে। রেয়াত সংক্রান্ত বিষয় ধারা ২ এ উপকরণের সংজ্ঞায় এবং ধারা ৯ এ আলোচিত হয়েছে। এই বিধিতে উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। উপকরণের ওপর পরিশোধিত কর রেয়াত নেয়া যায়। তাছাড়া, রপ্তানি করলে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে সে উপকরণের ওপর প্রদত্ত উপকরণ কর প্রত্যর্পণ পাওয়া যায়। প্রত্যর্পণ নিতে হয় শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর থেকে। তবে, যিনি স্থানীয়ভাবে ভ্যাট পরিশোধ করেন এবং চলতি হিসাব সংরক্ষণ করেন, তিনি রপ্তানি করলে চলতি হিসাবের মাধ্যমে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ রেয়াত হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ভ্যাট এবং সম্পূরক শুদ্ধ একইসাথে চলতি হিসাবে রেয়াত নেয়া যাবে।

(১ক) তবে, কিছু কিছু উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট সম্পূর্ণটুকু রেয়াত দেয়া হয় না। কারণ, এ সকল সেবা সম্পূর্ণটুকু পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের কাজে সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। তাই, ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যায় বীমা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ - এর ওপর পরিশোধিত মূসক। আর ৬০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যায় টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফ্রাইট ফরোয়ার্ডার্স, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, ওয়াসা, অডিট ও এ্যাকাউন্টিং ফার্ম, যোগানদার, সিকিউরিটি সার্ভিস, আইন পরামর্শক, পরিবহন ঠিকাদার ও ঋণপত্র সেবার ওপর পরিশোধিত মূসক। এর বাইরে যে সকল উপকরণ আছে সে সকল উপকরণের ক্ষেত্রে পরিশোধিত ভ্যাটের সম্পূর্ণটুকু রেয়াত নেয়া যায়।

(২) উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে মূসক চালান বা বিল-অব-এন্ট্রি থাকতে হবে। মূসক চালান বা বিল-অব-এন্ট্রিতে ক্রেতার মূসক নিবন্ধন সংখ্যা লেখা থাকতে হবে। সমুদয় উপকরণ ক্রেতার অঙ্গনে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, একটি পণ্যচালানের মাধ্যমে ১০০ মেট্রিক টন উপকরণ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানি করা হয়েছে। এই ১০০ মেট্রিক টন উপকরণ ৮ টি ট্রাকে দুই দিন ধরে এসেছে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ ট্রাক উৎপাদনস্থলে প্রবেশ করতে হবে। উপকরণ ক্রয় রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিতে হবে। অতঃপর চলতি হিসাবের (মূসক-১৮) ৭ নং কলামে লেখে এবং ৯ নং কলামে যোগ করে রেয়াত নিতে হবে। আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে বিল-অব-এন্ট্রি বা ভ্যাট চালান কোনটিই থাকে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক উৎসে কর্তন করার পর সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করে। উক্ত ট্রেজারী চালান সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর রেয়াত নিতে হবে। অবশ্য উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার মূল্য ঘোষণায় (যদি প্রযোজ্য হয়) উক্ত আমদানিকৃত সেবা উল্লেখিত/ঘোষিত থাকতে হবে।

(২ক) পণ্যের ক্ষেত্রে রেয়াত: চলতি হিসাবের ৯ নং কলামে স্থিতি লিখতে হবে। প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে এবং রেয়াত যোগ করতে হবে। যদি দেখা যায় যে কোন মাসে প্রদেয় ভ্যাটের তুলনায় রেয়াতের পরিমাণ বেশি, তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ রেয়াত পরিবর্তী মাসের ব্যালাঞ্চে স্থানান্তরিত হবে। আর যদি দেখা যায় যে, রেয়াতের তুলনায় প্রদেয় মূসকের পরিমাণ বেশি, তাহলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী খাতে অর্থ জমা দিয়ে অবশিষ্ট ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। সব সময় চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) পজিটিভ ব্যালান্স থাকতে হবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য একই অঙ্গনে তৈরী করেন, তাহলে তিনি ভ্যাটযোগ্য পণ্যের উপকরণের ওপর রেয়াত পাবেন কিন্তু ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উপকরণের ওপর রেয়াত পাবেন না। এই বিষয়টি নিশ্চিত করার পদ্ধতি এই উপ-বিধিতে বর্ণিত হয়েছে। উপকরণ আগমনের পর তিনি সম্পূর্ণ উপকরণের ওপর রেয়াত নিয়ে নেবেন। সারা মাস শেষে যে পরিমাণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে তা হিসাব করে input-output coefficient এর ভিত্তিতে

পূর্বে নেয়া রেয়াত চলতি হিসাবের প্রদেয় কলামে লিখে সমন্বয় করতে হবে। দাখিলপত্রের ৫ নং কলামে উহা প্রদর্শন করতে হবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি যদি ভ্যাটযোগ্য এবং রপ্তানিতব্য পণ্য একই অঙ্গনে তৈরী করেন, তাহলে ভ্যাটযোগ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রয়কৃত পণ্যের ওপর তার ভ্যাট দিতে হবে। আর যে পণ্য তিনি রপ্তানি করবেন, উক্ত রপ্তানি পণ্যের ওপর তার ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। অধিকন্তু রপ্তানি পণ্যের উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি (আগাম আয়কর ব্যতীত) তিনি রেয়াত/প্রত্যর্পন পাবেন। এ বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত করতে হবে, তা এই উপ-বিধিতে বর্ণিত হয়েছে। উপরকণ আগমনের পর তিনি সম্পূর্ণ উপকরণের ওপর ভ্যাট রেয়াত নিয়ে নেবেন। স্থানীয়ভাবে যে পণ্য তিনি বিক্রি করবেন, তা তিনি ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করবেন। সারা মাস শেষে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে তা হিসাব করে এর ওপর আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূসক, আবগারী শুল্ক, রেগুলেটরী ডিউটি, অন্যান্য শুল্ক ও কর (অগ্রিম আয়কর ব্যতীত) চলতি হিসাবের রেয়াত কলামে (৭ নং) লিখে রেয়াত নেবেন। এর ওপর ভ্যাট পূর্বেই রেয়াত নেয়া হয়েছে। তাই, এখন আর ভ্যাট রেয়াত নেয়ার প্রয়োজন নেই। দাখিলপত্রের ৯ নং কলামে উহা প্রদর্শন করতে হবে অর্থাৎ রেয়াত নিতে হবে।

(৫) সেবার ক্ষেত্রে রেয়াত: উপ-বিধি (২ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি এবং এই উপ-বিধির পদ্ধতি একই রকম। পার্থক্য হলো শুধু পণ্য এবং সেবা। চলতি হিসাবের ৯ নং কলামে স্থিতি লিখতে হবে। প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে প্রদেয় বিয়োগ করতে হবে এবং রেয়াত যোগ করতে হবে।

(৫ক) করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র করযোগ্য সেবার উপকরণের ওপর মূসক রেয়াত পাবে। এই উপ-বিধির পদ্ধতি এবং উপ-বিধি (৩) এর পদ্ধতি একই রকম। পার্থক্য শুধু পণ্য এবং সেবা।

(৫খ) করযোগ্য সেবা প্রদান করলে এবং একইসাথে সেবা রপ্তানি করলে রপ্তানিকৃত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদেয় আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূসক, রেগুলেটরী ডিউটি, অন্যান্য শুল্ক ও কর (অগ্রিম আয়কর ব্যতীত) রেয়াত নিতে পারবেন। এই উপ-বিধির পদ্ধতি এবং উপ-বিধি (৪) এর পদ্ধতি একই রকম। পার্থক্য শুধু উপ-বিধি (৪) এ পণ্যের বিষয়ে আর এই উপ-বিধিতে সেবার বিষয়ে বলা হয়েছে।

(৬) কুটির শিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, টার্নওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রেয়াত পাবেন না। এ কথা ধারা ৯ এও বলা আছে।

(৭) চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক যদি অতিরিক্ত উপকরণ ব্যবহার করেন, এবং তা যদি ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে তিনি উক্ত অতিরিক্ত ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। অতিরিক্ত উপকরণের অর্থ হলো পণ্যের মালিক যে উপকরণ দিয়েছে তার অতিরিক্ত কোন উপকরণ।

২০। বিলুপ্ত।

২০। বিলুপ্ত।

২১। আইন প্রবর্তনকালে মজুদ উপকরণের উপর প্রদত্ত কর রেয়াত।— (১) বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর আইন বলবৎ হওয়ার তারিখে নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট আবগারী শুল্ক বা বিক্রয় কর পরিশোধিত উপকরণের মজুদ থাকিলে অথবা মূল্য সংযোজন কর আইন প্রবর্তনের পরবর্তী কোন তারিখে নূতনভাবে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনীত কোন পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃতব্য উপকরণের মজুদ

থাকিলে তিনি, তাহার দুই মাসের গড় মজুদ উপকরণের মূল্যের বা প্রকৃত মজুদের মূল্যের, যাহাই কম হউক না কেন, দশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ উপকরণ কর রেয়াত হিসেবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।— উক্তরূপ দুই মাসের গড় মজুদের মূল্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে, যাহাই প্রযোজ্য হয়, নির্ণিত হইবে:-

- (ক) ১লা জুলাই, ১৯৯১ এর অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসে ব্যবহৃত বিক্রয় কর বা আবগারী শুল্ক পরিশোধিত উপকরণের মূল্যের মাসিক গড়ের ভিত্তিতে; বা
- (খ) দফা (ক) তে বর্ণিত সময়কালে নিবন্ধিত ব্যক্তি পণ্য উৎপাদনে বা প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত না থাকিলে সর্বশেষ পূর্ণ তিন মাসে ব্যবহৃত বিক্রয় কর বা আবগারী শুল্ক পরিশোধিত উপকরণের মূল্যের মাসিক গড়ের ভিত্তিতে; বা
- (গ) নিবন্ধিত ব্যক্তি তিন মাসের কম সময়ের জন্য পণ্য উৎপাদনে বা প্রস্তুতকরণে নিয়োজিত থাকিলে পূর্ণ দুই মাসে ব্যবহৃত বিক্রয় কর বা আবগারী শুল্ক পরিশোধিত উপকরণের মূল্যের ভিত্তিতে; বা
- (ঘ) প্রকৃত মজুদ উপরে বর্ণিত যে কোন পদ্ধতিতে নির্ণীত দুই মাসের গড় মজুদের চাইতে কম হইলে বিক্রয় কর বা আবগারী শুল্ক পরিশোধিত প্রকৃত মজুদ উপকরণ মূল্যের ভিত্তিতে; এবং
- (ঙ) মজুদ উপকরণের মূল্য হইবে বিক্রয় কর পরিশোধিত উপকরণের ক্ষেত্রে যে মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয় কর প্রদান করা হইয়াছে এবং আবগারী শুল্ক পরিশোধিত উপকরণের ক্ষেত্রে যে মূল্যের ভিত্তিতে আবগারী শুল্ক প্রদান করা হইয়াছে, সেই মূল্য।

(২) মজুদ উপকরণের ক্ষেত্রে কর রেয়াত পাওয়ার অধিকারী নিবন্ধিত ব্যক্তিকে ফরম “মুসক-১৫” এ মজুদ উপকরণ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের দুইটি অনুলিপি আইন বলবৎ হওয়ার তারিখের বা আইন প্রবর্তনের পরবর্তী যে কোন তারিখে নূতনভাবে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনীত পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত তারিখের সাত দিনের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে এবং রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক ঘোষণাপত্রে উলিখিত মজুদের যথার্থতা যাচাই করিয়া বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট সুপারিশ করিবেন এবং নিবন্ধিত ব্যক্তিকে উক্ত ঘোষণাপত্রের একটি অনুলিপি প্রদান করিবেন এবং নিবন্ধিত ব্যক্তি উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে রেয়াতযোগ্য পরিমাণ অর্থ উৎপাদ করের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) বিভাগীয় কর্মকর্তা উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত সুপারিশের ভিত্তিতে তাহার বিবেচনায় যথাযথ যাচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে রেয়াতের চূড়ান্ত পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং এই চূড়ান্ত পরিমাণের সহিত উপ-বিধি (২) অনুযায়ী সুপারিশকৃত পরিমাণের কোন তারতম্য হইলে চলতি হিসাবে ও দাখিল পত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের নির্দেশ দিবেন।

২১। আইন প্রবর্তনকালে মজুদ উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর রেয়াত।— (১) ১৯৯১ সালে যখন আবগারি কর ব্যবস্থা বাতিল করে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, তখন এই বিধানের খুব প্রয়োজনীয় ছিল। এখন আর এই বিধিটির খুব বেশি প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র যদি কোন ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়, তাহলে এই বিধির প্রয়োজন হয়। আবগারি কর ব্যবস্থার আওতায় রেয়াত ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে যখন ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করা হলো তখন রেয়াত ব্যবস্থা কার্যকর করা হলো। সে সময়ে উৎপাদকদের গুদামে যে উপকরণ মজুদ ছিল সে উপকরণের ওপর কিভাবে রেয়াত নিতে হবে তার পদ্ধতি এই বিধিতে বর্ণিত আছে। ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করার সময় হিসাব করা হয়েছিল যে, সে সময়ে কত পরিমাণ উপকরণ গুদামে মজুদ আছে। উক্ত পরিমাণ উপকরণের মূল্য কত? আরো হিসাব করা হয়েছিল যে, প্রতিষ্ঠানটির দুই

মাসের গড় মজুদ উপকরণের মূল্য কত? এ দুটি মূল্যের মধ্যে যে মূল্য কম সে মূল্যের ১০ শতাংশ তখন একবারে রেয়াত দেয়া হয়েছিল। তাহলে মজুদ উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া হয়ে গেল। তারপর যখন উপকরণ আমদানি বা ক্রয় করা হবে, তখন স্বাভাবিক নিয়মে রেয়াত নিতে থাকবে। সে পরিস্থিতি বর্তমানে আর নেই। এখন এমন হতে পারে যে, কোন পণ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল। আজ থেকে উক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। এমন পণ্যের প্রথম রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্তরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এখনই উৎপাদক “মূসক-১৫” ফরমে ঘোষণা দেবেন যে, তার কত উপকরণ গুদামে মজুদ আছে। ভ্যাট অফিসার তা যাচাই করে দেখবেন। তারপর হিসাব করতে হবে যে, তার বিগত সময়ে গড়ে দুই মাসের মজুদ কত ছিল। এ দুই ধরনের মজুদের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম সে মূল্যের ১০ শতাংশ প্রথমে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। তাহলে মজুদ উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া হয়ে যাবে। তারপর উপকরণ আমদানি বা ক্রয় করা হলে স্বাভাবিকভাবে রেয়াত নিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো বিগত সময়ের ২ (দুই) মাসের গড় মজুদ কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে? বিধিতে এস্থলে ১ জুলাই, ১৯৯১ এর ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত হিসাব শেখা এখন আর প্রয়োজন নেই, তাই, এখন আমরা এখনকার ভিত্তিতে হিসাব করা শিখবো। যা নিম্নে বর্ণিত হলো। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতির মধ্যে যেটি প্রযোজ্য হয় সেটি গ্রহণ করতে হবে। যদি একাধিক পদ্ধতি প্রযোজ্য হয়, তাহলে ক্রম অনুযায়ী যেটি প্রথমে সেটি গ্রহণ করতে হবে।

(ক) যে তারিখে ভ্যাট আরোপিত হয়েছে সে তারিখ থেকে পূর্বের তিন মাসে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে সে উপকরণের মূল্যের ভিত্তিতে দুই মাসের গড় নির্ণয় করা যায়।

(খ) ধরা যাক যখন কোন পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়েছে তখন কোন উৎপাদক উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল না বা তার পূর্বে কয়েক মাস উৎপাদনে ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে তার সর্বশেষ তিন মাসের উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ মূল্যের দুই মাসের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে।

(গ) যদি এমন হয় যে, কোন উৎপাদক পূর্ণ তিন মাস সময়কাল উৎপাদনে ছিল না, তাহলে তার দুই মাসের উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের মূল্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে।

(ঘ) উপরের তিনটি পদ্ধতিতে যে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তার তুলনায় যদি প্রকৃত মজুদ কম হয়, তাহলে প্রকৃত মজুদের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে।

(ঙ) মজুদ উপকরণের মূল্য হবে যে মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে সে মূল্য অর্থাৎ ক্রয়মূল্য।

(২) নুতনভাবে কোনো পণ্য মূসকের আওতায় আসলে ৭ দিনের মধ্যে “মূসক-১৫” ফরমে সার্কুলে আবেদন করতে হবে। রাজস্ব কর্মকর্তা মজুদ যাচাই করে প্রতিবেদন দেবেন। একটি কপি নিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদান করবেন। নিবন্ধিত ব্যক্তি এর ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে রেয়াত নেবেন।

(৩) এরপর বিভাগীয় কর্মকর্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রেয়াতের চূড়ান্ত পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। সে অনুযায়ী পূর্বে নেয়া রেয়াত প্রয়োজনে সমন্বয় করতে হবে।

২২। হিসাবরক্ষণ।— (১) যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তাহার পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা ব্যবসায়স্থল বা সেবা প্রদানের স্থানে নিম্নবর্ণিত পুস্তকসমূহ, যাহাই প্রযোজ্য হয়, যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) ক্রয় হিসাব পুস্তক।— এই পুস্তকে করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবার ক্রয়-সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী ফরম “মূসক-১৬”-এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;
- (খ) বিক্রয় হিসাব পুস্তক।— এই পুস্তকে করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা উক্তরূপ পণ্য বা সেবা রপ্তানি-সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী ফরম “মূসক-১৭”-এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;



- (গ) চালানপত্র পুস্তক।— ফরম “মূসক-১১” এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে “মূসক-১১ক” বা “মূসক-১১গ” বা “মূসক-১১ঘ” অনুযায়ী মুদ্রিত চালানপত্রসমূহ বাঁধানো অবস্থায় এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যাহাতে ইহার কোন পাতা, না ছিড়িয়া, অপসারণ করা যায় না এবং চালানপত্রসমূহে ক্রমানুসারে সংখ্যা মুদ্রিত করিতে হইবে; এবং
- (ঘ) চলতি হিসাব পুস্তক।— এই পুস্তকে ফরম “মূসক-১৮” অনুযায়ী লেনদেনের বর্ণনা, প্রদেয় উৎপাদ কর, ট্রেজারীতে জমা প্রদান ও রেয়াতযোগ্য উপকরণ কর এর পরিমাণ ও এতদসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ট্রেজারীতে সময় সময় এমন পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে যাহাতে যে কোন সময় উক্ত জমাকৃত অর্থের এবং প্রদত্ত উপকরণ কর বাবদ প্রাপ্য রেয়াতের সমষ্টির দ্বারা প্রদেয় উৎপাদ কর পরিশোধ করা যায়;

উলিখিত পদ্ধতিতে অর্থ জমা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্ত মূল ট্রেজারী চালান উহা প্রাপ্তির পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

(ঙ) বিলুপ্ত

(চ) বিলুপ্ত

(১ক) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ উক্ত উপ-বিধিতে বিধৃত বিধান সত্ত্বেও, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে হিসাবের কম্পিউটার মুদ্রিত কপি সংরক্ষণের শর্তে ও কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন শর্তে, কমিশনার উক্ত ব্যক্তির পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা ব্যবসায়স্থল বা সেবা প্রদানের স্থানে উহার হিসাব কম্পিউটারের মাধ্যমে রক্ষণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(১খ) চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনকারী একই প্রাঙ্গণে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য অন্য কোনো পণ্য উৎপাদন করিলে তিনি চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য এবং নিজস্ব উৎপাদিত পণ্যের জন্য আইনের বিধান অনুযায়ী পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(২) যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত কাঁচামাল, সেবা, যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা তৎকর্তৃক পরিশোধিত কোন বিল বা ট্রেজারীতে জমাকৃত কোন অর্থের হিসাব বা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য সংক্রান্ত হিসাব এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজে নিরীক্ষা করা যায়।

(৩) উপ-বিধি (১), (১ক), (১খ) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যে কোন পণ্য বা পণ্য শ্রেণী বা সেবার হিসাব সংরক্ষণ, চালানপত্র ইস্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার বা কম্পিউটার বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবে।

২২। হিসাবরক্ষণ।— (১) হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ধারা ৩১ এবং বিধি ২২ এ বর্ণিত আছে। এখানে উল্লেখ্য, বিধি ২২-এ চারটি পুস্তকের উল্লেখ আছে যা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে। এই পুস্তকসমূহ নিবন্ধিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। সদর দপ্তরে বা বাসায় বা অন্য কোন স্থানে সংরক্ষণ করা যাবে না। যারা ইআরপি/এসএপি সফটওয়্যার ব্যবহার করেন, তাদের সার্ভার সাধারণত: বিদেশে থাকে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে নিজস্ব অঙ্গনে ডুপিকেট সার্ভার রাখতে হবে।

(ক) ক্রয়হিসাব পুস্তক: “মূসক-১৬”: এই পুস্তকে সকল ক্রয়ের বিবরণী লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি আইটেমের জন্য পৃষ্ঠা আলাদা করে নিতে হবে। যে কোন ক্রয় বা আমদানি করার পর এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) বিক্রয় হিসাব পুস্তক: “মূসক-১৭”: মূসক চালান ইস্যু করে পণ্য বিক্রয় করতে হবে। মূসক চালান ইস্যু করার পর বিক্রয় হিসাব পুস্তকে এন্ট্রি দিতে হবে।

(গ) চালানপত্র পুস্তক: "মূসক-১১" "মূসক-১১ক", "মূসক-১১গ" এবং "মূসক-১১ঘ" ফরমে চালানপত্র ইস্যু করতে হয়।

(ঘ) চলতি হিসাব পুস্তক: "মূসক-১৮": চলতি হিসাব পুস্তকের মাধ্যমে ভ্যাট বা সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এখানে ভ্যাটের জন্য এবং সম্পূরক শুল্কের জন্য আলাদা পাতায় হিসাব রাখতে হয়। ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা দিয়ে চলতি হিসাব পুস্তকে ব্যালান্স রাখতে হয়। মূল ট্রেজারী চালান ও কার্যদিবসের মধ্যে সার্কেল অফিসে পাঠাতে হয়।

(১ক) উক্ত হিসাবসমূহ সাধারণত: রেজিস্টারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। তবে, কম্পিউটারের মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে কমিশনারের অনুমতি নিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভ্যাট ব্যবস্থায় সর্বমোট ৩৮ টি ফরম রয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র এই চারটি ফরম কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হলে কমিশনারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। আর অন্য সকল ফরমে কোন ব্যক্তি তার সুবিধামত রেজিস্টারের মাধ্যমে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব রাখতে পারবেন।

(১খ) চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনকারী চুক্তিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য এবং নিজস্ব উৎপাদিত পণ্যের জন্য আলাদা আলাদাভাবে হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(২) হিসাব এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সহজেই নিরীক্ষা করা যায়। প্রয়োজনে ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্ণিত ফরমের অতিরিক্ত নিজস্ব ফরম্যাটে কোন হিসাবপত্র রাখা যাবে। সেক্ষেত্রে ফরম্যাট ভ্যাট অফিসে দাখিল করতে হবে। তবে, অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। এভাবে নিবন্ধিত ব্যক্তি স্বচ্ছভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে পারেন।

(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইসিআর বা কম্পিউটার বা সফটওয়্যার বা অন্যকোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার আদেশ দিতে পারবে। এই বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত ১১ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য ইসিআর/পিওএস ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এবং ৫০ লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব রাজস্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার জন্য বর্তমানে সফটওয়্যার নির্বাচনের কার্যক্রম চলছে।

২৩। কর পরিশোধ।— (১) যেকোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৩ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ৩ ও ধারা ৭ অনুযায়ী প্রদেয় কর অথবা অন্য যেকোনো সরকারি পাওনা, যথাক্রমে বিধি ২২ এ বর্ণিত চলতি হিসাবে সমন্বয় এবং বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত দাখিলপত্র পেশ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে প্রদেয় উৎপাদ কর বা অন্য যেকোনো সরকারি পাওনা হইতে রেয়াতযোগ্য উপকরণ কর বাদ দিয়া নীট পরিমাণ অর্থ ট্রেজারিতে জমা প্রদানপূর্বক পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যে কোন পণ্যের চালান পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা ব্যবসায়স্থল হইতে অপসারণের পূর্বে নিবন্ধিত ব্যক্তি উহার ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং পণ্য অপসারণকালে চলতি হিসাবে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কর পরিশোধ করিবেন এবং এই লক্ষ্যে তাহার চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত জের থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সরবরাহের ক্ষেত্রে ফরম "মূসক-১১ক" প্রযোজ্য হয়, সেক্ষেত্রে "করসহ মূল্য" কে ৩/২৩ দ্বারা গুণ করিয়া প্রদেয় কর নির্ণয় করিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ দিবসের সরবরাহ শেষে একবার চলতি হিসাব "মূসক-১৮" সমন্বয় করিতে হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রদত্ত চালানপত্রে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ আলাদাভাবে প্রদর্শিত হইবে সে ক্ষেত্রে ধারা ৫-এর উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত মূল্য, মূল্য সংযোজন কর নিরূপণের মূল্যভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রদত্ত চালানপত্রে মূল্য সংযোজন করে পরিমাণ আলাদাভাবে প্রদর্শিত হইবে না সে ক্ষেত্রে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত মূল্য সংযোজন করে পরিমাণসহ সর্বমোট বিক্রয় মূল্য (Gross Sale) কে ১৫/১১৫ দ্বারা গুণন পূর্বক প্রদেয় মূল্য সংযোজন করে পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে।

২৩। কর পরিশোধ।— (১) রেয়াত বাদ দিয়ে নীট পরিমাণ অর্থ ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে। অর্থাৎ কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি রেয়াত পাবেন। আবার তিনি মূসক পরিশোধ করবেন। তাকে চলতি হিসাবে সব সময় ব্যালাপ রাখতে হবে।

(২) পণ্য বিক্রির সময় চলতি হিসাব পুস্তক থেকে বিয়োগ করে মূসক পরিশোধ করতে হবে।

শর্ত: যে সকল সরবরাহকারী "মূসক-১১ক" ইস্যু করেন, তারা সারাদিন "মূসক-১১ক" ইস্যু করবেন। সারাদিন শেষে একবার প্রদেয় মূসক চলতি হিসাব থেকে বিয়োগ করবেন। উলেখ্য, ব্যবসায়ী কর্তৃক অনিবন্ধিত ব্যক্তির কাছে বিক্রির ক্ষেত্রে "মূসক-১১ক" চালান ইস্যু করার বিধান আছে। তবে, তা বাধ্যতামূলক নয় বরং ঐচ্ছিক। "মূসক-১১ক" ফরমে ভ্যাটের পরিমাণ আলাদাভাবে উলেখ করার বিধান নেই। তাই, এক্ষেত্রে সারাদিনের "মূসক-১১ক" ফরমে উলিখিত মূল্য যোগ করে ৩/২৩ দিয়ে গুণ করলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। উক্ত পরিমাণ ভ্যাট একটি এন্ট্রি দিয়ে চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) থেকে বিয়োগ করতে হবে। উলেখ্য, চলতি হিসাব পুস্তকে প্রতিটি মূসক চালান আলাদা আলাদাভাবে এন্ট্রি দেয়া যায়। আবার, সারাদিনের সব চালান যোগ করে একবারে এন্ট্রি দেয়া যায়।

(৩) চালানপত্রে পণ্য সেবার মূল্য এবং ভ্যাট যদি আলাদাভাবে লেখা হয়, তাহলে পণ্য বা সেবার মূল্য হবে ভ্যাট ব্যতীত সকল প্রাপ্তি। চার্জ, ফি, কমিশন ইত্যাদি সকল প্রাপ্তি মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪) বিক্রেতা চালানপত্রে মূসকসহ মূল্য বা মূসক বহির্ভূত মূল্য প্রদর্শন করতে পারেন। মূসকসহ মূল্য প্রদর্শন করলে মোট মূল্যকে ১৫/১১৫ দিয়ে গুণন করলে ১৫ শতাংশ মূসকের পরিমাণ পাওয়া যায়।

২৪। দাখিলপত্র পেশকরণ।— (১) প্রত্যেক করযোগ্য পণ্যের প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীকে প্রতিটি কর মেয়াদের জন্য ফরম "মূসক-১৯" এ দাখিলপত্রের দুইটি অনুলিপি কর মেয়াদ পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৫ (পনের) তারিখে সরকারী ছুটি থাকিলে অবশ্যই তৎপূর্ববর্তী কার্যদিবসে যথানিয়মে ফরম "মূসক-১৯" এ দাখিলপত্র জমা প্রদান করিতে হইবে।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, কোনো বীমা কোম্পানি কর মেয়াদের পরবর্তী মাসের বিশ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র জমা দিতে পারিবে;

(২) যে ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ বা রপ্তানি করেন তাহাকে দাখিলপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:

(ক) চলতি হিসাবের মূল অনুলিপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(খ) কমিশনার কর্তৃক দাবিকৃত অন্য যে কোনো দলিল।

(৩) যে ব্যক্তি করযোগ্য সেবা প্রদান বা রপ্তানি করেন তাহাকে দাখিলপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি প্রদান করিতে হইবে, যথা:

(ক) সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে প্রদেয় কর প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(খ) কমিশনার কর্তৃক দাবিকৃত অন্য যে কোনো দলিল।

২৪। দাখিলপত্র পেশকরণ।— (১) কোনো কর মেয়াদ অর্থাৎ ইংলিশ ক্যালেন্ডার মাস শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে। দাখিলপত্র জমা দেয়ার ফরম হলো "মূসক-১৯"। দাখিলপত্র ২ কপি সার্কেল অফিসে জমা দিতে হয়। দাখিলপত্র সাধারণত: প্রতি মাসে জমা দিতে হয়। তবে, ইট, বাণিজ্যিক আমদানিকারক, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শতভাগ প্রাচল রপ্তানিকারক শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ইন্ডেন্টিং সংস্থা, শিপিং এজেন্ট, নির্মাণ সংস্থা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম, ইজারাদার এবং যোগানদার এর ক্ষেত্রে প্রতি ৩ (তিন) মাস পর দাখিলপত্র জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে কর মেয়াদ হলো ৩ মাস।

প্রথম শর্ত: ১৫ তারিখে যদি সরকারী ছুটি থাকে, তাহলে তার আগের কর্মদিবসে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: বীমা কোম্পানির ক্ষেত্রে দাখিলপত্র জমা দিতে হবে পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে। বীমা কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখা থেকে মূসকের হিসাব আসতে সময় লাগে, তাই ৫ দিন সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

(২) পণ্যের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের সাথে চলতি হিসাবের মূল অনুলিপি এবং কমিশনার যদি কোন দলিলাদি চেয়ে থাকেন তাসহ জমা দিতে হবে। চলতি হিসাব কার্বন দিয়ে ২ (দুই) প্রস্থে???? লিখতে হয়। মূল কপি দাখিলপত্রের সাথে জমা দিতে হয়। দ্বিতীয় কপি চলতি হিসাব পুস্তকে সংযুক্ত অবস্থায় ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হয়।

(৩) সেবার ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের সাথে ট্রেজারী চালানের মূল কপি জমা দিতে হবে। সেবা প্রদানকারী যদি রেয়াত নেন, তাহলে তিনি চলতি হিসাব সংরক্ষণ করবেন। রেয়াত না নিলে চলতি হিসাব সংরক্ষণ করবেন না। সেবা প্রদানকারী যদি চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করেন, তাহলে পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে দাখিলপত্রের সাথে চলতি হিসাব পুস্তকের মূল কপি জমা দিতে হবে। আর সেবা প্রদানকারী যদি চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ না করেন, তাহলে সারা মাসের শেষে তিনি হিসাব করেন যে, সারা মাসে যে সকল মূসক চালান ইস্যু করেছেন তার বিপরীতে সর্বমোট কত টাকা ভ্যাট প্রদেয় হয়েছে। ঠিক তত টাকা তিনি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী খাতে জমা প্রদান করেন। তিনি ট্রেজারী চালানের মূল কপি দাখিলপত্রের সাথে জমা দেবেন।

২৫। দাখিলপত্রের পরীক্ষা।— (১) বিধি ২৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত দাখিলপত্রে উলিখিত তথ্যাদি এবং উহার সহিত সংযুক্ত দলিলাদি উক্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজস্ব এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হইলে, ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তাহারা উভয়ে আলাদাভাবে স্বীয় স্বাক্ষর ও সিল মোহর দ্বারা সেই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা উক্তরূপে প্রত্যয়নকৃত দাখিলপত্রের অনুলিপি অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবেন এবং মূল অনুলিপিটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত দাখিলপত্রের ভিত্তিতে কমিশনার সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে দাখিলপত্র প্রদানকারী যথাযথভাবে প্রদেয় উৎপাদ কর প্রদান এবং উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) যদি কোন করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত সেবা ১০০ শতাংশ রপ্তানি করেন অথবা আংশিকভাবে সরবরাহ বা প্রদান করেন, কিন্তু প্রতি কর মেয়াদে তৎকর্তৃক উপকরণের উপর প্রদত্ত রেয়াতযোগ্য করের পরিমাণ উৎপাদ করের প্রদেয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে, উক্ত প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা সেবা

প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত দাখিলপত্রের মূল অনুলিপিটি কমিশনার অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শুরু রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, অতঃপর পরিদপ্তর বলিয়া উলিখিত, এ প্রেরণ করিবেন।

(৪) বিধি ২৪ অনুযায়ী দাখিলপত্র প্রদানে বাধ্য এমন কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদের দাখিলপত্র স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে যথাসময়ে দাখিল না করিলে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ৩৭-এর অধীন উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাখিলপত্র দাখিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

২৫। দাখিলপত্রের পরীক্ষা।— (১) সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করবেন। দাখিলপত্রে কোনো ভুলত্রুটি না থাকলে তারা উভয়ে সীল ও স্বাক্ষর করবেন। মূল কপি কমিশনারের দপ্তরে পাঠাবেন এবং অনুলিপি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে ফেরৎ দেবেন। আর যদি দাখিলপত্র পরীক্ষা করে ভুল-ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৪) মোতাবেক নিবন্ধিত ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ করে সঠিক পরিমাণ কর নির্ধারণ করবেন। উক্ত কর নির্ধারণ নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হবে। তাছাড়া, ভ্যাট অফিসার এজন্যে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

(২) কমিশনারের দপ্তরেও পরীক্ষা করা হবে। রেয়াত গ্রহণ করা, ভ্যাট প্রদান করা সঠিকভাবে করা হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

(৩) পণ্য বা সেবা সম্পূর্ণ বা আংশিক রপ্তানি করলে, যদি প্রদেয় মূসকের চেয়ে রেয়াতের পরিমাণ বেশি হয়; তাহলে কমিশনার দাখিলপত্রের মূল অনুলিপিটি ৩০ দিনের মধ্যে শুরু রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে পাঠাবেন প্রত্যর্পণ দেয়ার জন্যে। তবে, বিধিতে এরূপ বিধান থাকলেও বর্তমানে বাস্তবে এই পদ্ধতি কার্যকর নেই। বর্তমানে শুরু রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে সরাসরি আবেদন করে প্রত্যর্পণ নিতে হয়। ভ্যাট আইন প্রবর্তনের সময় ধারণা করা হয়েছিল যে, দাখিলপত্র পরীক্ষা করার পর প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ পাওনা হলে দাখিলপত্র শুরু রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আসলে ভ্যাট ব্যবস্থা একটি অডিট-নির্ভর ব্যবস্থা। এখানে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ফাঁকি উদ্ঘাটন করতে হবে এবং অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এভাবে দাখিলপত্র পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এখনও নানাবিধ কারণে সকল দাখিলপত্র সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় না। তাই, দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ প্রদান কার্যকর করা যায়নি।

(৪) কোনো প্রতিষ্ঠান দাখিলপত্র দাখিল না করলে, সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, দাখিলপত্র দাখিল করার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ পরবর্তী মাসের ২২ তারিখের মধ্যে, সার্কেল কর্মকর্তার মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

২৬। চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদান।— বিধি ১৫ অনুযায়ী কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করিলে বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত আবেদনকারীর মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুরু সম্পর্কিত কোন অনিষ্পন্ন দায়দায়িত্ব থাকিলে উহা নির্ধারণপূর্বক আবেদনকারীকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদানের নির্দেশ দিবেন।

২৬। চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদান।— নিবন্ধন বাতিল করার পর কোন সরকারী দায়-দেনা থাকলে তা পরিশোধ করে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত দাখিলপত্র দাখিল করতে হয়।

২৭। রপ্তানি পদ্ধতি।— (১) রপ্তানিতব্য পণ্যকে যে মোড়কে মোড়কজাত করা হয় উহার প্রতিটির উপর অমোচনীয় কালিতে বৎসরওয়ারী একটি ক্রমিক সংখ্যা এবং রপ্তানিকারকের নাম ও অন্য কোন মার্কা থাকিলে উহা উলেখ করিতে হইবে এবং প্রতিটি মোড়কের উপর অমোচনীয় কালিতে “রপ্তানির জন্য” চিহ্ন সম্বলিত সীল মোহর দ্বারা সীল করিতে হইবে।

(২) যদি কোন রপ্তানিকারক তৎকর্তক রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা অন্য কোন অনুমোদিত স্থানে সম্পন্ন করাইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি এই মর্মে উক্ত রপ্তানিতব্য পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের জন্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা অন্য কোন অনুমোদিত স্থান হইতে অপসারণের অন্ত্যন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে ফরম “মসক-২০” এ আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপি ও চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পেশ করিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা-এর নির্দেশক্রমে তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা, পদ মর্যাদায় সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এর নিম্নে নহে, উক্তভাবে নির্দেশিত হওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যে রপ্তানিকারকের পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা অন্য কোন অনুমোদিত স্থানে উপস্থিত হইয়া রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা সম্পন্ন করিবেন এবং পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত পণ্য আবেদনপত্রে বর্ণিত পণ্যের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে উক্ত কর্মকর্তা প্রতিটি মোড়ক “মূল্য সংযোজন কর বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত” চিহ্ন সংবলিত সীলমোহর দ্বারা সিল করিবেন এবং তিনি আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপিতে ও চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপিতে “পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে” এই মর্মে উলেখ করিয়া তাহার স্বাক্ষর ও সীল প্রদানপূর্বক আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানিকারকের নিকট ফেরত দিবেন এবং আবেদনপত্রের চতুর্থ অনুলিপি ও চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করিয়া পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী কোন পণ্যের চালান রপ্তানি বন্দরে পৌছাইলে, শুল্ক কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পরিদর্শনের পর পণ্যের সীলমোহরযুক্ত মোড়ক অক্ষত দেখিলে রপ্তানির অনুমতি প্রদান করিবেন এবং আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে “রপ্তানি সম্পন্ন হইয়াছে” এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন।

(৪) সহকারী কমিশনার ও তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা, প্রয়োজনবোধে, উপ-বিধি (২) অনুযায়ী পরীক্ষিত পণ্য রপ্তানি বন্দরে পুনরায় পরীক্ষার আদেশ দিতে পারিবেন।

(৫) কোনো রপ্তানিকারক রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা রপ্তানি বন্দরে সম্পন্ন করাইতে চাহিলে তিনি রপ্তানিতব্য পণ্যচালানটি উপ-বিধি (১) মোতাবেক প্রস্তুত করিয়া উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করিবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা এর নির্দেশক্রমে, তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপিতে “পরীক্ষা রপ্তানি বন্দরে সম্পন্ন হইবে” এই মর্মে উলেখ করিয়া তাহার স্বাক্ষর ও সীল প্রদানপূর্বক আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানিকারকের নিকট ফেরত দিবেন এবং আবেদনপত্রের চতুর্থ অনুলিপি ও চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করিয়া পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত রপ্তানিতব্য পণ্য রপ্তানি বন্দরে পৌছাইলে রপ্তানিকারক উহা পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি শুল্ক কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থাপন করিবেন এবং শুল্ক কর্মকর্তা পণ্যচালানটি যথাযথভাবে পরীক্ষার পর আবেদনপত্র ও চালানপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী সঠিক পাইলে পণ্যচালানটি রপ্তানির অনুমতি প্রদান করিবেন এবং আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপিতে এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে “রপ্তানি সম্পন্ন হইয়াছে” এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৩) ও (৬) অনুযায়ী রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপিটি রপ্তানি বন্দরের শুল্ক স্টেশনে জমা রাখিতে হইবে। আবেদনপত্রের মূল ও তৃতীয় অনুলিপি ও চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানিকারককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে এবং রপ্তানিকারক উহা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তৃতীয় অনুলিপিটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করিবেন।

(৮) ডাকযোগে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানী সম্পন্ন হওয়ার পর বৈদেশিক ডাকঘরের প্রধান ডাক কর্মকর্তা আবেদনপত্রের মূল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে “রপ্তানি সম্পন্ন হইয়াছে” এই মর্মে প্রত্যয়ন করিয়া আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপিটি বৈদেশিক ডাকঘরের শুল্ক কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিবেন। আবেদনপত্রের মূল ও তৃতীয় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানিকারকের নিকট ফেরত দিবেন এবং রপ্তানিকারক উহা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তৃতীয় অনুলিপিটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (১) হইতে (৮) এ বিধৃত বিধানাবলি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:

(ক) শতকরা একশত ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানিযোগ্য বা রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবা; এবং

(খ) মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রপ্তানিযোগ্য বা রপ্তানিকৃত পণ্য ও সেবা।

(১০) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উৎপাদক রপ্তানিকারক ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানিকারক, ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে, রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর অঙ্গন (Premises) হইতে, মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে অবহিত রাখিয়া, উক্ত পণ্য বা সেবা সরাসরি রপ্তানি বন্দরে প্রেরণ করিবেন।

২৭। রপ্তানি পদ্ধতি।— (১) এই বিধিতে রপ্তানি করার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। উলেখ্য, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য এই পদ্ধতি নয়। এই পদ্ধতি সে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আংশিক রপ্তানি করে এবং আংশিক দেশের অভ্যন্তরে বিক্রি করে। শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুসারে কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। রপ্তানি পণ্য মোড়কজাত করার পর, মোড়কের ওপর রপ্তানিকারকের নাম, মার্কা, বছরওয়ারী ক্রমিক সংখ্যা অমোচনীয় কালিতে লিখতে হবে। এবং মোড়কের ওপর অমোচনীয় কালিতে “রপ্তানির জন্য” সীল দিতে হবে।

(২) রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা, পণ্যের উৎপাদনস্থল বা অন্য কোনো অনুমোদিত স্থানে করানো যাবে। সেক্ষেত্রে:-

(ক) “মূসক-২০” ফরমে আবেদনপত্রের ৪ টি অনুলিপি এবং “মূসক-১১” চালানপত্রের মূল ও ২য় অনুলিপি পণ্য অপসারণের ২৪ ঘন্টা পূর্বে সার্কেলে পেশ করতে হবে।

(খ) এরপর রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত পণ্য পরীক্ষা করার আদেশ দিবেন। নির্দেশ পাওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যে তার অধীনস্থ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পণ্য চালান পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা করে সঠিক পেলে তিনি প্রতিটি প্যাকেটে “মূল্য সংযোজন কর বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত” সীলমোহর করবেন।

(গ) তিনি আবেদনপত্র ও চালানপত্রের সকল কপিতে “পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে” মর্মে সীল ও স্বাক্ষর করবেন। তিনি আবেদনপত্রের ১ম, ২য় ও ৩য় কপি এবং চালানপত্রের ১ম কপি রপ্তানিকারকের নিকট ফেরত দেবেন। আবেদনপত্রের ৪র্থ কপি এবং চালানপত্রের ২য় কপি তিনি সার্কেলে সংরক্ষণ করবেন। এভাবে পরীক্ষিত পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করবেন।

(৩) উক্ত পণ্য বন্দরে পৌঁছালে শুদ্ধ কর্মকর্তা পরিদর্শন করে দেখবেন যে, সীলমোহর অক্ষত আছে কি-না। সঠিক পেলে তিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান করবেন। তিনি আবেদনপত্রের ১ম, ২য় ও ৩য় অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপিতে "রপ্তানি সম্পন্ন হইয়াছে" মর্মে সীল দিয়ে স্বাক্ষর করবেন।

(৪) সহকারী কমিশনার বা তাঁর চেয়ে উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা উক্ত পণ্য পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

(৫) রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা রপ্তানি বন্দরে সম্পন্ন করানো যাবে। সেক্ষেত্রে চালানটি প্রস্তুত করে আবেদনপত্রের ৪ টি কপি এবং চালানপত্রের ২ টি কপি সার্কেলে দাখিল করতে হবে। সার্কেল কর্মকর্তার নির্দেশে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এই সকল কপিতে "পরীক্ষা রপ্তানী বন্দরে সম্পন্ন হইবে" মর্মে সীল ও স্বাক্ষর দিবেন। তিনি আবেদনপত্রের ৩ কপি এবং চালানপত্রের মূলকপি রপ্তানিকারকের নিকট ফেরৎ দিবেন। আবেদনপত্রের ৪র্থ কপি এবং চালানপত্রের ২য় কপি সার্কেলে সংরক্ষণ করবেন। এভাবে পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের অনুমতি দেবেন।

(৬) পণ্য বন্দরে পৌঁছানোর পর রপ্তানিকারক আবেদনপত্রের ১ম, ২য় ও ৩য় কপি এবং চালানপত্রের মূল কপি শুদ্ধ কর্মকর্তার নিকট পেশ করবেন। শুদ্ধ কর্মকর্তা চালানটি পরীক্ষা/পরিদর্শন করে সঠিক পেলে এই সকল কপিতে "রপ্তানি সম্পন্ন হইয়াছে" সীলমোহর ও স্বাক্ষর প্রদান করবেন। এভাবে রপ্তানির অনুমতি দেবেন।

(৭) রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনপত্রের ২য় কপি রপ্তানি বন্দরে সংরক্ষণ করতে হবে। আবেদনপত্রের মূল ও ৩য় কপি এবং চালানপত্রের মূল কপি রপ্তানিকারককে ফেরৎ দিতে হবে। রপ্তানিকারক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনপত্রের ৩য় কপিটি সার্কেলে পেশ করবেন। সার্কেল নিশ্চিত হবে যে, ইতোপূর্বে প্রেরিত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

(৮) ডাকযোগে রপ্তানির ক্ষেত্রেও উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(৯) তবে, দু ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে না। প্রথমত: শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানি; এবং দ্বিতীয়ত: মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা রপ্তানি। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানি সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুসারে সম্পাদিত হয়।

(১০) উপরে বর্ণিত পদ্ধতি উৎপাদক রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে রপ্তানিকারক নিজে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করেন। কিছু রপ্তানিকারক আছেন যারা নিজেরা পণ্য উৎপাদন করেন না। তারা উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে রপ্তানি করেন। তাদেরকে বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক বলে। এ ধরনের রপ্তানিকারক পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন। অতঃপর সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা বা তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে অবহিত রেখে উক্ত পণ্য সরবরাহকারীর অঙ্গন হতে রপ্তানি বন্দরে প্রেরণ করবেন।

২৮। রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ।— (১) যে কোন নিবন্ধিত রপ্তানিকারক তৎকর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে বা রপ্তানিকৃত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত কর চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে রেয়াত গ্রহণে সক্ষম না হওয়ায় পরিদপ্তর হইতে প্রত্যর্পণ হিসেবে গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলিতে হইবে।

(২) রপ্তানি প্রত্যর্পণ গ্রহণে "প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক"-এর সুবিধা ভোগ করিতে হইলে যে কোন রপ্তানিকারককে ফরম "মূসক-২১" এ স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিদপ্তরে আবেদন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ আবেদনের সময় হইতে বারো মাস পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট



রপ্তানিকারকের রপ্তানি কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে তাকে একজন “প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক” হিসেবে তালিকাভুক্ত করিবে।

২৮। রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ।— (১) রপ্তানি করলে উক্ত পণ্যের উপকরণের মধ্যে যে সকল শুল্ক-করাদি থাকে (এআইটি এবং গ্যাসের ওপর সম্পূর্ণক শুল্ক ছাড়া) তা চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) থাকলে উক্ত পুস্তকে রেয়াত নিতে হবে। চলতি হিসাব না থাকলে, বা রেয়াত নেয়ার পরও প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকলে, তাকে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে (ডেডো) অফিসে প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করতে হবে। এ জন্য তাকে একটি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

(২) প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক হিসেবে সুবিধা পেতে হলে ফরম “মূসক-২১” এ আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত কোনো “প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক” তালিকাভুক্ত করা হয়নি। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিয়মিত রপ্তানিকারকদের সহজে প্রত্যর্পণ দেয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকের বিধান আনয়ন করা হয়েছিল। তবে, এই বিধান বাস্তবে কার্যকর করা সম্ভবপর হয়নি।

২৯। দাখিলপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানি প্রত্যর্পণ।— (১) যে রপ্তানিকারক করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে বা করযোগ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত এবং যাহার ক্ষেত্রে উৎপাদ কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে কিন্তু প্রতিটি করমেয়াদে রপ্তানিবাবদ রেয়াতযোগ্য কর প্রদেয় উৎপাদ কর অপেক্ষা অধিক হয়, তিনি এবং যে রপ্তানিকারক তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত করযোগ্য পণ্য বা প্রদত্ত করযোগ্য সেবা একশত শতাংশ রপ্তানি করেন কিন্তু উক্তরূপ পণ্য বা সেবা দেশে সরবরাহ বা প্রদান করিলে উৎপাদ কর প্রদানে বাধ্য হইবেন তিনি দাখিলপত্রের ভিত্তিতে কর প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) রপ্তানি প্রত্যর্পণ প্রদানের নিমিত্ত কোন দাখিলপত্র কমিশনার কর্তৃক পরিদপ্তরে প্রেরিত হইলে পরিদপ্তর দাখিলপত্রটিকে প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র হিসেবে গণ্য করিবেন।

(৩) পরিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতঃপর মহাপরিচালক বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাখিলপত্রটি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের বা সেবার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্বাভাবিক উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা পূর্বনির্ধারিত সহগ, যদি থাকে, বিবেচনায় রাখিয়া, এবং সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হইয়া থাকিলে, উহার ক্ষেত্রে প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে গৃহীত কর রেয়াতের পরিমাণ, রপ্তানির প্রমাণ সম্বলিত বিল অব এক্সপোর্ট ও বিল অব লেডিং-এর অনুলিপি পর্যালোচনা করিয়া উক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তাহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রত্যর্পণের জন্য মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ করিবেন এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক সুপারিশকৃত পরিমাণ অর্থ চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে তাহার নিকট এই মর্মে একটি অবগতিপত্র প্রেরণ করিবেন এবং মহাপরিচালক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের আবেদনক্রমে দাখিলপত্রটি পুনঃ পরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) “প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক” হিসাবে তালিকাভুক্ত রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে কমিশনারের নিকট হইতে দাখিলপত্র প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে প্রাথমিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ণীত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ মহাপরিচালকে রপ্তানিকারকের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে যে কোন করমেয়াদের প্রত্যর্পিত অর্থের পরিমাণ, উক্ত কর মেয়াদ পূর্ববর্তী বারো মাসের ভিত্তিতে নির্ণীত মাসিক গড় প্রত্যর্পণের পরিমাণের সহিত উহার বিশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ যোগ করিলে মোট যে অর্থ নির্ণীত হয়, উহার অধিক হইবে না এবং প্রাথমিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ণীত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণে পরবর্তীতে কোন রূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হইলে উহা পরবর্তী দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বিত করিতে হইবে।

(৫) “প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক” হিসাবে তালিকাভুক্ত নহেন, এমন রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে কমিশনারের নিকট হইতে দাখিলপত্র প্রাপ্তির তিরিশ দিনের মধ্যে উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পরীক্ষা সমাপণপূর্বক প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ পরিদপ্তর কর্তৃক রপ্তানিকারকের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির আওতায় প্রত্যর্পণ আবেদন পেশ করার পদ্ধতি সম্পর্কে যে বিধানই থাকুক না কেন, স্বল্পতম সময়ে ও দ্রুততার সহিত প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ রপ্তানিকারকগণকে সরাসরি পরিদপ্তর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিলের নিমিত্তে বোর্ড সাধারণ আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

২৯। দাখিলপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানি প্রত্যর্পণ।— ইতোপূর্বে উলেখ করা হয়েছে যে, দাখিলপত্রের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ দেয়ার পদ্ধতি বর্তমানে বাস্তবে কার্যকর নেই। তবে বিধিতে বিধান রয়ে গেছে। আবেদনপত্রের ভিত্তিতে বর্তমানে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়। যেহেতু বিধিতে বিধান আছে তাই উহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(১) যিনি শতভাগ রপ্তানি করেন তিনি দাখিলপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানি প্রত্যর্পণ পাবেন। আর যিনি স্থানীয়ভাবে বিক্রি করেন এবং রপ্তানি করেন, তার যদি স্থানীয় বিক্রয়ের বিপরীতে যে পরিমাণ ভ্যাট প্রদেয় হয় তার চেয়ে বেশি রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যর্পণ পাওনা হয়, তাহলে তিনিও এই বিধির বিধান মোতাবেক দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

(২) কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত দাখিলপত্র প্রত্যর্পনের আবেদন হিসেবে গণ্য হবে।

(৩) প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক রপ্তানিকারকের ব্যাংকে প্রত্যর্পনের চেক প্রেরণ করবেন, রপ্তানিকারককে অবহিত করবেন।

(৪) এই উপ-বিধিতে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকদের প্রত্যর্পনের বিষয়ে বলা আছে। আমরা জানি যে, প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকের বিষয়টিও বাস্তবে কার্যকর নেই। যাহোক, এখানে বিধান আছে যে, প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে তাকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রত্যর্পনের পরিমাণ নির্ণয় করে প্রত্যর্পণ দিয়ে দিতে হবে। তবে, পূর্ববর্তী ১২ মাসের গড় প্রত্যর্পণের সাথে ২০ শতাংশ যোগ করে যে পরিমাণ পাওয়া যাবে, প্রাথমিকভাবে নির্ণয়কৃত প্রত্যর্পণ তার চেয়ে বেশি হতে পারবে না। পরবর্তীতে প্রত্যর্পণ চূড়ান্ত করে সমন্বয় করা হবে।

(৫) যিনি প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক হিসেবে তালিকাভুক্ত নন তাকে দাখিলপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণ প্রদান করতে হবে।

(৬) এই উপ-বিধিতে বলা আছে যে, সরাসরি ডেডোতে প্রত্যর্পণের আবেদন পেশ করার জন্য বোর্ড সাধারণ আদেশ জারী করতে পারবে। পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে রপ্তানিকারকগণ সরাসরি ডেডোতে প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করে থাকেন। আবেদনপত্রের ভিত্তিতে তাদের প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়। দাখিলপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানি প্রত্যর্পণ পদ্ধতি বর্তমানে কার্যকর নেই।

৩০। আবেদনপত্র দাখিলপূর্বক প্রত্যর্পণ গ্রহণ।— (১) যে নিবন্ধিত ব্যক্তি—

(ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রপ্তানি করেন; বা

(খ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করেন বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা রপ্তানি করেন কিন্তু কোন করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করেন না বা করযোগ্য সেবা প্রদান করেন না; বা

(গ) যে ব্যক্তি আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী নিবন্ধন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত তাহাকে, রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে বা রপ্তানিকৃত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত কর প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে রপ্তানির প্রমাণ স্বরূপ সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ ফরম “মুসক-২২” এ শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) বোর্ড, সরকারী গেজেট প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সমহার (Flat Rate) ভিত্তিতে রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণযোগ্য করের হার নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন রপ্তানিকারক মহাপরিচালক, শুদ্ধ রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সমহার ভিত্তিক প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চাইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা প্রথমবার রপ্তানীর পর উপ-বিধি (১) এর বর্ণিত আবেদন পত্রের সহিত; সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, রপ্তানি বন্দরের শুদ্ধ কর্মকর্তা দ্বারা প্রমাণীকৃত নমুনাসহ ফরম “মুসক-২৩”-এ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবেন।

উপ-বিধি (৩) বিলুপ্ত

(৪) বিলুপ্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বিধি ২৯ এর উপ-বিধি (৪) বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রত্যর্পিত পরিমাণে পরবর্তীতে কোন তারতম্য ঘটিলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের পরবর্তী প্রত্যর্পণ আবেদনপত্রের বিপরীতে সমন্বিত করিতে হইবে।

(৫) পরবর্তীতে একই সমহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত নমুনা দাখিল ও তথ্য সরবরাহ করা আবশ্যিক হইবে না এবং প্রত্যর্পণ আবেদনকারী “প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক” হিসেবে তালিকাভুক্ত হইলে বিধি ২৯ এর উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং উক্তরূপে তালিকাভুক্ত না হইলে বিলুপ্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে বিধি ২৯ এর উপ-বিধি (৩)-এ বর্ণিত পরীক্ষা সমাপণপূর্বক প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ পরিদপ্তর কর্তৃক রপ্তানিকারকের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) কোন রপ্তানিকারক কোন রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে চালান ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চাইলে তাহাকে ফরম “মুসক-২৪” এ প্রত্যর্পণের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং এই আবেদনপত্রের সহিত উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণের আবেদনপত্রও সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) বিলুপ্ত উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক প্রাথমিক পরীক্ষায় আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণকৃত হইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে আবেদনপত্র পরিদপ্তরে পৌছাইবার একুশ দিনের মধ্যে জরিপ কার্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) আবেদনপত্র পরীক্ষার সুবিধার্থে মহাপরিচালক তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় দলিলাদি তলব করিতে পারিবেন এবং রপ্তানিকারক উক্তরূপ তলবের পনের দিন অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে তলবকৃত দলিলাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র প্রত্যাহান করিতে পারিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৮)-এ বর্ণিত দলিলাদি প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে মহাপরিচালক অথবা মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে জরিপ কার্য সম্পন্ন করিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৭) ও (৯)-এ বর্ণিত জরিপ কার্য সম্পন্ন হওয়ার সাত দিনের মধ্যে পরিদপ্তর প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করিয়া প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ চেকের মাধ্যমে রপ্তানিকারকের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিবেন।

(১১) সমহারভিত্তিক কর প্রত্যর্পণ নির্ধারণ অথবা পুনর্নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে (যদি প্রযোজ্য হয়) নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান জরিপ করিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান জরিপ কার্যে পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

(১২) যে ব্যক্তি স্বয়ং রপ্তানিযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে নিয়োজিত নহেন এবং কোন প্রকৃত প্রস্তুতকারক বা উৎপাদকের নিকট হইতে কোন পণ্য ক্রয়পূর্বক রপ্তানি করেন তাহার রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ নির্ধারণের জন্য তাহাকে উপ-বিধি (২) বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত তথ্যসমূহ রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রকৃত প্রস্তুতকারক বা উৎপাদকের নিকট হইতে নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়কে সরবরাহ করিতে হইবে এবং তাহাকে প্রত্যর্পণ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনে পরিদপ্তরের জরিপ কর্মকর্তাগণকে প্রকৃত পণ্য প্রস্তুতকারক বা উৎপাদকের নিকট হইতে সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩০। আবেদনপত্র দাখিলপূর্বক প্রত্যর্পণ গ্রহণ।— (১) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রপ্তানিকারী, অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা রপ্তানিকারী, টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি মোটকথা যার প্রত্যর্পণ পাওনা হয় তিনি রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ডেডোতে "মূসক-২২" ফরমে প্রত্যর্পণের আবেদন করবেন। আবেদনের সাথে রপ্তানির প্রমাণস্বরূপ দলিলাদি দাখিল করতে হবে।

(২) যদি উক্ত পণ্যের সমহার নির্ধারণ করা থাকে, তাহলে সমহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ দেয়া যাবে। যদি সমহার নির্ধারণ করা না থাকে, তাহলে সমহারভিত্তিক প্রত্যর্পণ নিতে চাইলে সমহার নির্ধারণ করাতে হবে। বর্তমানে ডেডোর মহাপরিচালক সমহার নির্ধারণ করতে পারেন। ইতোপূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সমহার নির্ধারণ করতো। রপ্তানিকারকদের সুবিধার জন্য ২০১১ সালের বাজেট কার্যক্রমের সময় বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে সমহার নির্ধারণের ক্ষমতা ডেডোর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। প্রথম সমহার নির্ধারণ করাতে হলে প্রথম রপ্তানির পর, রপ্তানি বন্দরের শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রমাণিকৃত পণ্যের নমুনা সহ প্রয়োজনীয় তথ্য "মূসক-২৩" ফরমে ডেডো অফিসে দাখিল করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সমহার এবং প্রকৃত হার বিষয়ে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য দুটি হার রয়েছে। যথা:- (১) প্রকৃত হার (actual rate); এবং (২) সমহার (flat rate)। প্রকৃত হার হলো কোন পণ্য রপ্তানি হলে উক্ত পণ্যের মধ্যে প্রকৃতঅর্থে কত টাকা শুল্ক-করাদি জড়িত আছে তা হিসাব করে প্রত্যর্পণ দেয়া। এই হিসাব করা বেশ জটিল ও সময় সাপেক্ষ। তাই, প্রকৃত হিসাবের জটিলতা এড়িয়ে রপ্তানিকারকদের দ্রুত প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য সমহার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। সমহার হলো একধরনের গড় হিসাব। পূর্ববর্তী বছরের কোন পণ্য রপ্তানির হিসাব করে দেখা হয় যে, উক্ত পণ্যের মধ্যে প্রকৃত হারে কত টাকা শুল্ক-করাদি জড়িত ছিল। এভাবে একই পণ্যের একাধিক চালানে প্রত্যর্পণের পরিমাণ হিসাব করে তা গড় করা হয়। এই গড় হিসাবে আদেশ জারী করা হয় যে, এখন থেকে উক্ত পণ্য রপ্তানি করলে এত টাকা প্রত্যর্পণ পাবে। এভাবে গড়ে প্রত্যর্পণ দেয়ার পদ্ধতিকে সমহার বলে। কোন পণ্যের সমহার নির্ধারণ করা থাকলে এবং উক্ত পণ্য রপ্তানি করলে, প্রত্যর্পণ প্রদানের সময় আর প্রকৃত প্রত্যর্পণের পরিমাণ হিসাব করার প্রয়োজন হয় না। রপ্তানিকারককে দ্রুত সমহারে প্রত্যর্পণ দিয়ে দেয়া হয়।

(৩) বিলুপ্ত।

(৪) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এবং অন্যান্য রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণ প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে কোন তারতম্য দেখা গেলে পরবর্তী আবেদনের বিপরীতে সমন্বয় করা যাবে।

(৫) আবেদনপত্র পাওয়ার পর পরীক্ষা করে, সহগের ভিত্তিতে (input-output coefficient) প্রত্যর্পণের পরিমাণ নির্ধারণ করে আবেদনকারীর ব্যাংকে চেক পাঠিয়ে দেয়া হবে। আবেদনকারীকে চিঠি দিয়ে অবহিত করা হবে।

(৬) চালান ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে চাইলে "মূসক-২৪" ফরমে ডেডোতে আবেদন করতে হবে। উলেখ্য, অধিকাংশ প্রত্যর্পণ চালানভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

(৭) আবেদন পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে ডেডো জরিপ করবে। জরিপ করে সহগ (input-output coefficient) নির্ধারণ করবে। উক্ত আইটেমের সহগ পূর্বে নির্ধারণ করা থাকলে আর জরিপ করতে হবে না।

(৮) মহাপরিচালক কোনো দলিলপত্র চাইলে তা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। অন্যথায়, মহাপরিচালক প্রত্যর্পণের আবেদন বাতিল করে দিতে পারেন। তিনি দলিলাদি দাখিলের জন্য সময় বাড়াতে পারেন।

(৯) পূর্বের উপ-বিধি মোতাবেক কাঙ্ক্ষিত দলিলাদি পাওয়ার পর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জরিপ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(১০) জরিপ সম্পন্ন হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণের চেক ব্যাংকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

(১১) সমহার নির্ধারণের জন্য বা পুনঃনির্ধারণের জন্য জরিপ করা যাবে। জরিপ কাজে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

(১২) বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক প্রত্যর্পণ নিতে চাইলে তিনি নিজ দায়িত্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদি উৎপাদকের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ডেডোতে দাখিল করবেন। জরিপ কাজের প্রয়োজন হলে তিনি জরিপ কাজে উৎপাদনস্থলে যাবতীয় সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবেন।

৩১। বিলুপ্ত

৩১। বিলুপ্ত।

৩১ক। স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।— (১) আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ, সুষমকরণ, সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন বা বাংলাদেশের কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের অভিপ্রায়ে উপর্যুক্ত কার্যাবলির সহযোগিতার লক্ষ্যে অনুদান বা ঋণ হিসেবে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারীর নিকট হইতে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হইলে নিম্নবর্ণিত শর্তে উহা আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২)(ক) এর অধীন রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

(ক) বাংলাদেশ সরকার বা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত অনুদান বা ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে দাতা সংস্থার আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক থাকিতে হইবে;

- (খ) স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রে উক্ত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে; এবং
- (গ) দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত পণ্য সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের সত্যায়িত কপি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সরবরাহ আদেশ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয় আদেশের কপিসহ স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) যে নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৩৫ অনুযায়ী দাখিলপত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে তিনি তৎকর্তৃক স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে কর প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাঁহার ক্ষেত্রে বিধি ২৯ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যে নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নহে তিনি তৎকর্তৃক স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে কর প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাঁহার ক্ষেত্রে বিধি ৩০ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে যথাক্রমে দাখিলপত্র ও আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট দরপত্রের অনুলিপি, দরপত্র গ্রহণের প্রমাণপত্র, কার্যসম্পাদনের নির্দেশনামা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

ব্যখ্যা।— এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র” বলিতে বাংলাদেশে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা বা বাংলাদেশের বাহিরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকায় আহ্বানকৃত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (Tender Notice) কে বুঝাইবে।

৩১ক। স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।— (১) এই বিধিতে বর্ণিত বিষয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানি। তবে, এখানে রপ্তানি হতে হলে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় দরপত্রের বিপরীতে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করতে হয়। বাংলাদেশে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তার অনেক প্রকল্প বৈদেশিক অনুদান (Grant Assistance) বা ঋণের (Loan) অর্থ দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। এ ধরনের প্রকল্পে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কেউ যদি পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এবং যদি বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পায় তাহলে এই সরবরাহ রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে। এখানে মূসক পরিশোধ করতে হবে না। এবং উপকরণের ওপর পরিশোধিত গুণক-করাদি প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। তবে নিম্নের শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে:

(ক) সরকারের সাথে দাতা সংস্থার আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক থাকতে হবে।

(খ) স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রে চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক উল্লেখ করতে হবে।

(গ) দরপত্র গ্রহীতা চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের সত্যায়িত কপি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সরবরাহ আদেশ বা ক্রয় আদেশের কপি মূসক দপ্তরে দাখিল করবে।

উদাহরণ: ধরা যাক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একটি প্রকল্প নিয়েছে। উক্ত প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান দিয়ে অর্থায়ন করা হবে। উক্ত প্রকল্পে বৈদ্যুতিক তার সরবরাহ নেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এমন একটি প্রকল্পে বৈদ্যুতিক তার সরবরাহ করার জন্যে বাংলাদেশের কোনো কেবল ফ্যাক্টরী কার্যাদেশ পেয়েছে। উপরে বর্ণিত শর্তসমূহ পালন করলে এই সরবরাহ রপ্তানি হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত কেবল ফ্যাক্টরী পণ্য সরবরাহ করার সময় শূন্য হারে “মূসক-১১” চালানপত্র ইস্যু

করবে। তাহলে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক প্রদান করতে হলো না। প্রতিষ্ঠানটি উপকরণের ওপর প্রদত্ত শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণ পাবে।

(২) উপকরণের ওপর প্রদত্ত শুল্ক-করাদি দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ নেয়া যাবে। তবে, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ নেয়ার বিধান থাকলে বর্তমানে বাস্তবে তা কার্যকর নেই। এখানে সরবরাহকারী যদি স্থানীয়ভাবেও পণ্য বিক্রি করে থাকে এবং সেক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করার আবশ্যিকতা থেকে থাকে অর্থাৎ সরবরাহকারীর যদি চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) থেকে থাকে, তাহলে তিনি চলতি হিসাব রেজিস্টারের "রেয়াত" কলামে লিপিবদ্ধ করে উক্ত প্রত্যর্পণ রেয়াত হিসেবে নিয়ে নেবেন। আর তার যদি স্থানীয় ভ্যাট প্রদান করার আবশ্যিকতা না থাকে এবং চলতি হিসাব পুস্তক না থাকে, তাহলে তিনি ডেডোতে আবেদন করে প্রত্যর্পণ নেবেন। তবে, সাধারণত: এরূপ রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের চলতি হিসাব রেজিস্টার থাকে। তাই, রপ্তানিকারক চলতি হিসাব রেজিস্টারের মাধ্যমে রেয়াত নিয়ে নেন।

(৩) চলতি হিসাবে মাধ্যমে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করা সম্ভব না হলে, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে আবেদন করে প্রত্যর্পণ নিতে হবে।

(৪) দাখিলপত্র বা আবেদনপত্রের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ নিতে হলে দরপত্রের অনুলিপি, দরপত্র গ্রহণের প্রমাণপত্র, কার্য সম্পাদনের নির্দেশনামা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

৩১খ। বিলুপ্ত

৩১খ। বিলুপ্ত।

৩২। অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।— (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন প্রকৃত রপ্তানিকারককে কোন পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান (যদি প্রযোজ্য হয়) করিলে উক্ত পণ্য বা সেবাকে আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৩৫ অনুযায়ী দাখিলপত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হইলে তৎকর্তৃক অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু -ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন রপ্তানিকারককে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে কর প্রত্যর্পণ বিধি ২৯ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী অনুযায়ী গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) যে নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নহে তিনি তৎকর্তৃক অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে কর প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহার ক্ষেত্রে বিধি ৩০ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে যথাক্রমে দাখিলপত্র ও আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র, রপ্তানি ঋণপত্রের অনুলিপি ও বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) এই বিধিতে বর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্তিকল্পে উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানিকারকের শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত বন্ডেড ওয়্যার হাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস থাকিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহকৃত পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা:

ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ, প্রাচল্ল রপ্তানীকারকের নাম ও ঠিকানা, পণ্যের বিবরণী এবং পরিমাণ ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানীকারকের প্রকৃত রপ্তানীকারকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যকোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং বিধি ২৯ এর অধীন প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত উক্ত ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এর অনুলিপিও সংযুক্ত করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে প্রত্যর্পণ প্রদানের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ উল্লেখিত তথ্যাদির যথার্থতা এবং সরবরাহকৃত পণ্যের উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানীকারকের পাসবই ও ওয়্যারহাউস রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে তথ্যাদি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরিদপ্তর কর্তৃপক্ষ উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানীকারকের বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিবেন।

(৬) উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানীকারক সংগৃহীত পণ্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্যের সংরক্ষণ, রপ্তানি বা অন্য কোন প্রকারে নিষ্পত্তির বিবরণী সংশ্লিষ্ট পাশ বহি, রেজিস্টার বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বন্ড কর্মকর্তা দ্বারা উহা প্রমাণীকৃত করাইবেন।

(৭) ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্য বা তদ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্য রপ্তানি করিতে ব্যর্থ হইলে রপ্তানীকারক উক্ত সংগৃহীত পণ্য বাবদ প্রত্যর্পিত কর রপ্তানি ঋণপত্রের তামাদি তারিখ অথবা Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 98 অনুযায়ী উক্ত পণ্য বন্ডেড ওয়্যার হাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস এ সংগৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ, যাহাই পূর্বে হউক, এর মধ্যে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

৩২। অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।— (১) আমরা বিধি আলোচনা শুরু করার সময় কতকগুলো বিষয় আলোচনা করেছিলাম রপ্তানি সংক্রান্ত। এই বিধিতে তেমনি একটি বিষয় বর্ণিত আছে। তা হলো প্রাচল্ল রপ্তানি। কোনো প্রকৃত রপ্তানীকারক যিনি সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করেন তিনি অনেক সময় রপ্তানি পণ্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় করেন। এবং তিনি বৈদেশিক মুদ্রায় উক্ত উপকরণের মূল্য পরিশোধ করেন। এভাবে যিনি বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য গ্রহণ করে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করবেন, তার জন্য এই সরবরাহ প্রাচল্ল রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। সরবরাহের ওপর মূসক পরিশোধ করতে হবে না। এবং তিনি উপকরণ কর রেয়াত/প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন। এরূপ উদাহরণ বিধির প্রারম্ভে আলোচিত হয়েছে।

(২) উক্ত সরবরাহকারী যদি চলতি হিসাব সংরক্ষণ করে থাকেন তাহলে চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) যে রপ্তানীকারক চলতি হিসাব সংরক্ষণ করেন না তিনি চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তিনি শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে (ডেডো) আবেদন করে প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

(৪) এরূপভাবে রেয়াত/প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, রপ্তানি ঋণপত্রের অনুলিপি (Mother L/C), ইউপি/ইউডি এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র (PRC) সংযুক্ত করতে হবে।

(৫) এভাবে যে প্রকৃত রপ্তানীকারকের কাছে উপকরণ রপ্তানি করা হবে সে প্রকৃত রপ্তানীকারকের বন্ড লাইসেন্স থাকতে হবে। এবং তার ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) বা ইউটিলাইজেশন



ডিক্লারেশন (ইউডি)-তে উক্ত উপকরণ উলেখ থাকতে হবে। রপ্তানিকারকের পাশবই এবং ওয়্যারহাউস রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় এন্ট্রি থাকতে হবে।

(৬) প্রকৃত রপ্তানিকারক উক্ত উপকরণ দ্বারা তৈরীকৃত পণ্য রপ্তানি করবেন এবং সকল দলিলাদিতে উলেখ করবেন ও সংরক্ষণ করবেন। বন্ড কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় দলিলাদি সত্যায়ন করে দেবেন।

(৭) ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত উপকরণ দিয়ে পণ্য প্রস্তুত করে রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে গৃহীত রেয়াত/প্রতর্পণ সরকারকে ফেরৎ দিতে হবে।

৩২ক। পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শূন্য করহার ও প্রত্যর্পণের সুবিধা।— পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান, অতঃপর উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিয়া উলিখিত, কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবা নিম্নরূপ শর্তাধীনে আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য করা যাইবে, যথাঃ

- (ক) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০০% রপ্তানিমুখী বন্ডেড ওয়্যার হাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করিতে হইবে;
- (খ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার অনুকূলে ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন থাকিতে হইবে এবং উহাতে অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ঋণ পত্রের নম্বর ও তারিখ, উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পণ্য বা সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন নম্বর, নাম ও ঠিকানাসহ উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে ইস্যুকৃত অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের নম্বর ও তারিখ উলেখ থাকিতে হইবে;
- (গ) উক্ত ঋণপত্রসমূহ যে ব্যাংকের সেই ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ঋণপত্রের অনুলিপিসহ ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন সমূহ উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিতে হইবে;
- (ঘ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রদত্ত করের প্রত্যর্পণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সহিত দফা (খ) ও (গ) তে উলিখিত দলিলাদিসহ বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র, নিবন্ধনপত্রের ছায়ালিপি, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে ফরম মূসক-১১ এ প্রদত্ত চালানপত্র, সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির স্বপক্ষে বিল অব এন্ট্রির মূল কপি বা উপকরণের সরবরাহকারী কর্তৃক ফরম "মূসক-১১"-এ প্রদত্ত চালানপত্র ও উপস্থাপিত দলিল পত্রাদির সত্যতা বিষয়ে পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকার নামা দাখিল করিতে হইবে;
- (ঙ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলযোগ্য মাসিক দাখিলপত্র ফরম মূসক-১৯ এ এই বিধির আওতায় প্রাপ্ত সুবিধাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি উলেখ করিতে হইবে এবং প্রতি জানুয়ারী ও জুলাই মাসে এতদসংক্রান্ত ষান্মাসিক বিবরণী স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

৩২ক। পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শূন্য কর হার ও প্রত্যর্পণের সুবিধা।— পশ্চাদ সংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Backward Linkage Industry) কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য নিম্নের শর্তাবলী পরিপালন করলে তা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে। শর্ত আলোচনা করার পূর্বে পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান কি তা আলোচনা করা দরকার। এখানে তিনটি বিষয় একসাথে জানা দরকার: (১) প্রকৃত রপ্তানিকারক

(Direct Exporter); (২) প্রচলিত রপ্তানিকারক (Deemed Exporter); ও (৩) পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Backward Linkage Industry)। এ বিষয়গুলো ইতোপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রকৃত রপ্তানিকারক: প্রকৃত রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করেন। যেমন: ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: সরাসরি নেদারল্যান্ডে জিন্সের প্যান্ট রপ্তানি করে।

প্রচলিত রপ্তানিকারক: প্রচলিত রপ্তানিকারক হলেন তিনি, যিনি প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেন। যেমন: আশা ফেব্রিক্স লি: ভারটেক্স গার্মেন্টস লি: এর নিকট ফেব্রিক্স সরবরাহ করে।

পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান: পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান হলো ঐ সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রচলিত রপ্তানিকারকের কাছে পণ্য সরবরাহ করে। তারা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহ প্রদান করে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পায়। যেমন: এস, আর, ট্রেডিং লি: আশা ফেব্রিক্স লি: এর কাছে সুতা সরবরাহ করে। উলেখ্য, আমাদের দেশের প্রচুর সংখ্যক পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি বিধায় আমরা বিদেশ থেকে প্রচুর উপকরণ আমদানি করি। আমদানি করে উক্ত উপকরণ প্রক্রিয়াকরণ করে রপ্তানি করার পর রপ্তানি মূল্য পাওয়া গেলে আমরা তা থেকে উপকরণ মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করি। ফলে, দেখা যায় যে, আমরা রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি তার সিংহভাগ আবার উপকরণের মূল্য পরিশোধ করার জন্য বিদেশে চলে যায়। তাই, সরকার দেশে পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করে।

পশ্চাদসংযোগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ রপ্তানি বলে বিবেচিত হতে হলে নিম্নের শর্তসমূহ পালন করতে হবে:

(ক) ১০০% রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের নিকট রপ্তানি করতে হবে, যাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স রয়েছে।

(খ) সরবরাহকৃত পণ্যের বিপরীতে ইউপি/ইউডি থাকতে হবে। ইউপি/ইউডিতে ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ; মূসক নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ ইত্যাদি উলেখ থাকতে হবে।

(গ) ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ঋণপত্র, ইউপি/ইউডি থাকতে হবে।

(ঘ) প্রত্যর্পণের আবেদনের সাথে উপরে বর্ণিত দলিলাদিসহ বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র (পিআরসি), নিবন্ধনপত্রের ছায়ািলপি, মূসক চালানপত্র, উপকরণ আমদানির স্বপক্ষে বিল-অব-এন্টির মূল কপি বা মূসক চালান, এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প অর্গিকারনামা দাখিল করতে হবে।

(ঙ) দাখিলপত্রে ইহা উলেখ করতে হবে এবং ছয় মাস অন্তর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩৩। ডাকযোগে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ।— ডাকযোগে পণ্য রপ্তানিকারী কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে কর প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে ফরম “মূসক-২৫” এ প্রদত্ত তথ্যের ঘোষণাপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি বৈদেশিক ডাকঘরে নিয়োজিত গুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণীকরণপূর্বক দাখিলপত্র বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যর্পণ আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩৩। ডাকযোগে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ।— ডাকযোগে রপ্তানি করলেও একইভাবে রেয়াত/প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে “মূসক-২৫” ফরম দাখিল করতে হবে। ফরম “মূসক-২৫” এর দ্বিতীয় অনুলিপি বৈদেশিক ডাকঘরে নিয়োজিত কাস্টমস অফিসার সত্যায়ন করে দেবেন। প্রত্যর্পণ আবেদনের সাথে উক্ত সত্যায়িত “মূসক-২৫” দাখিল করতে হবে।

৩৪। বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ।— কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিদেশগামী যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীকে রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি উক্তরূপে সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীতে ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে কর প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট যানবাহন কর্তৃপক্ষের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির অনুলিপি, ক্রয় আদেশ ও বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ ও উড়োজাহাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিদেশগামী যানবাহনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পেশকৃত দাখিলপত্র বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যর্পণের আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩৪। বিদেশগামী কোনো যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ।— বিদেশগামী যানবাহনে খাদ্য বা অন্য কোনো সামগ্রী সরবরাহ দিলে তা রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয়। জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি ছেড়ে যাওয়ার সময় খাদ্যসামগ্রী, জাহাজের জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি প্রয়োজনে জাহাজে সরবরাহ দেয়া হয়। এসকল জিনিষ আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে ভোগ করা হয়। তাই, এগুলো রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয়। রপ্তানি হলে সরবরাহের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না। এবং উক্ত পণ্যের উপকরণের মধ্যে যদি কোন শুদ্ধ-কর থাকে তা প্রত্যর্পণ পাওয়ার যোগ্য হয়। এক্ষেত্রে যানবাহন কর্তৃপক্ষের সাথে স্বাক্ষরিত উক্তরূপ সরবরাহের চুক্তির অনুলিপি বা ক্রয়াদেশ দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ ছাড়া অন্যান্য দেশের পতাকাবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির স্বপক্ষে পিআরসি দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে পিআরসি দাখিল করতে হবে না। প্রত্যর্পণ আবেদনের সাথে এসকল দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবে।

৩৪ক। ফেরৎ (Refund) প্রদান।— (১) আইনের ধারা ৬৭ অনুযায়ী অসাবধানতাবশতঃ, ভুলবশতঃ বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে বা অন্য কোন কারণে পরিশোধিত বা অধিক পরিশোধিত বলিয়া দাবীকৃত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ বা টার্নওভার করের ফেরৎ দাবীর ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে উক্ত কর পরিশোধের ছয় মাসের মধ্যে ফরম টিআর-৩১ এ তিন প্রস্থে একটি ফেরৎ দাবী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বা শুদ্ধ ভবনের কমিশনার বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো দাবী দাখিলের সময় তাৎক্ষণিকভাবে ফরম টিআর-৩১ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উক্ত ফরমের পরিবর্তে সাদা কাগজে আবেদনপত্র দাখিল করা যাইবে এবং উক্তরূপে আবেদনপত্র দাখিলের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক উক্ত ফরম যথাযথভাবে পূরণ ও দাখিলপূর্বক উহা নিয়মিতকরণ করিতে হইবে।

(২) বিভাগীয় কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত ফেরত দাবির যথার্থতা সম্পর্কে এবং দাবীকৃত অর্থ প্রকৃতপক্ষে ট্রেজারিতে জমা হইয়াছে কিনা উহা যাচাই পূর্বক উহার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া ফেরত দাবিটি অনুমোদন করিবেন, ফেরত অনুমোদনকারী কর্মকর্তা অতঃপর উক্ত ফেরত বিল প্রাক-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন, প্রাক-নিরীক্ষায় বিলটি যথাযথ বিবেচিত হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক বিলের এক

প্রস্থ অফিস রেকর্ডের জন্য সংরক্ষণ করিয়া এক প্রস্থ যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব বিবরণীতে ফেরত দাবিকৃত রাজস্ব প্রদর্শিত হইয়াছে সেই স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং এক প্রস্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন, রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁর দপ্তরের রাজস্ব বিবরণীতে ঋণাত্মক সমন্বয় করিয়া ফেরত বিলটি উক্ত রাজস্ব কর্মকর্তার এলাকা সংশ্লিষ্ট জেলার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বা প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ফেরত দাবির আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

(২ক) আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর ফেরত দাবির ক্ষেত্রে Customs Act, 1969 এর section 33 এবং তদধীন প্রণীত বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) অনুমোদিত ফেরৎ বিলের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনুমোদনকারী কর্মকর্তার অধীন সংশ্লিষ্ট শাখা এতদবিষয়ে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

(৪) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় পর্যায়ে যে ক্ষেত্রে ফেরত দাবিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক চলতি হিসাবে অথবা দাখিলপত্রে সমন্বয়ের বিধান ও সুযোগ রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ ফেরত দাবী অনুমোদনযোগ্য হইবে না।

(৫) এই বিধির অধীন ফেরৎ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্রেজারী রুল্‌স্‌ এর সংশ্লিষ্ট বিধি প্রযোজ্য হইবে।

৩৪ক। ফেরত (Refund) প্রদান।— ফেরৎ (রিফান্ড) বলতে কি বুঝায় তা ইতোপূর্বে আমরা ধারা ৬৭-তে আলোচনা করেছি। কোনো কারণে ভুলবশত: যদি সরকারী খাতে বেশি অর্থ জমা হয়ে যায়, তাহলে উক্ত বেশি জমাকৃত অর্থ ফেরৎ নেয়াকে রিফান্ড বলে। প্রথমত: চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রে সমন্বয় করে নেয়ার সুযোগ থাকলে তা করতে হবে। (উপ-বিধি ৪ দেখুন) দাখিলপত্র দাখিলের সময় দাখিলপত্রের ক্রমিক নম্বর ১২-তে লিপিবদ্ধ করে পজিটিভ সমন্বয় করা যায়। তা যদি না করা হয়, তাহলে জমা হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে হয়। যদি জমা হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রিফান্ডের আবেদন না করা হয়, তাহলে রিফান্ড তামাদি হয়ে যাবে।

(১) রিফান্ড নিতে হলে জমা হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে বা শুল্ক ভবনের কমিশনারের কাছে "টিআর-৩১" ফরমে আবেদন করতে হয়।

শর্ত: তবে "টিআর-৩১" ফরম তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে আবেদন করা যাবে। এবং ১৫ দিনের মধ্যে "টিআর-৩১" ফরমে আবেদন দাখিল করে আবেদন নিয়মিত করতে হবে।

(২) বিভাগীয় কর্মকর্তা বা শুল্ক ভবনের কমিশনার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফেরৎ আবেদনটি অনুমোদন করবেন। উক্ত অর্থ প্রকৃতপক্ষে জমা হয়েছে কি-না তা তিনি যাচাই করে নেবেন। অত:পর বিলটি প্রাক-নিরীক্ষার জন্যে কমিশনারের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। কমিশনারের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা যাচাই করে প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক এক কপি সংশ্লিষ্ট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা বরাবরে এবং এক কপি বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন এবং এক কপি নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন। সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা তার রাজস্ব বিবরণীতে নেগেটিভ সমন্বয় করার পর জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রিফান্ডের চেক ইস্যু করবেন।

শর্ত: রিফান্ড আবেদন প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করতে হবে।

(২ক) আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট রিফান্ড নেয়ার ক্ষেত্রে কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৩৩ এর বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, উক্ত ধারার বিধান এরকমই। তবে, কাস্টমস আইনে ১ (এক) হাজার টাকার কম রিফান্ড আবেদন বিবেচনা করা হয় না।

(৩) একটি রেজিস্টারে রিফান্ড অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

(৪) আবেদনকারী যদি স্থানীয়ভাবে ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে এবং তার যদি চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮) থাকে, তাহলে তিনি ফেরতের আবেদন করবেন না। তিনি চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রে উহা সমন্বয় করে নেবেন। চলতি হিসাবের ৭ নম্বর "রেয়াত" কলামে লিখে সমন্বয় করবেন এবং দাখিলপত্রের ১২ নম্বর ক্রমিকে লিখে সমন্বয় করবেন। (দুটি এন্ট্রি প্রয়োজন কি-না দেখতে হবে) তবে, কত দিনের মধ্যে এরূপ সমন্বয় করা যাবে তা বিধি-বিধানে উল্লেখ নেই। তাই, যেহেতু জমা হওয়ার ৬ মাসের আবেদন করা যায়, সেহেতু জমা হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রে সমন্বয় করা যাবে মর্মে ধরে নেয়া যায়। আর একটি মতামত হতে পারে যে, যেহেতু রেয়াত নেয়ার সময়সীমা পরবর্তী দুই কর মেয়াদ, সেহেতু রিফান্ডের অর্থ দুই কর মেয়াদের মধ্যে চলতি হিসাবে সমন্বয় করে নিতে হবে। অন্যথায়, ৬ মাসের মধ্যে রিফান্ডের আবেদন করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশ ট্রেজারি রুলস অনুসারে এসকল বিষয় নিষ্পত্তি হবে।

৩৪খ। সরকারের নিকট পাওনা সমন্বয়।— (১) চলতি হিসাব সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা নাই এমন কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কর মেয়াদের দাখিলপত্রে সকল পাওনা সমন্বয়ের পরও তাহার নীট প্রদেয় কর ঋণাত্মক হইলে, তিনি অবশিষ্ট পাওনা পরবর্তী কর মেয়াদের প্রদেয় করার সাথে সমন্বয়ের সুযোগ পাইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান মতে পরবর্তী কর মেয়াদে প্রদেয় করার সাথে পূর্বে প্রদেয় কর সমন্বয় করার পরও যদি প্রদেয় কর ঋণাত্মক হয় তাহা হইলে তৎপরবর্তী কর মেয়াদসমূহে তাহা সমন্বয় করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান মতে পর পর ১২ (বার)টি কর মেয়াদে ঋণাত্মক কর সমন্বয় করিবার পরও প্রদেয় কর ঋণাত্মক হইলে করদাতা সঞ্চিত ঋণাত্মক কর নিম্নরূপভাবে সমন্বয় বা ফেরত গ্রহণ করিতে পারিবেন; যথা:-

(ক) অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) এর কম হইলে তাহা ফেরত এর পরিবর্তে পরবর্তী কর মেয়াদে সমন্বিত হইতে থাকিবে;

(খ) সঞ্চিত ঋণাত্মক কর ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তদূর্ধ্ব হইলে করদাতা নির্ধারিত ফরমে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ফেরত দাবি করিতে পারিবেন।

(৪) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় আবেদনকারীর নিকট সরকারের কোনো পাওনা নাই মর্মে নিশ্চিত হইয়া বিভাগীয় কর্মকর্তা ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য কমিশনার বরাবরে সুপারিশ করিতে পারিবেন অথবা তাহার বিবেচনায় ফেরত প্রদান সম্ভব না হইলে তাহাও কমিশনারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) কমিশনার সঞ্চিত ঋণাত্মক কর পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিবেন বা ফেরত প্রদান সম্ভব না হইলে তাহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৩৪খ। সরকারের নিকট পাওনা সমন্বয়।— (১) নীট প্রদেয় ঋণাত্মক হলে অর্থাৎ প্রদেয় অপেক্ষা সরকারের নিকট পাওনা বেশি হলে দাখিলপত্রে জের টেনে যেতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি সচরাচর হয় না।

(২) এভাবে পরবর্তী করমেয়াদে জের টেনে যেতে হবে।

(৩) ১২ (বারো) মাস এভাবে জের টানার পরেও যদি সরকারের নিকট পাওনা থাকে; আর এই পরিমাণ যদি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বেশি হয়, তাহলে রিফান্ডের আবেদন করা যাবে।

(৪) বিভাগীয় কর্মকর্তা রিফান্ডের আবেদন পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশনার বরাবরে সুপারিশ করবেন।

(৫) কমিশনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রিফান্ড প্রদান করবেন অথবা রিফান্ড প্রদান করা সম্ভব না হলে তা তিনি আবেদনকারীকে জানিয়ে দেবেন।

৩৫। বাজেয়াপ্তিকরণ ও অর্থদণ্ড আরোপ।— কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি এই বিধিমালার যে কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের অন্যান্য অর্ধেক পরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত লঙ্ঘন সম্পর্কিত পণ্য বা সেবা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো রাজস্ব ফাঁকি হয় নাই সেক্ষেত্রে অন্যান্য ৫(পাঁচ) হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৩৫। বাজেয়াপ্তিকরণ ও অর্থদণ্ড আরোপ।— এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে উক্ত লঙ্ঘন সংক্রান্ত পণ্য বা সেবা বাজেয়াপ্ত হবে। এবং উক্ত পণ্য বা সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) এর কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

৩৬। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য সরকারের উপর বর্তাইবে।— আইন এই বিধিমালার অধীনে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য অবিলম্বে সরকারের উপর বর্তাইবে এবং উক্তরূপ বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য গ্রহণ করিবেন এবং দখলে লইবেন।

৩৬। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য সরকারের ওপর বর্তাইবে।— বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের মালিক হবে সরকার। তবে, আইনের ধারা ৪১ এ উল্লেখ আছে যে, বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য বিমোচন জরিমানা আরোপ করে পণ্যের মালিকের অনুকূলে খালাস দেয়া যাবে। বিমোচন জরিমানা আরোপ করার জন্য কোন নির্ধারিত হার নেই। বিচারকারী কর্মকর্তা তার বিচেনায় যে পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করবেন সে পরিমাণ বিমোচন জরিমানা আরোপ করবেন। সাধারণত: বিমোচন জরিমানা কম আরোপ করা হয়, যেন শুল্ক-কর, অর্থদণ্ড, বিমোচন জরিমান ইত্যাদি পরিশোধ করে পণ্য খালাস নেয়া পণ্য মালিকের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর না হয়।

৩৭। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— যে পণ্য বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং যে পণ্যের ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা প্রদানের সুযোগ উক্তরূপ বাজেয়াপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে গ্রহণ করা হয় নাই, সেই পণ্য প্রকাশ্য নিলাম বা দরপত্র গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয় বা বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন পন্থায় কমিশনার ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবেন।

৩৭। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে যদি জরিমানা আরোপ করে ছাড় নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহা ছাড় নিতে হবে। ছাড় না নিলে তা নিলাম করে বিক্রি করা হবে। তাছাড়া, বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যও নিলামে বিক্রয় করা হবে।

৩৮। আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি বা ব্যাখ্যা বা পরিপত্র জারির ক্ষমতা।— এই বিধিমালা হইতে উদ্ভূত যে কোন বিষয়ে বোর্ড বা কমিশনার বা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক সময় সময় স্ব স্ব এখতিয়ারভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি বা ব্যাখ্যা বা পরিপত্র জারি করিতে পারিবেন।

৩৮। আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি বা ব্যাখ্যা বা পরিপত্র জারির ক্ষমতা।— কোনো বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশেষণের প্রয়োজন হলে বোর্ড বা কমিশনার বা মহাপরিচালক নিজ নিজ এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যা বা পরিপত্র জারি করতে পারবে। কিছু বিষয় আছে যেগুলো কোনো এলাকার জন্যই শুধু প্রয়োজন হয়। যেমন: রাজশাহী অঞ্চলে রেশম, সিলেট অঞ্চলে চা, রাবার ইত্যাদি। এসকল বিষয়ে যদি ভ্যাট সংক্রান্ত কোন ব্যাখ্যা-বিশেষণ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কমিশনার উক্তরূপ ব্যাখ্যা-বিশেষণ প্রদান করে আদেশ ইত্যাদি জারী করতে পারবেন।

৩৯। পণ্য অপসারণের সময়সীমা।— (১) করযোগ্য পণ্যের বিপরীতে যথাযথভাবে কর পরিশোধ ও চালানপত্র প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাহার প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা ব্যবসায়স্থল হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন। তবে পণ্যের প্রকৃতি, অপসারণ প্রক্রিয়া ও করদাতার অবয়ব (profile) বিবেচনাক্রমে, প্রয়োজন বোধে, কমিশনার, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত যে কোন পণ্য বা পণ্যশ্রেণীর অপসারণের সময়ের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন।

৩৯। পণ্য অপসারণের সময়সীমা।— ভ্যাট ব্যবস্থা হলো খোদখালাস (self-clearance system) পদ্ধতির ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় পণ্যের উৎপাদক নিজেই চালান ইস্যু করে নিজ পণ্য খালাস করে থাকেন। আবগারী কর ব্যবস্থায় এরূপ ছিল না। আবগারী কর ব্যবস্থায় আবগারী অফিসার চালানে স্বাক্ষর করে পণ্য সরবরাহ করতো। ভ্যাট ব্যবস্থায় সাধারণত: পণ্য খালাসের কোন সময়সীমা নেই। পণ্যের মালিক যে কোন সময়, রাত হোক বা দিন হোক, ছুটির দিন হোক বা কর্মদিবস হোক, ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ প্রদান করতে পারেন। তবে, এই বিধি অনুসারে কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পণ্য অপসারণের সময়সীমা এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবেন। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার এরূপ আদেশ দিতে পারেন। কমিশনার যদি মনে করেন যে, কোন প্রতিষ্ঠান কৌশল অবলম্বন করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে পণ্য অপসারণ করছে, তাহলে কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য অপসারণের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে আদেশ জারী করতে পারবেন।

৪০। অব্যবহৃত বা ব্যবহারের অনুপযোগী উপকরণের নিষ্পত্তিকরণ।— (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তৎকর্তৃক ক্রীত মূল্য সংযোজন কর প্রদত্ত কোন উপকরণ পরবর্তীতে ব্যবহারের অনুপযোগী বলিয়া মনে করিলে তিনি উহার নিষ্পত্তিকল্পে ফরম “মূসক-২৬” এ এতদসংক্রান্ত একটি আবেদনপত্র স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পেশ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী অবহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠানপূর্বক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত উপকরণ নিবন্ধিত ব্যক্তির ব্যবহারের অনুপযোগী বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে তিনি উহা সরবরাহ বা বিনষ্টকরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য তাহার মতামতসহ আবেদনপত্রটি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র বিভাগীয় কর্মকর্তা তাহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত উপকরণ বাবদ গৃহীত রেয়াত বাতিল করিয়া চলতি হিসাব ও পরবর্তী দাখিলপত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৪০। অব্যবহৃত বা ব্যবহারের অনুপযোগী উপকরণের নিষ্পত্তিকরণ।— বিধি ৪০, ৪১ এবং ৪১ক-তে একটি বিশেষ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তা হলো বর্জ্য নিষ্পত্তির বিধান। বর্জ্য নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান সাধারণত: নিবন্ধিত ব্যক্তিগণ সঠিকভাবে পরিপালন করেন না। তাই, অডিটের সময় সাধারণত: এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়। সাধারণত: নিবন্ধিত ব্যক্তিগণ বর্জ্যের ব্যবহার না থাকলে বা বিক্রয়মূল্য না থাকলে তা ফেলে দেন বা কোন গর্ত ভরাট করেন। আর স্বল্পমূল্যে বিক্রয়যোগ্য হলে তা নিজে নিজেই বিক্রি করে দেন। যা ভ্যাটের বিধি-বিধানের লংঘন। বর্জ্য কয়েক প্রকারের হতে পারে। উপকরণ কিনে আনার পর রেয়াত নেয়া হয়। এরপর উৎপাদিত স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। যদি উৎপাদন করার আগেই উপকরণ কোন কারণে বিনষ্ট হয়ে যায় বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় বা রোদে পুড়ে বা পানিতে ভিজে বা হাঁদুরে কেটে বা অন্য কোনভাবে নষ্ট হয় তাহলে তা বর্জ্য পরিণত হয়। বিধি ৪০ এ এ ধরনের বর্জ্য নিষ্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। আবার, উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের পর নিবন্ধিত অঙ্গনে এনে রেয়াত নেয়া হয়েছে। উক্ত উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত উৎপাদিত পণ্য নিবন্ধিত স্থানে মজুদ ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে উক্ত পণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সময়মত সরবরাহ কর হয়নি। বা ভেঙ্গে গেছে বা রোদে পুড়ে বা পানিতে ভিজে বা অন্য কোন ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। এভাবে বর্জ্যের উদ্ভব হয়। বিধি ৪১ এ এ ধরনের বর্জ্য নিষ্পত্তির বিধান বর্ণিত আছে। আবার, আর একভাবে বর্জ্য হতে পারে। কোন পণ্য উৎপাদন করতে হলে উক্ত পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output coefficient) ঘোষণা করতে হয়। এই ঘোষণায় কোন একটি পণ্য উৎপাদন করতে কি কি উপকরণ কতটুকু করে ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। দেখা যায় যে, একটি ৫০০ গ্রাম ওজনের পণ্য উৎপাদন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ৫৫০ গ্রাম উপকরণ প্রয়োজন হয়। ৫৫০ গ্রাম উপকরণ প্রসেস করার পর ৫০০ গ্রাম ওজনের একটি ফিনিশড পণ্য পাওয়া যায়। তাহলে বাকি ৫০ গ্রাম উপকরণ কি হয়। এই ৫০ গ্রাম উপকরণ হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রসেস লস। এই ৫০ গ্রাম উপকরণের মধ্যে কিছু উড়ে যায়, কিছু গুড়া, টুকরা, পেস্ট ইত্যাদি আকাটা অবশিষ্ট থাকে অবশিষ্ট থাকে। এভাবে বর্জ্য সৃষ্টি হয়। বিধি ৪১ক-তে এ ধরনের বর্জ্য নিষ্পত্তির বিধান বর্ণিত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি বর্জ্য কোন বিক্রয়মূল্য না থাকে এবং কোন ব্যবহার না থাকে তবে তাকে বর্জ্য (waste) বলা হয়; আর যদি বর্জ্যের ব্যবহার থাকে এবং বিক্রয়মূল্য থাকে তবে তাকে উপজাত (by-product) বলা হয়। এখানে তিনটি বিধি আলাদাভাবে আলোচিত হলো।

(১) উপকরণ আমদানি বা ক্রয় করার পর এবং রেয়াত নেয়ার পর গুদামে থাকা অবস্থায় যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা নিষ্পত্তির জন্য ফরম "মূসক-২৬" এ সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে।

(২) আবেদনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্ত করবেন। এবং উহা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহযোগ্য না-কি বিনষ্টযোগ্য সে বিষয়ে বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে মতামতসহ প্রেরণ করবেন।

(৩) বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্তরূপ সুপারিশ পাওয়ার পর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। উক্ত বর্জ্যের কোন ব্যবহার না থাকলে বা কোন বিক্রয়মূল্য না থাকলে ধ্বংস করার জন্য অনুমোদন দেবেন। ধ্বংস করতে হলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এবং পরিবেশ



আইনের বিধানাবলী পরিপালন করে ধ্বংস করতে হবে। আর হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয়যোগ্য হলে বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন। উক্ত মূল্যে বিক্রয় করা হবে।

(৪) বর্জ্য হিসেবে ধ্বংস করা হলে ইতোপূর্বে গৃহীত সম্পূর্ণ রেয়াত বাতিল করতে হবে। হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় মূল্যের ওপর যে পরিমাণ মুসক প্রদান করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ রেয়াত বাতিল করতে হবে।

৪১। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের নিষ্পত্তিকরণ।— (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি, তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত বা সরবরাহের জন্য মজুদকৃত পণ্য কোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বা অন্য কোন কারণে সরবরাহের অযোগ্য বলিয়া মনে করিলে তিনি উক্তরূপ সরবরাহের অযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তিকল্পে ফরম “মুসক-২৭” এ এতদসংক্রান্ত একটি আবেদনপত্র দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বা অন্য কোন কারণের ক্ষেত্রে বিষয়টি অবহিত হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে পেশ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা, সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠানপূর্বক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য মূল্য ও উহার ক্ষেত্রে প্রদেয় উৎপাদ করের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য বিনষ্টকরণ বা অন্য কোনরূপে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য তাহার মতামতসহ আবেদনপত্রটি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পণ্য হ্রাসকৃত মূল্যে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সরবরাহযোগ্য বিবেচিত হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার বিবেচনায় উক্তরূপ পণ্যের যথাযথ সরবরাহ মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

(৪) বিভাগীয় কর্মকর্তা তাহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পণ্য ৩০(ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সরবরাহ বা বিনষ্টকরণ বা অন্য কোনরূপে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৫) বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট হইতে যথাযথ নির্দেশ প্রাপ্তির পর, রাজস্ব কর্মকর্তা—

(ক) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে, উক্ত পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ বাবদ গৃহীত কর রেয়াত বাতিল করিয়া চলতি হিসাব ও পরবর্তী দাখিলপত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবেন; বা

(খ) দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে, স্বাভাবিক মূল্য ও বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হ্রাসকৃত মূল্যের তারতম্যের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে উপকরণ কর রেয়াত বাতিল করিয়া চলতি হিসাবে ও পরবর্তী দাখিলপত্রে সমন্বয়ের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৪১। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের নিষ্পত্তিকরণ।— (১) কোন উৎপাদিত পণ্য যদি কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এরূপ পণ্য নিষ্পত্তির জন্য ফরম “মুসক-২৭” এ ভ্যাট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে। পণ্য যদি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। পণ্য যদি অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে বিষয়টি অবহিত হওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে “মুসক-২৭” ফরমে সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে।

(২) আবেদনের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা তদন্ত করবেন। তিনি পণ্যমূল্য ও প্রদেয় মুসকের পরিমাণ নির্ণয় করবেন। অতঃপর তার মতামতসহ বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।

(৩) উক্ত পণ্য যদি হ্রাসকৃত মূল্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ সরবরাহযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্তরূপ মূল্য নির্ধারণ করে তা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।

(৪) বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত মতামত প্রাপ্তির পর উহা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ বা ধ্বংস করার জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমতি প্রদান করবেন।

(৫) পণ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হলে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। চলতি হিসাব পুস্তক এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত বাতিলের জন্য রাজস্ব কর্মকর্তা নিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। পণ্য হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা হলে, উহার ওপর যে পরিমাণ মূসক প্রদান করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ রেয়াত বাতিল করতে হবে।

৪১ক। বর্জ্য (ওয়েস্ট) বা উপজাত (বাই-প্রোডাক্ট) পণ্যের সরবরাহ ও নিষ্পত্তিকরণ।— (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের বর্জ্য বা উপজাত পণ্য সরবরাহযোগ্য বা সরবরাহ অযোগ্য হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

(২) সরবরাহযোগ্য বর্জ্য বা উপজাত পণ্যের করযোগ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫ ও বিধি ৩ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরবরাহ অযোগ্য বর্জ্য বা উপজাত পণ্যের বাণিজ্যিক মূল্য না থাকার কারণে নিবন্ধিত ব্যক্তি উৎপাদনস্থলে কিংবা স্বাস্থ্যগত বা পরিবেশগত বা অবকাঠামোগত কারণে, যতদূর সম্ভব, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ আইন) বা উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে উৎপাদনস্থলের বাহিরে বিভাগীয় কর্মকর্তা বা তদকর্তৃক মনোনীত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উক্তরূপ পণ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা বিনষ্ট করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন পণ্য ধ্বংস বা বিনষ্ট করা হইলে, বিভাগীয় কর্মকর্তা তৎসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ধ্বংস বা বিনষ্টকরণের সাত দিনের মধ্যে কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নিবন্ধিত ব্যক্তি এ সংক্রান্ত দলিলাদি আইনের বিধান মোতাবেক সংরক্ষণ করিবেন।

৪১ক। বর্জ্য (ওয়েস্ট) বা উপজাত (বাইপ্রোডাক্ট) পণ্যের সরবরাহ ও নিষ্পত্তিকরণ।— বর্জ্য (Waste) ও উপজাত (By-product) বলতে কি বুঝায় তা আমাদের প্রথমেই জানা দরকার। বিভাগীয় দপ্তরে কোনো পণ্যের মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। মূল্য ঘোষণায় উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output Coefficient) দাখিল করতে হয়। এর অর্থ হলো কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে কতটুকু পণ্য উৎপাদিত হবে তার হিসাব। পণ্য উৎপাদন সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু উপকরণ গুড়া, ছেড়া, কাটা ইত্যাদি অবস্থায় থেকে যায়। এগুলো যদি অন্য কোথাও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়, তাহলে ইহাকে বর্জ্য বলে। আর যদি অন্যত্র ব্যবহার করা যায়, তাহলে ইহাকে উপজাত বলে। যেমন: চিনির উপজাত হলো ঝোলাগুড়। গ্যাসের উপজাত হলো ন্যাপথা ইত্যাদি।

(১) এক্ষেত্রেও একইভাবে বর্জ্য হোক বা উপজাত হোক তা নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে হবে। আগের দুটি ক্ষেত্রে দুটি ফরমে আবেদন করতে বলা হয়েছে ভ্যাট সার্কেল অফিসে। এখানে কোন ফরমে আবেদন করতে বলা হয়নি এবং বিভাগীয় দপ্তরে আবেদন করতে বলা হয়েছে। তাই, এখানে সাদা কাগজে আবেদন দাখিল করা যায়।

(২) বর্জ্য হলে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে না। কিন্তু উপজাত হলে উহার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে সে স্বাভাবিক নিয়মে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ ধারা ৫ ও বিধি ৩ এর বিধান অনুসারে আবেদনকারী মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা অনুমোদন করবেন। অনুমোদিত মূল্যে উপজাত পণ্যটি বিক্রয় করতে হবে। অর্থাৎ উপজাত

পণ্যের ক্ষেত্রে এমনভাবে কার্যক্রম নিতে হবে যেমনভাবে একটি পণ্যের ক্ষেত্রে কার্যক্রম নেয়া হয়। বিক্রয়মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

(৩) সরবরাহ অযোগ্য হলে অর্থাৎ বর্জ্য হলে ধ্বংস করতে হবে। ধ্বংস করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বর্জ্য হিসেবে ধ্বংস করা হোক অথবা উপজাত হিসেবে বিক্রি করা হোক এক্ষেত্রে কোন উপকরণ কর রেয়াত কর্তন করতে হবে না। আমরা দেখেছি যে, পূর্বের দুটি ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত কর্তন করতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত কর্তন না করার কারণ হলো, এখানে যে বর্জ্য বা উপজাত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে তা ভ্যাট দণ্ডের কর্তৃক অনুমোদিত উৎপাদ-উপকরণ সম্পর্ক বা সহগ থেকে প্রাপ্ত। অর্থাৎ একটি ৩০০ গ্রাম ওজনের সাবান প্রস্তুত করতে ধরা যাক বিভিন্ন ধরনের ৩৪০ গ্রাম উপকরণ প্রয়োজন হয়। এই ৩৪০ গ্রাম উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা ভ্যাট দণ্ডের কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তাই, এখানে ৩০০ গ্রাম ওজনের একটি সাবান উৎপাদনের পর যদি অনুমোদিত ৪০ গ্রামের মধ্যে কিছু উপকরণ বর্জ্য বা উপজাত হিসেবে থেকে যায় সেক্ষেত্রে উহা নিষ্পত্তির পর উপকরণ কর রেয়াত কর্তন করতে হবে না।

(৪) বিভাগীয় কর্মকর্তা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশনার বরাবরে ধ্বংস সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। নিবন্ধিত ব্যক্তি আইনের বিধান মোতাবেক ৬ (ছয়) বছর পর্যন্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করবেন।

৪২। এজেন্ট বা প্রতিনিধির কৃতকর্মের দায়দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ।— কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন বা এই বিধিমালার অধীনের করণীয় কোন কার্য সম্পাদনের কর্তৃত্ব প্রদান করিলে উক্ত ব্যক্তির কৃতকর্মের দায়দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যক্তির উপরই বর্তাইবে।

৪২। এজেন্ট বা প্রতিনিধির কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ।— নিবন্ধিত ব্যক্তির পক্ষে তার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পরামর্শক বা অন্য কেউ যা কিছু করণ না কেন তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ নিবন্ধিত ব্যক্তির কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক বা তার কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেউ কোন অপরাধ করলে, কোন বক্তব্য প্রদান করলে তা নিবন্ধিত ব্যক্তি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না বা উহা তার বক্তব্য নয় বা তার কাজ নয় বলে তিনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তাই, নিবন্ধিত ব্যক্তির পক্ষে যারা ভ্যাট অফিসে কোন কাজ করবেন তাদেরকে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়ার সময় অথরাইজড সিগনেটরী কে হবে তা ভ্যাট অফিসকে জানাতে হয়। তার স্বাক্ষরে ভ্যাট সংক্রান্ত দলিলাদি ইস্যু করতে হয়। পরবর্তীতে কোন শুনানি বা অন্য কোন কাজে কেউ ভ্যাট অফিসে আসলে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাকে ক্ষমতাপত্র প্রদান করতে হয়।

৪৩। সরকারের পাওনা আদায় পদ্ধতি।— (১) ধারা ৫৬-এ উলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সরকারী পাওনায় দায়বদ্ধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক অন্ততঃ দুইবার লিখিতভাবে উক্ত পাওনা পরিশোধের জন্য অবহিত করিতে হইবে। প্রতিটি পত্রে কমপক্ষে সাত দিন করিয়া সময় দিতে হইবে। তাঁহার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় বা বিনা ক্রোকে বিক্রয় করিতে হইলে তাহাকে কমপক্ষে দুই সপ্তাহের নোটিশ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাহিলে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতীত তাহা করা যাইবে না।

(২) ধারা ৫৬এ বর্ণিত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উলিখিত সরকারী পাওনা আদায়ের জন্য ফরম "মুসক-২৮" এ নোটিশ প্রদান এবং ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করার ক্ষেত্রে ফরম "মুসক-২৯" এ ওয়ারেন্ট ইস্যু করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২)এ উলিখিত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা ফরম "মুসক-২৮" এ চার প্রস্থ নোটিশ প্রস্তুতপূর্বক মূল ও দ্বিতীয় কপি সরকারী পাওনায় দায়বদ্ধ ব্যক্তি বা ব্যাংক-এর নিকট, তৃতীয় কপি সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট প্রেরণ এবং চতুর্থ কপি তাঁহার নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করিবেন। যাহার নিকট নোটিশের মূল ও দ্বিতীয় কপি প্রেরিত হইবে তিনি মূল কপির প্রাপ্তি স্বীকার পূর্বক দ্বিতীয় কপিতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(৪) ফরম "মুসক-২৯" ইস্যু করার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এর অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণীয় হইবে।

৪৩। সরকারের পাওনা আদায় পদ্ধতি।— (১) ধারা ৫৬-এ সরকারী বকেয়া আদায়ের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এই বিধি উক্ত ধারার সাথে একত্রে পাঠ করতে হবে। মুসক কর্মকর্তাগণ বকেয়া আদায়ের জন্য এই বিধির বিধান প্রয়োগ করবেন। প্রথমে দুবার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাকে ব্যক্তিগত শুনানিতে ডাকতে হবে।

(২) (৩) ও (৪) এই তিনটি উপ-বিধিতে বকেয়া পাওনা আদায়ের পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে যা স্বব্যাখ্যায়িত। তাই, বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না।